ধারণ করে,প্রীতিও তদ্রূপ,ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। প্রীতির বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগের এই কয়েকটী নিয়ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। যাহাকে আমি ভাল বাসি সে অন্যকে ভাল-বাসিবে না, কেবল আমাকেই ভাল বাসিবে, এমন ইচ্ছা করা অন্যায়। অবিহিত ও অবিশুদ্ধ ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগের ইচ্ছাকে চরিতার্থ করিবার জন্য প্রীতি করা কর্ত্তব্য নহে। প্রিয় ব্যক্তির অনুরোধে আমাদিগের ধর্ম্ম ভাবকে সঙ্কুচিত করা উচিত হয় না। প্রিয় ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ রূপে দোষ-শূন্য মনে করিয়া তাহাকে আমাদিগের উপাস্য পুত্তলিকা করা কর্ত্তব্য নহে। আমাদিগের চিত্তকে কোন মর্ত্ত্য প্রীতি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হইতে দেওয়া উচিত হয় না। প্রীতির এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিলে আমরা ঈশ্বরকে প্রীতি করিতে সক্ষম হই। যদি প্রীতি কি পদার্থ জানিতে ইচ্ছা কর তবে জীবিতকে জিজ্ঞাসা-কর জীবন কি পদার্থ; ঈশ্বরভক্তকে জিজ্ঞাসা কর ঈশ্বর কি পদার্থ। প্রীতি দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সন্নিকর্ষ লাভ করি। ঈশ্বর যেমন ভক্তগণের হৃদয়-কুটীরে দর্শন দেন, তেমনি জ্ঞানির আত্মারূপ শোভনতম প্রাসাদে সে-রূপ দর্শন দেন না। যখন সামান্য প্রীতিও অতি সুখের বিষয়, যখন স্নেহের জন্য সামান্য ত্যাগ স্বীকার বিশুদ্ধ সুখের কারণ হয়, তখন যিনি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর তাঁহাকে সমস্ত হৃদ-য়ের সহিত প্রীতি করা আমাদিগের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক ভাব তাঁহাতে অর্পণ করা কত সুখের বিষয় না হয়! প্রীতি অধ্যাত্ম যোগের জীবন, প্রীতি সৎকার্য্যের জীবন, প্রীতি ধর্ম্ম-প্রচারের একমাত্র উপায়। যদি প্রচার কার্য্যে ব্যাঘাত দিবার জন্য শত সহস্র শত্রু খড়্গ-হস্ত হইয়া আমাদিগের প্রতি ধাবিত হয় তথাপি তাহা-দিগের প্রতি প্রীতি ভাব যেন আমাদিগের হৃদয়কে পরিত্যাগ না করে। বিদ্বেষ এবং কটু কাটব্য ও কর্কশ ব্যবহার দ্বারা একটী ব্যক্তিকেও ধর্ম্মে আনয়ন করা যায় না, প্রীতি দ্বারা সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে ধর্ম্মে আ-নয়ন করা যায়। হে পরমাত্মন্! প্রীতি দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিবার ভার আমার প্রতি অর্পণ করিয়াছ, সে ভার সম্যক রূপে পালন করিবার ক্ষমতা এ অকিঞ্চনকে প্রদান কর। অন্যান্য বাগ্মী মহাত্মারা অধ্যাত্ম-যোগে মহোচ্চ সত্য সকল ঘোষণা করুন, অ-থবা কর্ত্তব্য জ্ঞানে বিরাজিত ঈশ্বরের প্রভাব কীর্ত্তন করুন, এ অকিঞ্চনের এই কার্য্য হউক যেন কেবল প্রীতিরূপ সুকোমল উপায় দ্বারা তোমার ধর্ম্ম প্রচার করে। এই অকিঞ্চনের দ্বারা প্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রীতি ভাবের বিশিষ্ট রূপ সঞ্চার কিয়ৎ পরিমাণেও সম্পাদিত হয়, এই অকিঞ্চন যেন চির কাল সেই মধুর কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। যৌবনে তোমার প্রীতি কীর্ত্তন করিয়াছি,প্রৌঢ়াবস্থায় তোমার প্রীতি কীর্ত্তন করিয়াছি; এক্ষণে বয়স ক্রমে অধিক হইতে চলিল, সংসারের শীতল ভাব যেন আমার আত্মাতে প্রবেশ না করে। আমি যেন তোমার প্রতি প্রীতি ও মনুষ্যের প্রতি প্রীতি বিস্তার কার্য্যে নিয়ত নিযুক্ত থাকি। যেখানে বিবাদের প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হইতে দেখি,সেখানে "বিগত বিবাদং" যে তুমি তোমাকে স্মরণ করিয়া সেই বিবাদ প্রশমনে যেন আমি যত্নবান হই। যদ্যপি আমি সে পবিত্র কার্য্যে সুসিদ্ধি লাভ নাও করিতে পারি তথাপি তাহাতে যেন ক্ষুণ্ণ না হই। সতত তোমার প্রীতি যেন আমার হৃদয়ে বিরাজিত থাকে। প্রীতি আমার বাক্যকে মধুময় করুক; প্রীতি আমার কা-র্য্যকে মধুময় করুক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

আলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজে পঠিত ব্রহ্মস্তোত্র।

পৌষ ১৭৮৯ শক।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদিগের প্রতি যে সকল করুণার চিহ্ন অহরহ বর্ষণ করিতেছ তাহার জন্য আমরা একান্ত মনে তোমাকে কৃতজ্ঞতা-পুষ্প প্রদান করিতেছি। সকল প্রকার নির্দ্দোষ ইন্দ্রিয় সুখের জন্য তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হইতেছি। দর্শন-জনিত সুখ জন্য তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। সুন্দর দিবালোক যাহা স্বীয় মনোহর আলিঙ্গন দ্বারা সমস্ত জগতকে কৃতার্থ করে, তাহার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ হইতেছি। সুরম্য চন্দ্রালোক যাহা সজন নগর ও বিজন গহনকে কবিত্ব ভাবে ভূষিত করিয়া রমণীয় করে, তাহার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। রত্ন-মণি-খচিত অম্বর দর্শন জনিত সুখ জন্য তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হইতেছি। প্রাতঃকালে শিশির বিন্দু রূপ মুক্তা-মালা-ধারিণী কুসুম-কুন্তলা ধরণীকে দর্শন করিয়া আমরা যে পবিত্র আনন্দ উপভোগ করি তজ্জন্য আমরা তোমাকে কৃতজ্ঞতা পুষ্প প্রদান করিতেছি। নয়ন-রঞ্জন আরক্ত উষা জন্য তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ললাটে একটী মাত্র তারা-রত্ন-ধারিণী গোধূলীর মধুর ম্লান সৌন্দর্য্য জন্য তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হইতেছি। বসন্ত কালের নব পত্র নব দ্রুম ও নব নব কলিকা জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। শরত কালের হরিত বর্ণ শস্য ক্ষেত্রের মনোহর লহরী-লীলা দর্শন জনিত সুখ জন্য কৃতজ্ঞ হইতেছি। মনুষ্য-রচিত শিল্প সৌন্দর্য্য জন্য আমরা তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। দর্শন জনিত সুখ ব্যতীত অন্যান্য ইন্দ্রিয়-সুখ জন্য তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হইতেছি। অমৃত ফলের আস্বাদ জন্য তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। উদ্যান ও উপবনের প্রাণ-আহ্লাদকর সৌরভ জন্য আমরা কৃতজ্ঞ হইতেছি। বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গের মধুর ধ্বনি ও হৃদয়-দ্রবকারি সংগীত স্বর জন্য আমরা ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। নিদাঘ কালের মন্দ মন্দ মলয় সমীরণ জন্য তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হইতেছি। সকল প্রকার নির্দ্দোষ ইন্দ্রিয় সুখ জন্য তোমাকে কৃতজ্ঞতা পুষ্প প্রদান করিতেছি। ইন্দ্রিয় সুখ অপেক্ষা অসংখ্য গুণে উৎকৃষ্ট জ্ঞান ও বিজ্ঞান জনিত সুখ জন্য তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। নভোমণ্ডলে উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ নিয়োগ করত তোমার উজ্জ্বল ঐশ্বর্য্যের তত্ত্ব আমরা পর্য্যালোচনা করিয়া যে মহদানন্দ প্রাপ্ত হই তজ্জন্য আমরা তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তরু গুল্ম লতায় প্রদর্শিত তোমার শিল্প নৈপুণ্য আলোচনা করিয়া যে পবিত্র আনন্দ আমরা উপভোগ করি, তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞ হইতেছি। পৃথিবীর অন্তরস্থ স্তর সকলেতে তোমার হস্ত-লিখিত মহাকাব্য পাঠ করিয়া যে অদ্ভূত আনন্দ প্রাপ্ত হই তজ্জন্য আমরা ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। মনোরাজ্যে পরিব্যক্ত তোমার আশ্চর্য্য সু-সূক্ষ্ম-কৌশল-বর্ণনা-কারী মনোবিজ্ঞান পাঠ করিয়া যে বিস্ময়-রস উপভোগ করি তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞ হইতেছি। পুরাবৃত্তে মহত্ত্বের পারাকাষ্ঠা প্রদর্শক মহাত্মাদিগের জীবন-চরিত পাঠ করিয়া যে প্রভূত আনন্দ প্রাপ্ত হই তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে তোমার মহিমা গান করিতেছি। সকল প্রকার জ্ঞান ও বিজ্ঞান হইতে যে আনন্দ আমরা প্রাপ্ত হই তজ্জন্য আমরা তোমাকে ধন্যবাদ প্রদাম করিতেছি। জ্ঞান ও বিজ্ঞান জনিত সুখ হইতে অসংখ্য গুণে শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্মামৃত

পান দ্বারা আমরা কি প্রগাঢ় অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করি! পরোপকার জনিত সুখ কি মধুর! নিরন্নকে অন্ন দান দ্বারা আমাদিগের ভোজন-সুখ কতই না বর্দ্ধিত করি! নিরাশ্রয়কে আশ্রয় প্রদান করিয়া তুমি যে সকলের আশ্রয় তোমার মঙ্গল স্বরূপ কতই না স্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হই! অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিকে জ্ঞানালোক বিতরণ করিয়া আনন্দ-সাগরে আমরা কতই না ভাসমান হই! এ সকল পরম পবিত্র সুখ জন্য তোমাকে প্রণত ভাবে কৃতজ্ঞতা পুষ্প উপহার প্রদান করিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ কর। এ সকল সুখের জন্যও এক প্রকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম। তোমাতে নির্ভর করিয়া তোমাতে আত্ম অর্পণ করিয়া যে বাক্যের অতীত সুখ প্রাপ্ত হই তজ্জন্য আমরা কি প্রকার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব! আমাদিগের কি ক্ষমতা যে সেই স্বর্গীয় অলৌকিক সুখের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করি। তুমি এক এক বার বিদ্যুতের ন্যায় আমাদিগের মনে প্রতিভাত হইয়া যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দে তাহাকে প্লাবিত কর, ইচ্ছা হয় সেই আনন্দ আমরা দিবা নিশি আস্বাদন করি; কিন্তু আমাদিগের অপবিত্রতা সেই আনন্দকে উপভোগ করিতে দেয় না। কত বার এই রূপ ইচ্ছা হয় তোমার পথের একান্ত পথিক হই কিন্তু পাপ মতির বশতাপন্ন হইয়া আমরা তোমা হইতে দূরে পতিত হই। নাথ! আমাদিগের এ প্রকার দুর্গতি কত দিবস থাকিবে। কাতর প্রাণে তোমাকে ডাকিতেছি, তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও। পরমেশ! পাপ তাপে জর্জ্জরীভূত হইয়া পতিত পাবন যে তুমি তোমার নিকট পলায়ন করিতেছি। পক্ষি-শাবক যেমন বিপদে পতিত হইলে মাতার নিকট আশ্রয় লইবার জন্য পলায়ন করে, আর সেই মাতা যেমন পক্ষ বিস্তার করিয়া তদ্দ্বারা সেই শাবকগণকে আশ্রয় প্রদান করে সেই রূপ তুমি আমাদিগকে স্বীয় মঙ্গলময় পক্ষের আশ্রয় প্রদান কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

তত্ত্ববিদ্যা।

চতুর্থ খণ্ড—সাধন-প্রকরণ।

প্রথম প্রকরণ।

কোন লক্ষ্য সাধন করিতে হইলে তজ্জন্য সাধকের চিন্তা স্পৃহা এবং যত্ন তিনের সামঞ্জস্য আবশ্যক হয়। ১।

লক্ষ্যসাধন-বিশেষের অর্থানর্থ দোষ-গুণ ফলাফল প্রভৃতি অগ্রে চিন্তা দ্বারা নির্ণয় করা আবশ্যক; চিন্তা দ্বারা যখন স্থির হয় যে, অমুক লক্ষ্য-সাধন অর্থশালী গুণশালী এবং শুভফলদর্শী, তখন তাহার প্রতি কাযে কাযেই স্পৃহার উদ্রেক হয়, এবং স্পৃহার উদ্রেক হইলে তাহার প্রতি কাযে কাযেই যত্নের সমাধান হয়।

লক্ষ্য-সাধনোদ্দেশে উপায় অবলম্বন করিবার নামই যত্ন। যে সে উপায় অবলম্বন করিলেই যে আমরা লক্ষ্য-সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারি, তাহা নহে; লক্ষ্য-সাধন করা যদি আমাদের অভিপ্রায় হয়, তবে আমাদের কর্ত্তব্য এই যে আমরা চিন্তার পরামর্শ অনুসারে বিহিত উপায় অবলম্বন করি, এবং স্পৃহার ইঙ্গিত অনুসারে সুন্দর উপায় অবলম্বন করি, এই রূপে চিন্তা এবং স্পৃহা উভয়ের সহিত সামঞ্জস্য মতে যত্নকে নিয়োগ করি; নচেৎ যত্ন যদি চিন্তার পরামর্শ অবহেলা করত অবিহিত উপায় অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে যথা-সময়ে বাধা বিঘ্নে আক্রান্ত হইয়া

অবশ্যই তাহাকে তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে; কিম্বা যদি স্পৃহার ইঙ্গিত অমান্য করত নীরস উপায় অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে প্রতিপদে কঠোরতায় আক্রান্ত হইয়া শীঘ্রই তাহাকে লক্ষ্য-সিদ্ধির আশা পরিত্যাগে বাধ্য হইতে হইবে। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, চিন্তার মন্ত্রণা এবং স্পৃহার উত্তেজনা, এ দুয়ের সহিত সামঞ্জস্য ব্যতিরেকে যত্নের উদ্যম কদাপি সমুচিত রূপে সফল হইতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

পরমাত্মা লক্ষ্য, জীবাত্মা সাধক, জড়-প্রকৃতি বাধক; জড়-প্রকৃতির বাধা অতিক্রম করিয়া উত্তরোত্তর পরমাত্মার সহবাস লাভ করাই সিদ্ধি। ২।

বিষয়-চিন্তা-রূপ বাধা অতিক্রম করত তাহার স্থানে ঈশ্বর-চিন্তাকে, বিষয়-স্পৃহা-রূপ বাধা অতিক্রম করত তাহার স্থানে ঈশ্বর-স্পৃহাকে, বিষয়-লাভার্থ যত্নরূপ বাধা অতিক্রম করত তাহার স্থানে ঈশ্বর-লাভার্থ যত্নকে, যত আমরা অভ্যর্থনা পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব, ততই আমরা পারমার্থিক সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইব।

আমাদের লক্ষ্য যে রূপ, তাহার সাধন দ্বারা আমরাও ক্রমশঃ সেই রূপ হইতে থাকি; আমাদের লক্ষ্য যদি নীচ হয়, তবে তাহার সাধন দ্বারা আমরাও ক্রমশঃ নীচ হইতে থাকি; আমাদের লক্ষ্য যদি মহান্ হয়, তবে তাহার সাধন দ্বারা আমরাও ক্রমশঃ মহান্ হইতে থাকি; আমাদের লক্ষ্য যদি সত্য সুন্দর এবং মঙ্গল হয়, তবে তাহার সাধন দ্বারা আমরাও ক্রমশঃ সত্য সুন্দর এবং মঙ্গল রূপে পরিণত হইতে থাকি; আমাদের লক্ষ্য যদি অসত্য কদর্য্য এবং অমঙ্গল হয়, তবে তাহার সাধন দ্বারা আমরাও ক্রমশঃ অসত্য কদর্য্য এবং অমঙ্গল রূপে পরিগঠিত হইতে থাকি; আমাদের লক্ষ্য যদি জড় হয়, তবে তাহার সাধন দ্বারা আমরাও ক্রমশঃ জড় হইতে থাকি; আমাদের লক্ষ্য যদি চেতন হয়, তবে তাহার সাধন দ্বারা আমরাও ক্রমশঃ চেতন হইতে থাকি; এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, লক্ষ্যের প্রসাদে এবং সাধনের প্রভাবে, উভয় কারণে, আমরা সিদ্ধি লাভে সমর্থ হই। অতএব ইহা সুস্পষ্ট যে, পরমাত্মার প্রতি লক্ষ্য করিয়া যদি আমরা তাঁহার সাধনে প্রবৃত্ত হই, তবে তাহাতে আমরা যে রূপ কৃতার্থতা লাভ করিতে পারি সে রূপ আর কিছুতেই নহে। কেন না সত্যত্ব নিত্যত্ব ধ্রুবত্ব সৌন্দর্য্য মঙ্গল-ভাব জ্ঞান প্রেম মহত্ত্ব পবিত্রতা প্রভৃতি যত প্রকার শ্রেষ্ঠ গুণ আছে পরমাত্মা সমুদায়েরই পরম আস্পদ।

তৃতীয় প্রকরণ।

প্রথমতঃ চিন্তা কর্ত্তব্য। ৩॥

চিন্তা দ্বারা যে পর্য্যন্ত না আমরা আবির্ভাব-রাজ্য হইতে ভাব-রাজ্যে উপনীত হইতে পারি, সে পর্য্যন্ত আমাদের জ্ঞান-পিপাসা কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। আবির্ভাব হইতে ভাবে আরোহণ করিবার যে প্রণালী, তাহা এক জন অজ্ঞান শিশুকেও শিক্ষা দিবার প্রয়োজন হয় না; কেন না প্রত্যেক শিশুই মাতা পিতা প্রভৃতির কার্য্যাদি দর্শন এবং বাক্যাদি শ্রবণ রূপ দ্বার দিয়া তাঁহারদের মনোনিহিত অদৃষ্ট এবং অশ্রুত অভিপ্রায় সকল ক্রমশঃ অবগত হইতে থাকে। আবির্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক ভাবোপার্জ্জনের প্রণালী-বিষয়ে শৈশব কালাবধি মনুষ্যের এই যে অশিক্ষিত পটুতা, ইহার মূল কি এক বার প্রণিধান করিয়া দেখা আবশ্যক। কোন আবির্ভাব দেখিলে তা-

হাতেই কেন না আমরা নিরস্ত থাকি, ভাবের জন্য ব্যগ্র হইবার প্রয়োজন কি? ইহার কেবল এই মাত্র উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে, ভাব এবং আবির্ভাব উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ-ঘটিত একটি মূল আদর্শ প্রত্যেক মনুষ্যের আত্মাতেই বীজ-রূপে নিহিত আছে; সেই আদর্শের প্রস্ফুটন এবং পরিচালন সহকারেই আমরা যাবতীয় আবির্ভাব সকলের মধ্যে ভাবের নিদর্শন উপলব্ধি করিয়া থাকি; নতুবা আমাদের আপনারদের কার্য্যাদি আবির্ভাব-সকলের সম্বন্ধে তাহাদিগের প্রবর্ত্তক ভাব-সকল যে রূপ, অন্যের কার্য্যাদি আবির্ভাব সকলের সম্বন্ধে তাহাদিগের প্রবর্ত্তক ভাব সকলও সেই রূপ হইবে, এ সন্ধানটি আমরা কোথা হইতে পাইলাম? ভাব এবং আবির্ভাব উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ ঘটিত মূল আদর্শ যদি আমাদের অন্তরে সুগভীর রূপে মুদ্রিত না থাকিত, তাহা হইলে সমুদায় জগৎ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইলেও আমরা সে সন্ধানের কণামাত্র আভাস প্রাপ্ত হইতে পারিতাম না। গণিত বিদ্যার একটি সহজ প্রণালী অবলম্বন করিয়া যেমন এক জন অজ্ঞ কৃষকও বুঝিতে পারে যে, একটি দ্রব্যের মূল্য যদি এক টাকা হয় তবে দুইটি দ্রব্যের মূল্য অবশ্য দুই টাকা হইবে; সেই রূপ তত্ত্ব-বিদ্যার একটি সহজ প্রণালী অবলম্বন করিয়া এক জন শিশুও বুঝিতে পারে যে, আমার অন্তঃকরণের সন্তোষ অসন্তোষ প্রভৃতি ভাব-সকল দ্বারা যেমন আমার হাস্য ক্রন্দনাদি আবির্ভাব সকল প্রবর্ত্তিত হয়, সেই রূপ অন্য ব্যক্তিদিগের কথা বার্ত্তা আকার ইঙ্গিত প্রভৃতিও তত্তদুপযোগী আন্তরিক ভাব-সকল দ্বারাই প্রবর্ত্তিত হয়। এক্ষণে বক্তব্য এই যে শিশুর ন্যায় ঐ রূপ অশিক্ষিত সহজ প্রণালী অনুসারেই মনুষ্য-জাতি ঈশ্বরের সত্তা এবং অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকে। শিশু যেমন মাতা পিতার আকার ইঙ্গিত এবং কার্য্যাদির অভ্যন্তরে ক্রমশঃ তাঁহারদের মনোগত অভিপ্রায় সকলকে মূর্ত্তিমান্ দেখিতে পায়, সেই রূপ মনুষ্য-জাতি জগতের অভ্যন্তরে ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে ক্রমশই মূর্ত্তিমান্ দেখিতে পায়। অপিচ শিশু যেমন আবশ্যক মতে সম্মুখবর্ত্তী সামগ্রী বিশেষের প্রতি অনায়াসে হস্ত প্রসারণ করে, অথচ কি প্রণালী অনুসারে সে ও রূপ করিতে সমর্থ হইতেছে, সে বিষয়ের সে কিছুই জানে না; কেবল দেহতত্ত্ব-বিদ্যার অনুশীলন দ্বারাই ব্যক্তি-বিশেষ তাহার তথ্য অবগত হইতে পারেন; সেই রূপ মনুষ্য-জাতি আবশ্যক মতে অনায়াসে ঈশ্বরের অভিপ্রায় অবগত হইয়া থাকে, অথচ কি প্রণালী অনুসারে মনুষ্য-জাতি ওরূপ করিতে সমর্থ হয় অনেকে তাহা জানেন না; কেবল তত্ত্ব-বিদ্যার অনুশীলন দ্বারাই ব্যক্তি-বিশেষ তদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। তত্ত্ব-বিদ্যার আলোচনা দ্বারা এই রূপ জানা যাইতে পারে যে, ভাব আবির্ভাব, কার্য্য কারণ, ঐক্য বাহুল্য, ইত্যাদি যুগলাত্মক সম্বন্ধ-কতিপয়ের মূল আদর্শ প্রতি-জনের আত্মাতেই বীজরূপে নিহিত আছে; সেই আদর্শ অনুসারে মনুষ্য আবশ্যক মতে আবির্ভাব হইতে ভাবে, বাহুল্য হইতে ঐক্যে, কার্য্য হইতে কারণে ক্রমে ক্রমে পদ নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হয়। এ ক্ষণে বক্তব্য এই যে, সাধকের ইহা অতীব কর্ত্তব্য যে, বহির্জ্জগতের অভ্যন্তর হইতে ঈশ্বরের ভাব কি রূপ ব্যক্ত হইতেছে এবং আত্মার অভ্যন্তর হইতেই বা তাঁহার অভিপ্রায় কি রূপ ব্যক্ত হইতেছে, এই সকল বিষয়ে স্বাভাবিক প্রণালী অনুসারে বিধিপূর্ব্বক চিন্তাকে নিয়োগ করেন।

চতুর্থ প্রকরণ।

চিন্তা নিয়োগ করিবার তিনটি পদ্ধতি—ধারণা, ধ্যান, এবং সমাধি। ৪।

পাতঞ্জলের যোগ-শাস্ত্রে আটটি যোগাঙ্গ নির্ণীত হইয়াছে, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি; ইহার মধ্যে যম হইতে প্রত্যাহার পর্য্যন্ত পাঁচটিকে বহিরঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং তদবশিষ্ট ধারণা ধ্যান সমাধি এই তিনটিকে অন্তরঙ্গ বলিয়া পৃথক্ রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ধারণা শব্দের অর্থ এই যে, লক্ষ্য বিশেষে চিত্তকে বদ্ধ করা; ধ্যান শব্দের অর্থ এই যে সেই লক্ষ্যের প্রতি চিত্তকে অনর্গল প্রবাহিত করা; সমাধি শব্দের অর্থ এই যে, সেই লক্ষ্যেতে চিত্তের সমাধান করা, অর্থাৎ ধ্যান প্রবাহকে লক্ষ্যের সহিত তন্ময়ীভাবে পরিণত করা। এই তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন করিলে আমাদের চিন্তা যে কেমন সুচারু রূপে চরিতার্থ হয়, তাহা পরীক্ষা করিলেই জানা যাইতে পারিবে। ঈশ্বরের প্রতি চিত্তকে স্থির করা, তাঁহার প্রতি ধ্যানকে নিয়োগ করা, এবং তাঁহাতে চিত্তকে তদ্গত ভাবে নিবেশিত করা, এই তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন পূর্ব্বক ঈশ্বর-চিন্তাকে সমগ্র রূপে চরিতার্থ করা সাধনের পক্ষে সবিশেষ ফলদায়ক তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ স্পৃহা কর্ত্তব্য।৫।

জ্ঞান স্বভাবতঃ উদাসীন; স্পৃহা স্বভাবতঃ আসক্তি-সমন্বিত। এই জন্য জ্ঞানকে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে নিয়োগ করা অপেক্ষাকৃত সহজ; স্পৃহাকে সে রূপ করা নিতান্ত সহজ নহে। জ্ঞান পরিব্রাজক সন্ন্যাসী, উহাকে এক স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখা দুঃসাধ্য কিন্তু এক স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া সহজ; স্পৃহা অন্তঃপুর-বাসিনী বনিতা, ইহাকে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া দুঃসাধ্য, কিন্তু যেখানে আছে সেখানে বদ্ধ করিয়া রাখা সহজ।

চিন্তা দ্বারা আমরা সংশয় হইতে প্রত্যয়ে উপনীত হই, স্পৃহা দ্বারা আমরা অভাব হইতে ভাবে উপনীত হই। মাতার জন্য অভাব বোধ হইলে শিশু যেমন ক্রন্দন করিয়া উঠে, সেই রূপ ঈশ্বরের জন্য অভাব বোধ হইলে আমাদের হৃদয় ক্রন্দন করিয়া উঠে; পশ্চাৎ তাঁহার প্রদত্ত শান্তি-পীযূষ পান করিয়া প্রশান্ত হয়। আমাদের অন্তঃকরণ মধ্যে এ রূপ অনেক কিম্ভূত অভাব সকলের বসতি আছে, যাহাদিগকে জ্ঞানে আয়ত্ত করা অসাধ্য; আমাদের কর্ত্তব্য যে, সেই সকল নিগূঢ় অভাব-দিগকে আমরা ভাবেতে করিয়া ভোগ করি; কেন না অভাব-বিশেষকে অগ্রে ভোগ না করিলে সে অভাব অতিক্রমণার্থে কদাপি স্পৃহার উদ্রেক হইতে পারে না। যেমন ক্ষুধারূপ অভাব ভোগ না করিলে অন্ন ভোজনার্থে স্পৃহার উদ্রেক হইতে পারে না, সেই রূপ। ইহার বিপরীতে,—ভোগ না করিতে হয়, এই উদ্দেশে অভাব বিশেষকে আবরণ করিয়া রাখা কোন মতেই বৈধ নহে; যেমন অহিফেনাদি সেবন দ্বারা ক্ষুধারূপ অভাব আবরণ করিয়া রাখা বৈধ নহে, সেই রূপ। করুণ রসাশ্রিত কাব্যের অন্তর্গত শোচনীয় ব্যাপার সকল পাঠ করিতে কিছুমাত্র বিস্বাদু লাগে না বরং সমধিক মিষ্ট লাগে, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এ ভিন্ন আর কিছুই নহে যে, যখন দুঃখ শোকের ব্যাপার সকল আমাদের হৃদয়াভ্যন্তরে গভীর রূপে অনুভূত হইতে থাকে তখন আমাদের স্পৃহা আপনা হইতেই সে সকলের অতীত প্রদেশে উত্থান করিয়া আনন্দামৃতের আস্বাদ গ্রহণ করিতে থাকে। অতএব আমাদের হৃদিশ্রিত

অভাব-সকলকে নিবারণ করিতে হইলে তাহার উপায় ইহা নহে যে, তাহাদিগের প্রতি ঔদাসীন্য অবলম্বন করত নিশ্চিন্ত হইয়া থাকি; প্রত্যুত ইহাই তাহার উপায় যে, ভাবেতে তাহাদিগকে তাবৎপর্য্যন্ত ভোগ করি, যাবৎ পর্য্যন্ত না আমাদের স্পৃহা তাহাদিগের প্রতিকূলে সমুচিত তেজ করিয়া উঠে;—আপনার দুঃখে পরিবারের দুঃখে দেশের দুঃখে পৃথিবীর দুঃখে তাবৎ পর্য্যন্ত দুঃখ ভোগ করি, যাবৎপর্য্যন্ত না আমাদের স্পৃহা সে-সমুদায়েরই প্রতিকূলে ব্যগ্রভাবে উত্থান করত ঈশ্বরের পদতলে গিয়া উপনীত হয়। সাধকের যেমন কর্ত্তব্য যে, তিনি ঈশ্বর-চিন্তা দ্বারা মনের সংশয়ান্ধকার অপসারিত করেন, সেই রূপই তাঁহার কর্ত্তব্য যে, তিনি ঈশ্বর-স্পৃহা দ্বারা হৃদয়ের অভাবান্ধকার বিনষ্ট করেন, "খুলে দেও হৃদয়-দ্বার তাঁর মুখ-আলো দেখি নাশো মনের আঁধার।"

স্পৃহা চরিতার্থ করিবার তিনটি পদ্ধতি,—আসক্তি, ব্যাকুলতা এবং আনন্দ-ভোগ। ৬।

কোন সৌন্দর্য্যশালী আদর্শ-বিশেষ হৃদয়ঙ্গম হইবামাত্র আমরা যে তাহাকে প্রিয় রূপে বরণ করি, তাহারই নাম আসক্তি; উক্ত আদর্শের সহিত আপনার বিচ্ছেদ হৃদয়ঙ্গম হইবামাত্র অন্তঃকরণে যে এক অধীরতা-সহকৃত খেদ অনুভব করি, তাহারই নাম ব্যাকুলতা; এবং উক্ত আদর্শের সহিত সম্মিলন-বশতঃ হৃদয়ে যে এক অপর্য্যাপ্ত শান্তি এবং তৃপ্তি অনুভব করি, তাহারই নাম আনন্দ-ভোগ। পরমাত্মাকে হৃদয়ঙ্গম করাতে তাঁহার প্রতি যাঁহার আসক্তি জন্মিয়াছে,—পরমাত্মার অসীম শ্রেষ্ঠতা, এবং আপনার হীনতা, উভয়ের মধ্যে এই রূপ বিচ্ছেদ উপলব্ধি করাতে তাঁহার অন্তঃকরণে অবশ্য ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়, এবং 'আপনার ক্ষুদ্রতা জন্য আপনার প্রতি যখন তাঁহার অনাস্থা জন্মে ও পরমাত্মার শ্রেষ্ঠতা জন্য তাঁহাতে যখন তাঁহার সমুদায় আশা ভরসা স্থাপিত হয়, তখন তাঁহার সেই ব্যাকুলতা পরমাত্মার আনন্দময় সহবাসে বিলীন হইয়া পরিসমাপ্ত হয়। এই রূপ, ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎকার জন্য তাঁহার প্রতি আসক্তি, তাঁহার সহিত আপনার বিচ্ছেদ জন্য ব্যাকুলতা, এবং তাঁহার সহিত আপনার যোগ জন্য আনন্দ-ভোগ, (দর্শনাসক্তি বিরহ-ব্যাকুলতা, এবং যোগানন্দ) এই তিনটি অঙ্গ যথাবিধি পরিচালিত হইলেই ঈশ্বর-স্পৃহা সুন্দর রূপে চরিতার্থ হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ-যত্ন কর্ত্তব্য। ৭।

ঈশ্বরকে লাভ করিতে হইলে তজ্জন্য উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। চিন্তাতে করিয়া আমরা ঈশ্বরকে সত্য-রূপে উপলব্ধি করিতেছি; স্পৃহাতে করিয়া আমরা তাঁহাকে প্রিয়-রূপে অনুভব করিতেছি; কিন্তু কি যে উপায়ে আমরা ও-রূপ করিতে সমর্থ হইতেছি, সেই উপায়টি যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমাদের আয়ত্তের মধ্যে আসিতেছে, তত ক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা সাহস করিয়া এ রূপ বলিতে পারিতেছি না যে, ঈশ্বরের পথে আমরা নিয়তই অগ্রসর হইব, তথা হইতে কোন কালেই বিচ্যুত হইব না। আধুনিক সুসভ্য জনসমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই এই রূপ প্রতীতি হয় যে, উহা উন্নতির দিকেই ক্রমশঃ পদ নিক্ষেপ করিবে; কেন? না জনসমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন জন্য যে সমস্ত উপায় আবশ্যক, তাহা তৎকর্ত্তৃক বিলক্ষণ রূপে আয়ত্তীকৃত হইয়াছে; নতুবা যদিও যৎপরোনাস্তি শ্রী সমৃদ্ধি উক্ত জনসমাজের হস্তগত হইত, তথাপি, শ্রীবৃদ্ধি

সাধনের উপায়-সমূহ যদি সে রূপ তাহার হস্তায়ত্ত না হইত, তবে সে জনসমাজের ভাবি উন্নতি-বিষয়ে আমাদের মনে নিতান্তই সন্দেহ বর্ত্তিত।

পরমাত্মাকে লাভ করিতে হইলে, তাঁহার পথের সহায়ই বা কি এবং বাধাই বা কি ইহা প্রথমে স্থির করা আবশ্যক; পশ্চাতে সেই বাধাকে অতিক্রম করিয়া সেই সহায়কে আশ্রয় করা আবশ্যক। সে পথের সহায় কি? না—বিশুদ্ধ জ্ঞান, বিশুদ্ধ প্রেম এবং বিশুদ্ধ ইচ্ছা; সে পথের বাধা কি? না—ভ্রম প্রমাদ মোহ। এই যে সহায় ইহাকে অস্মদ্দেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণ সত্ত্ব-গুণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; এই যে বাধা ইহাকে তমোগুণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; এবং উভয়ের মধ্যবর্ত্তী আত্মার যে একটি বিমিশ্র ভাব তাহাকে রজোগুণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

যে ব্যক্তি যখন কামক্রোধে অন্ধ হইয়া কোন অসৎ কর্ম্ম করিতে উদ্যত হয়, তখন জ্ঞান—যাহা জগতের বন্ধু—তাহাও তাহার চক্ষে শত্রুবৎ প্রতীয়মান হয়। ক্ষিপ্ত অশ্ব যেমন সারথীর অভিপ্রায়ের বিপরীত পথে তীব্র বেগে ধাবমান হয়, সেই রূপ মনুষ্য যখন রিপুর বশবর্ত্তী হয়, তখন সে অন্ধকারময় জ্ঞানের-বিপরীত পথেই প্রমত্ত বেগে পদ নিক্ষেপ করিতে থাকে; তখন সে ব্যক্তি কহে, "জ্ঞান তুমি আমার শত্রু, মোহ তুমি আমার বন্ধু"। যে জ্ঞান তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য ব্যস্ত, সেই তাহার শত্রু! এবং যে মোহ তাহাকে বিনাশের হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত, সেই তাহার বন্ধু! জ্ঞানের বিপরীতে অজ্ঞানান্ধকারের দিকে, আত্মার বিপরীতে বিষয়ের দিকে, মনুষ্যের মনের এই যে এক বেগ, ইহারই নাম তমোগুণ।

যে ব্যক্তি যখন রিপুদলের অধীনতাকে অলাভ-জনক বিবেচনা করিয়া তাহাদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, তিনি জ্ঞানের আশ্রয় লইয়া চলিতে কাযে কাযেই বাধ্য হন। কিন্তু ইনি কেবল লাভের উদ্দেশেই জ্ঞানের উপদেশানুসারে চলেন, এতদ্ব্যতীত ইনি এখনো জ্ঞানের এত দূর ভক্ত হন নাই যে, লাভালাভ বিবেচনা না করিয়া জ্ঞান যাহা বলিবে তিনি তাহাই করিতে প্রস্তুত; ইহাঁর অন্তঃকরণে এখনো এ বিশ্বাসটি দৃঢ়-রূপে বদ্ধমূল হয় নাই যে, জ্ঞান যাহা আদেশ করিবে তাহাতে পরম লাভ ব্যতিরেকে অলাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। এই রূপ যাঁহারা কেবল লাভালাভ বিবেচনা করিয়া সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা রজোগুণের শ্রেণীভুক্ত। বর্ত্তমান্ শ্রেণীর ব্যক্তিরা ভদ্রতা বিনয় প্রভৃতি নানাবিধ সামাজিক সদ্গুণে আপনারদিগকে অলঙ্কৃত করেন, কিন্তু ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্ম-সাধন করিতে সঙ্কুচিত হন। আর এক দল এ রূপ আছেন যাঁহারা একেবারেই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-রাজ্যে উত্থান করিবার মানসে সামাজিক আচার ব্যবহারাদি অমান্য করেন, অথচ তাঁহাদের অন্তঃকরণে এখনো এপ্রকার সামর্থ্য জন্মে নাই যে, তাঁহারা শুদ্ধ কেবল ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্ম সাধন করিতে পারেন; এই হেতু যদিও তাঁহারা সত্ত্বগুণে উত্থান করিবার মানসে রজোগুণের সাহায্য অগ্রাহ্য করেন, তথাপি তাঁহাদের অন্তঃকরণ সত্ত্বগুণের আবাসোপযোগী না হওয়াতে, সেই সুযোগে তমোগুণ আসিয়া তাঁহাদিগকে নির্ব্বিবাদে আক্রমণ করে। সুতরাং তাঁহারা কোথায় উন্নতির সোপানে পদনিক্ষেপ করিবেন, না তাঁহাদের পদস্খলন হইয়া অধোগতিই তাঁহাদের হস্তগত হয়। অতএব রজোগুণের মধ্য দিয়া

সত্ত্বগুণে উত্থান করাই বিধি-সঙ্গত, তদ্ব্যতীত, রজোগুণকে উল্লঙ্ঘন করিয়া সত্ত্বগুণে পদ প্রসারণ করা অতীব ভয়াবহ।

যে ব্যক্তি যখন জ্ঞান-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য এবং সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া চিন্তা স্পৃহা এবং যত্নের সহিত তাহার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখনই তাঁহাতে সত্ত্বগুণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্ম্ম, রাজসিক ব্যক্তিদিগের দেখিতে ভাল, দেখাইতে ভাল, এই রূপ একটি আদর্শ মাত্র হইয়া স্থগিত থাকে, কিন্তু সাত্ত্বিক ব্যক্তিদিগের প্রাণ রূপে পরিণত হয়। সাত্ত্বিক ব্যক্তিরাই ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্ম সাধন করিতে যত্নবান্ হন।

যদিও ব্যক্তি-বিশেষে গুণ-বিশেষের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি প্রতি ব্যক্তিতেই সত্ত্ব রজঃ এবং তমঃ এই তিন প্রকার গুণই একত্রে অবস্থিতি করে। যেমন আয়তন-বিশেষে, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ এই তিনের কোনটির বা আধিক্য কোনটির বা ন্যূনতা থাকিতে পারে বটে, কিন্তু উক্ত তিনের কোন একটিরও একান্ত অসদ্ভাব থাকিতে পারে না, সেই রূপ মনুষ্য-বিশেষে, সত্ত্ব রজঃ এবং তমঃ, ইহারদের কোনটির বা প্রাধান্য কোনটির বা ন্যূনতা থাকিতে পারে বটে, কিন্তু উহারদের কোন একটিরও একান্ত অসদ্ভাব থাকিতে পারে না। পুনশ্চ মৃৎপিণ্ড-বিশেষকে দৈর্ঘ্যে প্রবর্দ্ধিত করিলে যেমন তাহা প্রস্থে এবং বেধে হ্রাস প্রাপ্ত হয়, অথবা প্রস্থে প্রবর্দ্ধিত করিলে যেমন তাহা দৈর্ঘ্যে ও বেধে হ্রাস প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ ব্যক্তি-বিশেষে সত্ত্ব-গুণ প্রবর্দ্ধিত হইলে তাঁহাতে রজস্তমের খর্ব্বতা হয়, তমোগুণ প্রবর্দ্ধিত হইলে সত্ত্ব-রজের খর্ব্বতা হয়, ইত্যাদি। উদাহরণ ;—ব্যক্তিবিশেষে যখন ক্রোধাদি রিপুর প্রাবল্য হয়, তখন তাঁহাতে ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং লাভালাভ বোধের খর্ব্বতা হয়; এবং যখন জ্ঞানধর্ম্মাদির প্রাবল্য হয়, তখন স্বার্থপরতা এবং মোহাদির খর্ব্বতা হয়।

এক্ষণে বক্তব্য এই যে ঈশ্বরকে লাভ করিতে হইলে তাহার উপায় এই যথা ;—ভ্রম প্রমাদ মোহ প্রভৃতি তমোগুণকে প্রতিরোধ করত বুদ্ধি-বৃত্তি রূপ রজোগুণ পরিচালনা করা. এবং বুদ্ধি কৌশলাদি রজোগুণকে প্রতিরোধ করত জ্ঞান-ধর্ম্ম রূপ সত্ত্ব গুণ উদ্দীপিত করা। ভ্রম প্রমাদ মোহাদি তমোগুণের বিরুদ্ধে, এবং লাভালাভ সংক্রান্ত বুদ্ধি কৌশলের বিরুদ্ধে, বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রেমাদি সত্ত্বগুণ রূপ পরিষ্কৃত দর্পণকে যখন আমরা ঈশ্বর-সমক্ষে ধারণ করিতে পারিব, তখনই তাঁহার আবির্ভাব আমাদের আত্মাতে উজ্জ্বল-রূপে প্রকাশমান হইবে। এই রূপে সত্ত্বগুণের উদ্দীপন দ্বারা পরমাত্মাকে লাভ করিবার জন্য যত্ন করিলে, আমাদের সে যত্ন কখনই বিফল হইবে না।

যত্ন নিয়োগ করিবার তিনটি পদ্ধতি—প্রতিজ্ঞা, উদ্যম এবং অধ্যবসায়। ৮।

কোন সৎকার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ়-রূপে স্থির করা আবশ্যক; কার্য্যের সময় উপস্থিত হইলে উদ্যমের সহিত তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক; এবং যে পর্য্যন্ত না ফলোদয় হয় সে পর্য্যন্ত অধ্যবসায়ের সহিত তাহাতে নিয়ত নিযুক্ত থাকা আবশ্যক। প্রতিজ্ঞা স্থিরীভূত হইলে পশ্চাতে যেন উদ্যমের হানি না হয়, এবং উদ্যম প্রকটিত হইলে পশ্চাতে যেন অধ্যবসায়ের ত্রুটি না হয়, এই বিষয়ে অনুষ্ঠাতাদিগের বিশেষ-রূপে সতর্ক হওয়া আবশ্যক; তাহা হইলেই যত্ন সুচারু-রূপে নিষ্পন্ন হইতে পারিবে।

জৈনমত।

জৈনেরা ধর্ম্ম বিষয়ে যুক্তিরই বিশেষ আদর করিয়া থাকে। বেদোক্ত ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ন্যায় কোন পুস্তক বিশেষের উপর নির্ভর করিয়া আপনাদিগের স্বাধীনতা বিলুপ্ত করিতে ইচ্ছুক নহে। পূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষে যতগুলি ধর্ম্ম সম্প্রদায় উত্থিত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই বেদের অভ্রান্তবাদিতা রক্ষা করিয়া চলে, কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈনেরা বেদের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে আপনাদিগের ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করে। ইহারা বেদ ও বেদোক্ত ক্রিয়া কলাপ আপনাদিগের ধর্ম্ম প্রচারের প্রতিরোধক ভাবিয়া উহার প্রতি যথোচিত বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া থাকে এবং বেদাদি শাস্ত্রে ধর্ম্ম-সংক্রান্ত যে সমস্ত মত আছে তাহার অধিকাংশ যুক্তি-বিরুদ্ধ বলিয়া তাহাতে বিশ্বাস করে না।

বৈদিক মতাবলম্বীরা কহেন যে,সৃষ্টি বিষয়ে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব আছে এবং তাঁহারই শক্তিতে ইহা অবস্থান করিতেছে; কিন্তু এই বিষয়ে জৈনদিগের মত স্বতন্ত্র। ইহারা জগৎকে অনন্ত এবং জগতে যা কিছু পরিবর্ত্ত হইতেছে তাহা প্রকৃতিরই অধীন বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ঈশ্বর কর্ম্মের অধীন নহেন বলিয়া ইহারা প্রকৃতিতেই কর্ম্মের আরোপ করিয়া থাকে। ইহাদিগের মতে জগতের ধ্বংস নাই।

ঈশ্বর যে স্বর্গে আছেন এ কথায় ইহারা বিশ্বাস করে না। ইহারা কহে ঈশ্বর স্বর্গে আছেন কি না ইহা কেহ প্রত্যক্ষ করে নাই এবং তিনি যে অন্যের প্রত্যক্ষ হন, এ কথা নিতান্ত অসম্ভব। গুরু ইহাদিগের উপাস্য। ইহারা কহে আমাদিগের পূর্ব্বতন পুরুষ আদি গুরুকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারা গুরুর যে স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন তাহা নিতান্ত বিশ্বাস্য। এই গুরু স্বীয় কর্ম্ম-বলে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিয়াছেন। এই আদি গুরুর পর আরও কতক গুলি গুরু জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁরা সকলে ধর্ম্ম-রক্ষক ছিলেন। জৈনেরা ইহাঁদিগের প্রস্তরময় প্রতি মূর্ত্তি মন্দিরের মধ্যে সংস্থাপন করিয়া রাখে এবং ইহাঁদিগকে দেবতা বোধে পূজা করিয়া থাকে। এই সকল গুরু ঈশ্বরের প্রতিনিধি। জৈনেরা কহে ঈশ্বরের প্রতিরূপ আছে, এবং প্রতিরূপ নাও আছে। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী ও সকলের পিতা, তিনি অনন্ত সুখ উপভোগ করিতেছেন। তাঁহার নাম নাই তিনি অনাদি ও অনন্ত। তাঁহার কেহ স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারে না। এই উল্লিখিত আটটি গুণ তাঁহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু অজ্ঞানতা, মোহ, দুঃখোদ্রেক, বিনশ্বরভাব, অধীনতা প্রভৃতি কএকটি দোষ তাঁহাতে নাই। যিনি এই সমস্ত গুণ অধিকার করিয়াছেন এবং এই সমস্ত দোষ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছেন জৈনদিগের মতে তিনিই ঈশ্বর, অথবা গুরু। এই কারণে জৈনেরা গুরুদিগের প্রতিমূর্ত্তি পূজা করিয়া থাকে। গুরুদিগের আরাধনা সালোক্য সামীপ্য সারূপ্য ও সাযোগ্য আনুপূর্ব্বিক এই চারি প্রকার মুক্তি লাভ করিবার প্রধান উপায়। এই চারি প্রকার মুক্তি লাভ করিতে হইলে প্রথমত গৃহস্থ তৎপরে অনুব্রত তৎপরে মহাব্রত পরিশেষে নির্ব্বাণাশ্রম অবলম্বন করা আবশ্যক।

অনুব্রতাশ্রম অবলম্বন করিতে হইলে পরিবারাদি সমস্ত পরিত্যাগ করা আবশ্যক এবং মস্তক মুণ্ডন, উপবীত ত্যাগ, হস্তে ময়ূরপিচ্ছ গ্রহণ ও কমণ্ডলু ধারণ করিতে হইবে। এই যতী কাষায় বস্ত্র পরিধান ও কখন কখন মঠে অবস্থান করিয়া থাকেন।

এই আশ্রমের নিয়ম পালনে কৃতকার্য্য হইলে মহাব্রত আশ্রমে প্রবেশ করিবার অধিকারী হওয়া যায়। এই আশ্রমে পরিচ্ছদের পারিপাট্য কিছুমাত্র নাই। কেবল ব্রহ্মচারীর ন্যায় খণ্ড চীবর মাত্র পরিধান করিতে হয়। এই আশ্রমে ময়ূরপিচ্ছ ও কমণ্ডলু ধারণ করিবার বিধি আছে, কিন্তু ক্ষৌর কর্ম্ম করিতে নাই। শিষ্যেরা এই সকল যতীর মস্তকের কেশ গুলি উৎপাটন করিয়া মুণ্ডিত মস্তকের ন্যায় করিয়া দেয়। যে দিবস এই কেশ উৎপাটন করিতে হয় সেই দিবস নিরম্বু উপবাস করিয়া থাকিতে হয়। এই শ্রেণীর যতিদিগের দিবসের মধ্যে একবার মাত্র আহার করিবার বিধি আছে।

এই অনুব্রত আশ্রমের পর নির্ব্বাণাশ্রম। এই আশ্রমে প্রবেশ করিলে পরিধেয় খণ্ড চীবর পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া উলঙ্গ থাকিতে হয় এবং প্রত্যেক দ্বিতীয় দিবসে একাহার করিয়া কালযাপন করিতে হয়। কিন্তু এই আশ্রমেও ময়ূরপিচ্ছ ও কমণ্ডলু ধারণ করা আবশ্যক। এই আশ্রম-প্রবিষ্ট যতীর ক্ষৌর কার্য্য নিষেধ; শিষ্যেরা তাঁহার কেশ উৎপাটন করিয়া দিবে এবং সূর্য্যাস্তের পর তাঁহাকে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে হইবে। এমন কি, সূর্য্যাস্তের পর তিনি এক পদও চলিতে পাইবেন না। যিনি এই আশ্রমের কঠোরতা অনায়াসে সহ্য করিতে পারেন, জৈনেরা পূর্ব্বোক্ত গুরুর ন্যায় তাঁহারও পূজা করিয়া থাকে। কিন্তু জৈনেরা ইহাঁদিগকে ঈশ্বরের প্রতিরূপ বলিয়া স্বীকার করে না। ইহাঁদিগের নাম নির্ব্বাণনাথ। জৈনদিগকে শাস্ত্রের নিয়মানুসারে দিবসের মধ্যে প্রাতঃকাল মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন এই তিন বার স্নান করিতে হয়; এবং বৃক্ষের পত্র বা তাম্র পাত্রে আহার করিতে হয়। কিন্তু এক্ষণে সাধারণের মধ্যে এই রূপ ব্যবহার আর নাই।

বেদোক্ত ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ন্যায় জৈনেরা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। জৈনদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মযাজন করিয়া থাকেন। আগম শাস্ত্রে জৈনদিগের ধর্ম্মসংক্রান্ত নানা প্রকার সংস্কারের বিধি আছে। ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্ম যাজন কালে এই শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকেন। বিবাহ ও উপনয়ন কালে ব্রাহ্মণেরা অগ্নির পূজা করেন। জৈনেরা আত্মীয় স্বজনের বিয়োগে অশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা যতী মুহূর্ত্তকাল তাহাদিগের অশৌচ থাকে; এবং ব্রাহ্মণের দশ দিবস ক্ষত্রিয়ের পাঁচ দিবস বৈশ্যের দ্বাদশ দিবস ও শূদ্রের পঞ্চদশ দিবস অশৌচ হয়।

জৈনদিগের ষোড়শ বিধ সংস্কার আছে। গর্ভাধান, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাসন, কর্ণবেধ, বিবাহ ও শাস্ত্রাভ্যাস এতদ্ভিন্ন অন্ত্যেষ্টি প্রভৃতি আরও কএকটি সংস্কার আছে। যখন স্ত্রীলোক ছয় মাস গর্ভবতী হয়, তখন এই সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তৎকালে জৈনেরা পুষ্পাদি দ্বারা ঐ স্ত্রীর মস্তক বিভূষিত করিয়া দেয়। সন্তান উৎপন্ন হইলে এক বৎসরের মধ্যে অন্নপ্রাসন সংস্কার সম্পন্ন করিতে হয়। জন্ম হইতে পঞ্চম বৎসর পঞ্চম মাস ও পঞ্চম দিনের মধ্যে শাস্ত্রাভ্যাস সংস্কার আবশ্যক।

জৈনদিগের মধ্যে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন শ্রেণী, ব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু ব্রাহ্মণ স্বজাতি ভিন্ন আর কাহারও অন্ন স্পর্শ করে না। সূর্য্যাস্তের পর কোন দ্রব্য পান বা আহার করিতে জৈনদিগের নিষেধ আছে। ইহারা বস্ত্রপূত না করিয়া জলপান করে না। অজ্ঞানত কোন প্রাণী হত্যা হয়, এই ভয়ে পানাহারে ইহারা এই রূপ নিয়ম করিয়া রাখিয়াছে।

রাত্রি-ভোজন জীব-হিংসা গো-পাদপের ফল ভক্ষণ, মধুপান, অন্যায়ত অন্যের ধন গ্রহণ, পরদারাভিগমন ও নবনীত ভক্ষণ এবং ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের দেবতার আরাধনা এই কএকটি জৈনদিগের বিশেষ নিষিদ্ধ। এই নিয়ম পালন করা প্রত্যেক জৈনের আবশ্যক। ক্ষৌদ্রমধু ইহাদিগের এমনি নিষিদ্ধ যে, অপোগণ্ড বালকেও যদি উহা পান করে, তাহা হইলে তাহার জাতি নষ্ট হয়। জৈনেরা কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন করে না।

দাহ্য কাষ্ঠ খণ্ড খণ্ড করিয়া দাহন করা, কুট্টিম মধ্যে গোময় লেপন করা, অগ্নিস্থান পরিচ্ছন্ন রাখা, পানীয় জল শোধন করা ও গৃহমার্জ্জন করা জৈনদিগের বিশেষ আবশ্যক। ইহাদিগের মধ্যে যিনি এই সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করেন তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক।

স্ত্রী লোকের ঋতু-কাল উদয় হইবার পূর্ব্বেই তাহার বিবাহ-সংস্কার নির্ব্বাহ করিতে হইবে। যখন স্ত্রী জাতি ঋতুমতী হয় তাহাকে চারি দিবস একবস্ত্রা হইয়া একটি স্বতন্ত্র গৃহে অবস্থান করিতে হয়। ঐ সময়ে পরিবারের কাহাকেই সে স্পর্শ করিতে পায় না। স্ত্রী লোকের এক বার মাত্র বিবাহ হয়। যদি অল্প বয়সেও বিধবা হয়, তথাচ পত্যন্তর পরিগ্রহ করা তাহার নিতান্ত নিষিদ্ধ। বৈধব্য কালে তাহাকে তৎকালোচিত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে হইবে এবং উত্তম পানাহার উত্তম বস্ত্রালঙ্কার ব্যবহার এই সমস্ত জন্মের মত তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। পশ্চিম দেশে বিধবাদিগের একটি বিশেষ নিয়ম আছে। বৈধব্য উপস্থিত হইলেই উহাদিগকে মস্তক মুণ্ডন করিতে হয়। এই সময়ে বিবাহ-কালে স্বামী যে মঙ্গল-সূত্র গলদেশে বন্ধন করিয়া দেন তাহা ধারণ করা অবৈধ।

মৃত্যু হইলে জৈনেরা মৃত দেহ দগ্ধ করে কিন্তু ইহাদিগের মতে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি কিছুই অনুষ্ঠান করিবার আবশ্যক নাই। ইহারা কহে মনুষ্য দেহ ত্যাগ করিলে তাহার দৈহিক অংশ সকল পঞ্চভূতে মিশ্রিত হইয়া যায়; সুতরাং তাহাদিগের তৃপ্তি সাধনের নিমিত্ত কোন প্রকার অন্ত্যেষ্টি আবশ্যক নাই। বেদোক্ত ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত এই বিষয় লইয়া ইহাদের ঘোরতর বিবাদ হয় এবং ইহারা এই বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্ত এই রূপ কহিয়া থাকে যে, দেহ এক বার নষ্ট হইলে পুনরায় তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না; সুতরাং ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় সেই দেহের তৃপ্তির নিমিত্ত শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান নিতান্ত নিষ্ফল হইয়া যায়। যে প্রদীপ প্রজ্বলিত হইতেছে তাহাতে তৈল প্রদান করিলে তাহা উজ্জ্বল হয়, কিন্তু নির্ব্বাণ হইয়া গেলে তাহাতে তৈল সেক করিলে কোন ফলোদয় হয় না।

কর্ণাট দেশীয় জৈনেরা কোন অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে যখন সংকল্প করিয়া থাকে তখন যে দেশে বাস সেই দেশের নাম, যে রাজার অধিকারে বাস তাহার নাম, ভারতবর্ষের নাম এবং শক মাস তিথি বার নক্ষত্র ও যুগের উল্লেখ করিয়া থাকে। বেদোক্ত ধর্ম্মাবলম্বীরা যেমন একাদশীর উপবাস করেন, সেই রূপ জৈনেরা এক পক্ষের মধ্যে অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী এই দুই দিবস উপবাস করে, এবং ইহারা অনন্ত চতুর্দ্দশীর দিবস নাগের পূজা ও হস্তে রক্ত-সূত্র ধারণ করিয়া থাকে।

কাঞ্চী কোলাপুর ও দিল্লী এই কএকটি স্থানে জৈনদিগের মঠাধিপতিরা বাস করিয়া থাকেন।* জৈনেরা ইহাঁদিগকে পণ্ডিত বলিয়া থাকে। ইহাঁরা জৈনদিগের উপর এক প্রকার রাজত্ব করেন। জৈনেরা যদি কোন রূপ অধর্ম্মজনক কার্য্য অনুষ্ঠান করে তাহা হইলে ঐ সমস্ত পণ্ডিতেরা তাহার

যথোচিত শাসন করিয়া থাকেন। যদিও এই সমস্ত বিভিন্ন স্থানের এই মঠাধিপতিরা একই প্রকার ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আছেন কিন্তু এক মঠের অধিপতি অন্য মঠের কোন ধর্ম্ম-সংক্রান্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে পারেন না। কিন্তু ইহাঁরা আপনাদিগের পদমর্য্যাদানুসারে সর্ব্বত্রই সবিশেষ আদর পাইয়া থাকেন।

মুসলমান ধর্ম্ম ও তাহার বিস্তার।

ষষ্ঠ—ভাগ্য। মহম্মদ ভাগ্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া দেওয়াতে ধর্ম্ম প্রচারে কৃতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন। যদি তিনি লোকের মনে এই বিশ্বাসটি বদ্ধমূল করিয়া দিতে না পারিতেন তাহা হইলে তাঁহার বাক্যে তাঁহার সহচর ও অন্যান্য সকলে ধর্ম্মার্থ যুদ্ধে প্রাণ দিতে পারিত না। মহম্মদ কহিতেন যে এই পৃথিবী-সৃষ্টির পূর্ব্বেই ঈশ্বর এই পৃথিবীর ভাবী ঘটনা স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছেন। মনুষ্যের ভাগ্য ও মৃত্যু কাল তিনি নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। মনুষ্য বিশেষ যত্ন করিলেও তাহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। মহম্মদ আরও কহিতেন যে দেখ, যদি তোমরা যুদ্ধে তনুত্যাগ কর তাহা হইলে স্বর্গ লাভ হইবে যদি শত্রুকে পরাস্ত করিতে পার জয় লাভ হইবে। সুতরাং সংগ্রাম-কালে জীবন ও মৃত্যু উভয়েতেই লাভ।

যখন ওহদ্ দেশে যুদ্ধ ঘটনা হয়, তখন তাঁহার হাম্‌জা প্রভৃতি বহুসংখ্য সহচর ঐ যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। তদ্দর্শনে অন্যান্য সকলে নিতান্ত ভীত ও নিরুৎসাহ হইয়া যুদ্ধে নিবৃত্ত হইবার উপক্রম করে। মহম্মদ এই ব্যাপার দেখিয়া সকলকে আহ্বান পূর্ব্বক উৎসাহকর বাক্যে কহিয়াছিলেন দেখ, প্রত্যেক মনুষ্য গৃহের দুগ্ধফেননিভ শয্যাতেই হউক, বা যে স্থলে শোণিত-নদী প্রবাহিত হইতেছে এবং শৃগাল কুক্কুরেরা নরমুণ্ড লইয়া ক্রীড়া করিতেছে সেই ভীষণ সমরাঙ্গনেই হউক এক স্থলে অবশ্যই মরিবে। হাম্‌জা রণস্থলে কেবল ধর্ম্মের নিমিত্ত প্রণত্যাগ করিয়াছেন, সত্য, কিন্তু তিনি জীবিত থাকিতে যে সুখ ভোগ করিতেন তদপেক্ষা অনন্তগুণে উৎকৃষ্ট সুখে স্বর্গলোকে কালাতিপাত করিতেছেন। দেবদূত গিব্রেল কহিয়াছেন, হাম্‌জা এক্ষণে সপ্তম সর্গে বাস করিতেছেন। তথায় তাঁহার "ঈশ্বরের ও ঈশ্বর-প্রেরিতের সিংহ" এই উপাধি হইয়াছে। ঐ দেব-দূত আরও কহিয়াছেন যে যাঁহারা এই ধর্ম্ম-যুদ্ধে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন ও করিবেন, বিচার-দিবসে তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট বিশেষ সম্মান পাইবেন। মহম্মদ এই রূপে সাধারণের মনে ভাগ্যের বিষয়ে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার এই বাক্য শুনিবামাত্র সহস্র সহস্র লোকে তরবারি শাণিত করিয়া নির্গত হয়। মহাবীর নেপোলিয়ন আপনার সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত ভাগ্যের প্রলোভনের উপর বিশ্বাস জন্মাইয়া দেন। আমাদিগের এই ভারতবর্ষে পূর্ব্বে যে সমস্ত যুদ্ধ হইয়াছিল ভাগ্যের প্রলোভনে বিশ্বাসই লোককে তদ্বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করে। রণস্থলে নিহত হইয়া সুরলোকে গিয়া অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব সুখের আস্বাদ পাইব এই উৎসাহই সহস্র সহস্র লোক নির্দ্দোষ কণ্ঠ-শোণিত দ্বারা রণভূমিকে পূজা করিয়াছিল।

মহম্মদ যেমন এই ভাগ্যে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া স্বার্থ সাধন করিয়া লইয়াছিলেন সেই রূপ এই ভাগ্যে বিশ্বাসই তাঁহার অনুগামিদিগের রাজ্য নাশের কারণ হয়। যে সময়ে তাঁহার উত্তারাধিকারি সকল যুদ্ধ হইতে

ক্ষান্ত হয় এবং আপনাদিগের তরবারি কোষ মধ্যে শায়িত করিয়া রাখে সেই অবধি তাহাদিগের ভোগ-বিলাস-প্রবৃত্তি পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। কোরাণে ইন্দ্রিয় সুখ যথেচ্ছ উপভোগ করিবার কিছুমাত্র নিষেধ নাই। সুতরাং তাঁহার উত্তরাধিকারিরা কেবল ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া বিলাসী হইয়া উঠে। যুদ্ধ বিগ্রহে তাহাদিগের সেই অসাধারণ উৎসাহ-বহ্নি ক্রমশঃ নির্ব্বাণ হইয়া যায়। সুতরাং যে ভাগ্য এক সময়ে তাহাদিগের সৌভাগ্য-সূর্য্যের আলোক লাভ বিষয়ে মূল হইয়া ছিল, তাহাই আবার সেই আলোক নির্ব্বাণ করিবার কারণ হয়।

ব্রাহ্ম-বিবাহ।

গত ৯ কার্ত্তিক শনিবার ভবানীপুরে একটী ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম শ্রীযুত কেদারনাথ রায় গুহ। ইহাঁর নিবাস টাকী। কন্যার নাম শ্রীমতী জগন্মোহিনী। ইনি ঢাকা নিবাসী শ্রীযুত ব্রজসুন্দর মিত্রের চতুর্থ কন্যা। পাত্রের বয়স ২২ বৎসর। কন্যার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ। এই বিবাহ সভায় বিস্তর ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন এবং ইহা ব্রাহ্মধর্ম্ম-সম্মত বিশুদ্ধ প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের

১৭৯০ শকের শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ..	৪৮৩ /	০
পুস্তকালয়	৮৫।	০
যন্ত্রালয়	৫৯২॥৶	৫
ডাক মাসুল	৪০৮৶	০
দ্রব্য বিক্রয়	॥	০
গচ্ছিত	১৩৯।৶১	০
	১৩৪১৮/	১৫

ব্যয়

মাসিক বেতন	১৯২	
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৪৪০	১৫
পুস্তকালয় ..	২৯৯৮/	০
যন্ত্রালয়	২৭০।৶	০
ডাক মাসুল ..	৫৯।	১০
অনিরূপিত ..	৩৭৮/	০
আলোকের ব্যয়	১৮॥/	১৫
কাগজ পত্রাদি ..	২২ /	০
গচ্ছিত	১০৫॥	১০
	১৪৪৫॥	১০
আয়	১৩৪১৮/	১৫
পূর্ব্বকার স্থিত ..	২৫৬ /	০
	১৫৯৭৮৶	১৫
ব্যয়	১৪৪৫॥	১০
স্থিত	১৫২।৶	৫

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক

১৭৯০ শকের শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের দানের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চৌধুরি ..	২৫
" শিবচন্দ্র নন্দী ..	১০
" দয়ালচন্দ্র শিরোমণি ..	২
" হরিমোহন রায় ...	২
" হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ..	১
" বনমালী চন্দ্র ..	১
" পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ..	১
	৪২

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ..	১০
" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ..	১০
" হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ..	১০
" হরিমোহন চক্রবর্ত্তি ..	৪
	৩৪

এক-কালিন দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ..	৩৫
" যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	১৬
	৫১
দানাধারে দান প্রাপ্ত ..	।৶৫
	১২৭।৶৫

ব্যয়

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসুর
শ্রাবণ মাসের বেতন ১০
মৃত প্রতাপচন্দ্র রায়ের বনিতার মাসিক বৃত্তি
১৭৮৯ শকের পৌষ নাং ১৭৯০ শকের
জৈষ্ঠ পর্য্যন্ত ৩০

৪০

আয় .. .. .. ১২৭।/৫
পূর্ব্বকার স্থিত .. .. ২৪০।/১৫

৩৬৭৸/০
ব্যয় ৪০

স্থিত ৩২৭৸/০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক।

অনুষ্ঠান-পদ্ধতি .. .. ॥০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে) .. ॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম খণ্ড (টীকা ও বাঙ্গলা তাৎপর্য্য সহিত) .. .. .. ॥০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত) .. ।০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম .. .. .. ।০
ঐ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড ৶০
ঐ ঐ তাৎপর্য্য সহিত .. ॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস .. ... ॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ ॥০
ঐ ঐ দ্বিতীয় প্রকরণ ॥০
মাঘোৎসব ১
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা .... ।৶০
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ ... ॥০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা .. .. ।৶০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা .. .. ॥০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা .. ।৶০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা /০
ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ ১।২।৩।৪।৫। সংখ্যা একত্র বাঁধান .. ।০
তত্ত্ববিদ্যা তিন খণ্ড একত্র বাঁধান .. ১॥০
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা—প্রথম ভাগ .. ১
ঐ দ্বিতীয় ভাগ ১
আত্মোৎকর্ষ বিধান . .. .. ১।৶০
তত্ত্বপ্রকাশ ৵০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা ৵০
ব্রহ্মোপাসনা .. .. /০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি .. .. .. /০
ব্রহ্ম-স্তোত্র .. .. /১০
আত্মতত্ত্ববিদ্যা .. ..)০
ধর্ম্ম-শিক্ষা ৶০
পৌত্তলিক প্রবোধ .. .. .. ।০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষদ দেবনাগর অক্ষরে ৶০
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায় ৶০
ত্রিসন্ধ্যাস্তোত্র ৶০
ধর্ম্ম চর্চ্চা .. .. ।০
প্রবচন সংগ্রহ .. .. /১০
প্রার্থনা এবং সঙ্গীত .. .. .. /০
ব্রহ্ম সঙ্গীত .. .. .. ।০
সংগীত মুক্তাবলী .. .. .. ।০
সুভাব সঙ্গীত .. .. ।০
প্রশ্ন মঞ্জরী .. .. ॥০
উদ্বোধনাঞ্জলি .. .. /০
গৃহ কর্ম্ম ৵০
স্তোত্রমালা .. .. ।০
ধর্ম্ম দীক্ষা .. .. /০
ধর্ম্মপ্রচারিণী পত্রিকা ১৭৮৭ শকের একত্র বাঁধান ৸০
ঐ ঐ ১৭৮৬।৮৭ শকের ১॥০
ঐ ঐ ১৭৮৮ শকের .. ৸০
দীপ্ত-শিরার অভিষেক ... . (১০
ব্রহ্মসাধন .. .. /১০
ব্রাহ্ম ব্যবহার .. .. /০
দুর্গোৎসব ... . /০
বর্ণমালা—প্রথম সংখ্যা .. .. (১০
ঐ দ্বিতীয় সংখ্যা .. .. .. /০
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা—১৭৬৯।৭১।৭৫।৭৬।৭৭।৭৮।৭৯।৮০।৮২।৮৪।৮৫।৮৬।৮৭।৮৮।৮৯। শকের একত্রবাঁধান প্রতি খণ্ডের মূল্য .... ৫ টাকা

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক শনিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘন্টার পর বেহালা ব্রাহ্ম-সমাজ-মন্দিরে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা ৭॥ ঘন্টার সময়ে পঞ্চদশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ হইবেক। অতএব সাধু সুজন সকল তৎকালে উপাসনালয়ে উপস্থিত হইয়া ঈশ্বরের মাহাত্ম্য শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করত তাঁহার উপাসনা করিবেন।

শ্রীজগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৫। কলিগতাব্দ ৪৯৬৯। ২৪ কার্ত্তিক রবি বার।
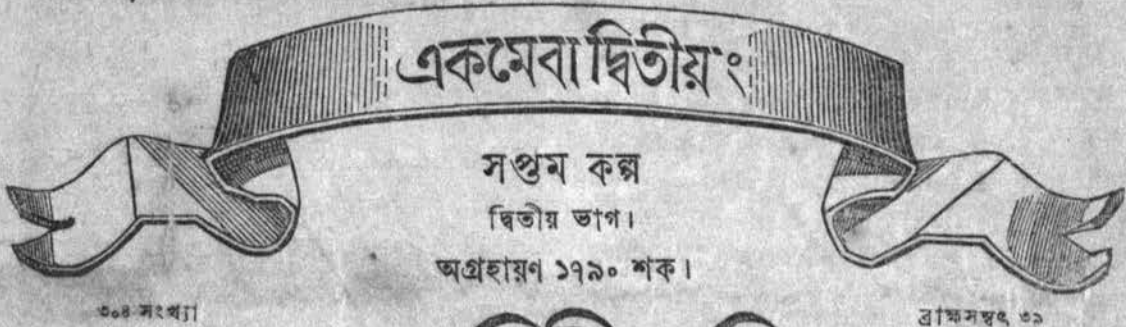
৩০৪ সংখ্যা। ব্রাহ্মসম্বৎ ৩৯

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য পঞ্চদশানুবাকে দ্বিতীয়ং সূক্তং।

কুৎস ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা।

১০১০১১

১। দ্বে বিরূপে চরতঃ স্বর্থে অন্যান্যা বৎসমুপ ধাপয়েতে।
হরিরন্যস্যাং ভবতি স্বধাবাঞ্ছ-
ক্রো অন্যস্যাং দদৃশে সুবর্চাঃ।

১। 'স্বর্থে' স্বরণে শোভন গমনাগমনে যদ্বা অর্থঃ প্রয়োজনং শোভন প্রয়োজনোপেতে 'বিরূপে' বিষমরূপে শুক্লকৃষ্ণতয়া নানারূপে 'দ্বে' অহোরাত্রে 'চরতঃ' পুনঃ পুনঃ পর্য্যাবর্ত্তেতে। তে অহোরাত্রে অগ্নেঃ সূর্য্যস্যচ জনন্যৌ। তত্র রাত্রেঃ পুত্রঃ সূর্য্যঃ সহি গর্ভবদ্রাত্র্যাবন্তর্হিতঃ সন্ তস্যা শ্চরমভাগাদুৎপদ্যতে। অহ্নঃ পুত্রোঽগ্নিঃ। সহি তত্র বিদ্যমানোঽপি প্রকাশরাহিত্যেনাসৎকল্পঃ সন্ তস্মাদহ্নঃ সকাশাৎ নির্মুক্তঃ প্রকাশমানং স্বাত্মানং লভতে। অনয়ো রেতয়োঃ পুত্রত্বং চ তৈত্তিরীয়ৈরাম্নায়তে। তয়োরেতৌ বৎসাবগ্নিশ্চাদিত্যশ্চ। রাত্রের্বৎসঃ শ্বেত আদিত্যঃ। অ-হ্নোঽগ্নিস্তাম্রোঽরুণ ইতি। তেচাহোরাত্রে 'বৎসং' স্বং স্বং পুত্রং 'অন্যান্যা' পরস্পর ব্যতিহারেণ 'উপধাপয়েতে' স্বকীয়ং রসং পায়য়তঃ। যদ্রাত্র্যা কর্ত্তব্যং স্বপুত্রস্যাদি-ত্যস্য পায়নং তদহঃ করোতি। যদহ্না কর্ত্তব্যং স্বপুত্র-স্যাগ্নে রসস্য পায়নং তদ্রাত্রিঃ করোতি। এতচ্চ সায়ং প্রাতঃ কালীনাহুত্যভিপ্রায়ং। শ্রূয়তে চ তস্মা অগ্নয়ে সায়ং হূয়তে সূর্য্যায় প্রাতরিতি। যস্মাদেবং তস্মাৎ 'অন্যস্যাং' স্বজনন্যা অন্যস্যামহরাত্মিকায়ামগ্নের্জ্জনন্যাং 'হরী' রসহরণশীল আদিত্যঃ 'স্বধাবান' হবির্লক্ষণান্ন-বান ভবতি। 'শুক্রঃ' নির্ম্মলদীপ্তিঃ অগ্নিঃ স্বজনন্যা 'অ-ন্যস্যাং' রাত্র্যা মাদিত্যস্য জনন্যাং 'সুবর্চ্চাঃ' শোভনদীপ্তি-যুক্তঃ 'সন্দদৃশে' দৃশ্যতে।

১। সুন্দর গমন ও আগমনযুক্ত শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ দিবস ও রাত্রি পুনঃ পুনঃ সঞ্চরণ করিতেছে। এই দিবস ও রজনী আপনার আপনার পুত্রকে ব্যতিহারে রস পান করা-ইয়া থাকে। অর্থাৎ দিবসের পুত্র অগ্নিকে রাত্রি এবং রাত্রির পুত্র আদিত্যকে দিবা রস পান করাইয়া থাকে। এই কারণে আদিত্য অগ্নির জননী দিবাতে স্বধা বিশিষ্ট হন এবং অগ্নি আদিত্যের জননী রাত্রিতে শোভন দীপ্তিযুক্ত দৃষ্ট হইয়া থাকেন।

১০১০১২

২। দশেমং ত্বষ্টুর্জনয়ন্ত গর্ভ-
মতন্দ্রাসো যুবতয়ো বিভৃত্রং।
তিগ্মানীকং স্বযশসং জনেষু
বিরোচমানং পরি ষীং নয়ন্তি।

২। 'অতন্দ্রাসঃ' স্বকার্য্যে জগতঃ পোষণেঽনলসাঃ আ-লস্য রহিতা জাগরূকা ইত্যর্থঃ। 'যুবতয়ঃ' নিত্য তরুণ্যঃ জরামরণ রহিতা ইত্যর্থঃ। এবম্ভূতাঃ 'দশ' প্রাচ্যাদ্যা দশ সংখ্যাকা দিশঃ 'গর্ভং' মেঘেষু গর্ভরূপেণ অন্তর্ব্বর্ত্ত-

মানং 'ত্বষ্টুঃ' দীপ্তাৎ মধ্যমাৎ বায়োঃ সকাশাৎ 'জনযন্ত' বৈদ্যুতমগ্নিমুৎপাদযন্তি। যদ্বা দশসংখ্যাকা অঙ্গুলয ত্বষ্টুঃ দীপ্তস্য বাযোঃ গর্ভং স্বকারণভূতে বাযৌ গর্ভ-রূপেণ বর্ত্তমানং। অগ্নের্হি বায়ুঃ কারণং বাযোরগ্নিরিতি শ্রুতেঃ। এবম্ভূতং ইমং অগ্নিং অরণ্যোঃ সকাশাৎ জনযন্ত উৎপাদযন্তি। কীদৃশ্যো অঙ্গুলযঃ। অতন্দ্রাসঃ পুনঃ পুনঃ কর্ম্মকরণ আলস্য রহিতাঃ যুবতযঃ অপৃথক্কৃতা বর্ত্ত-মানাঃ একস্মিন পাণৌ সংহত্যাবস্থিতা ইত্যর্থঃ। কীদৃশং অগ্নিং 'বিভৃত্রং' সর্ব্বেষু ভূতেষু বিহৃতং জাঠর রূপেণ বর্ত্ত-মানং ইত্যর্থঃ। 'তিগ্মানীকং' তীক্ষ্ণমুখং তীক্ষ্ণ তেজসং অতএব হি বৈদ্যুতাগ্নি দর্শনে দৃষ্টিঃ প্রতিহন্যতে। 'স্বয-শসং' স্বাযত্তযশস্কং অতিশযেন যশস্বিনং ইত্যর্থঃ 'জনেষু' জনপদেষু সর্ব্বদেশেষু 'বিরোচমানং' বিশেষেণ দীপ্য-মানং বহূনামুপকারকমিত্যর্থঃ। এবম্ভূতং 'সীং' এনং অগ্নিং 'পরি' পরিতঃ সর্ব্বতো নযন্তি স্বস্বোপকারায সর্ব্বে জনাঃ স্বকীযং দেশং প্রাপযন্তি।

২। আলস্য রহিত পরস্পর সংশ্লিষ্ট দশ অঙ্গুলি বায়ুর কারণ অগ্নিকে অরণি কাষ্ঠ হইতে উৎপাদন করিয়া থাকে। এই অগ্নি সকল প্রাণিতে বর্ত্তমান আছে। ইনি প্রখর তেজযুক্ত অতিযশস্বী এবং সকল দেশে দীপ্যমান। এই রূপ অগ্নিকে লোকে চতু-র্দ্দিকে লইয়া গিয়া থাকে।

১০।১০।১৩

৩। ত্রীণি জানা পরি ভূষ-ন্ত্যস্য সমুদ্র একং দিব্যেকমপ্সু। পূর্ব্বামনু প্র দিশং পার্থিবানা মৃতূন্ প্রশাসদ্বি দধাবনুষ্ঠু।

৩। 'অস্য' অগ্নেঃ 'ত্রীণি' ত্রিসংখ্যাকানি 'জানা' জন-নানি জন্মানি 'পরিভূষন্তি' পরিতঃ সর্ব্বতঃ অলঙ্কুর্ব্বন্তি। যদ্বা পরীত্যেষ সমিত্যেতস্য স্থানে অস্য অগ্নেঃ ত্রীণি জ-ন্মানি সম্ভবন্তি। 'সমুদ্রে' অব্ধৌ বড়বানল রূপেণ 'একং' জন্ম 'দিবি' দ্যুলোকে আদিত্যাত্মনা 'একং' 'অপ্সু' আপ ইত্যন্তরিক্ষ নাম। অন্তরিক্ষে বৈদ্যুতাগ্নিরূপেণ 'একং' এবং অগ্নিঃ ত্রেধা আত্মানং বিভজ্য ত্রিষু স্থানেষু বর্ত্ততে ইত্য-র্থঃ। তত্র আদিত্যাত্মনা বর্ত্তমানঃ সোঽগ্নি 'ঋতূন্' বসন্তা-দ্যান ষড়ৃতুন 'প্রশাসৎ' প্রকর্ষেণ বিভক্ততযা জ্ঞাপযন 'পার্থিবানাং' পৃথিব্যাঃ সম্বন্ধিনাং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং 'পূর্ব্বাং' প্রাচীং 'প্রদিশং' প্রকৃষ্টাং করুভং। 'অনুষ্টু' ইত্যেতৎ অব্যযং সম্যক শব্দ সমানার্থং স্তুষ্টুতি যথা সম্যগনুক্রমেণ 'বিদধৌ' কৃতবান। স্বতো ভেদরহিতযো-রখণ্ডযোর্দ্দিক্কালযোঃ প্রাচ্যাদি ভেদো বসন্তাদিভেদশ্চ সূর্য্যগত্যা নিষ্পাদ্যতে॥ অতঃ সূর্য্য এব তযোঃ কর্ত্তেত্যর্থঃ।

৩। অগ্নির তিনটি জন্ম হয়। একটি সমুদ্রে একটি দ্যুলোকে আর একটি অন্তরিক্ষে। তন্মধ্যে যে অগ্নি আদিত্য রূপে দ্যুলোকে অবস্থান করেন তিনি বসন্তাদি ঋতু সক-লকে নিয়মিত করত পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণীর সম্বন্ধে পূর্ব্ব দিককেই উৎকৃষ্ট দিক করিয়া-দিয়াছেন।

১০।১০।১৪

৪। ক ইমং বো নিণ্যমা চি-কেত বৎসো মাতৃর্জনযত স্বধা-ভিঃ। বহ্বীনাং গর্ভো অপসা-মুপস্থান্মহান্ কবির্নিশ্চরতি স্বধাবান্।

৪। হে ঋত্বিগ্যজমানা 'নিণ্যং' নির্ণীতান্তর্হিত নাম্মৈতৎ অবাদিষু গর্ভরূপেণ অন্তর্হিতং তথাচ মন্ত্রান্তরং গর্ভো যো অপাং গর্ভো বনানাং গর্ভশ্চ স্থাতাং গর্ভশ্চরথামিতি। এব-ম্ভূতং 'ইমং' অগ্নিং 'বঃ' যুষ্মাকং মধ্যে 'কঃ' 'আচিকেত' কো জানাতি। ন কোঽপীত্যর্থঃ। সোঽযং অগ্নিঃ 'বৎসঃ' মেঘস্থানাং অপাং বৈদ্যুতাগ্নিরূপেণ পুত্রস্থানীযঃ সন 'মাতৃঃ' তস্য মাতৃস্থানীযানি বৃষ্ট্যুদকানি 'স্বধাভিঃ' হবি-র্লক্ষণৈঃ অন্নৈঃ 'জনযত' উৎপাদযতি। তথাচ স্মর্য্যতে অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যক্ আদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদি-ত্যাজ্জাযতে বৃষ্টির্ব্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা ইতি। অপিচ 'বহ্বীনাং' মেঘস্থানাং অপাং 'গর্ভঃ' বৈদ্যুতরূপেণ গর্ভ স্থানীযঃ সোঽগ্নিঃ 'অপসামুপস্থাৎ' সমুদ্রাৎ নিশ্চরতি ঔষসা-গ্নিরূপেণ আদিত্যঃ সন্ নির্গচ্ছতি। কীদৃশঃ 'মহান' তেজসা প্রৌঢ়ঃ 'কবিঃ' ক্রান্তদর্শী 'স্বধাবান' হবির্লক্ষণান্নবান এক-এব অগ্নিঃ হোমনিষ্পাদকলক্ষণেন পার্থিবরূপেণ বৈদ্যু-তাত্মনা ঔষসরূপেণা দিত্যাত্মনা চ বিভজ্য বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ।

৪। হে ঋত্বিক জযমান সকল! তোমার-দিগের মধ্যে এই অন্তর্হিত অগ্নিকে কেহই জ্ঞাত নও। এই অগ্নি পুত্র স্বরূপ হইয়া মাতৃ স্বরূপ বৃষ্টি সলিল স্বধা দ্বারা উৎপাদন করিতে ছেন। সেই সলিলের পুত্র অগ্নি সমুদ্র হইতে আদিত্য রূপে নির্গত হইয়া থাকেন। তিনি মহান কবি ও স্বধা বিশিষ্ট।

১০।১০।১৫

৫। আবিষ্ট্যো বর্ধতে চারু-রাসু জিহ্মানামূর্দ্ধঃ স্বযশা উ-

পস্থে। উভে ত্বষ্টুর্বিভ্যতুর্জা-
য়মানাৎ প্রতীচী সিংহং প্রতি
জোষয়েতে। ১।৭।১।

৫। 'আস্বু' মেঘস্থাস্বু অপ্সু বৈদ্যুতাত্মনা বর্ত্তমানঃ অগ্নিঃ 'চারুঃ' শোভন দীপ্তিঃ সন 'আবিষ্ট্যঃ' 'বর্ধতে' আবির্ভূতঃ প্রকাশমানো বৃদ্ধিং প্রাপ্নোতি। কিং কুর্ব্বন 'জিহ্মানাং' কুটিলানাং মেঘেষু তির্য্যক অবস্থিতানাং তাসাং অপাং 'উপস্থে' উৎসঙ্গে 'স্বযশাঃ' স্বায়ত্ত যশস্কঃ অগ্নিঃ 'ঊর্দ্ধঃ' ঊর্দ্ধজ্বলনঃ সন স্বকারণভূতাস্বু অপ্সু তির্য্যক অবস্থিতাস্বপি স্বয়ং ঊর্দ্ধং জ্বলন ইত্যর্থঃ। তদুক্তং বৈশেষিকৈঃ অগ্নেরূর্দ্ধজ্বলনং বায়োস্তির্য্যক্ পবনং। অণু মনসোরাদ্যং কর্ম্মেতানি অদৃষ্ট কারিতানীতি অপিচ 'উভে' দ্যাবা পৃথিব্যৌ 'ত্বষ্টুঃ' দীপ্তাৎ জায়মানাৎ উৎপদ্যমানাৎ তস্মাৎ অগ্নেঃ'বিভ্যতু'ভয়ং প্রাপতু। তদনন্তরং 'উৎপন্নং' 'সিংহং' সহনশীলং অভিভবনশীলং তমগ্নিং 'প্রতীচী' প্রত্যঞ্চন্তৌ প্রতিগচ্ছন্তৌ আভিমুখ্যেন প্রাপ্নুবন্তৌ 'জোষয়েতে' সেবেতে। যাস্কস্ত্বাহ আবিরাবেদনা ক্তস্ত্যো বর্দ্ধতে চারুরাস্বু চারুচরতেৰ্জিহ্মং জিহীতেরূর্দ্ধ উচ্ছ্রিতো ভবতি স্বযশা আত্মযশা উপস্থ উপস্থান উভে ত্বষ্টুর্বিভ্যতুর্জ্জায়মানাৎ প্রতীচী সিংহং প্রতিজোষয়েতে দ্যাবা পৃথিব্যা বিতি বাহোরাত্রে ইতি বারুণী ইতি বাপি চৈতে প্রত্যক্তে সিংহং সহনং প্রত্যাসেবেতে। ১।৭।১।

৫। এই মেঘস্থ অগ্নি উৎকৃষ্ট দীপ্তিযুক্ত হইয়া পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকেন। এই যশস্বী অগ্নি মেঘ মধ্যে তির্য্যক ভাবে অবস্থিত সলিলের উৎসঙ্গে অবস্থান করিয়া স্বয়ং ঊর্দ্ধ দিকে জ্বালা বিস্তার করিতেছেন। ভূলোক ও দ্যুলোক এই প্রদীপ্ত উৎপদ্যমান অগ্নি হইতে ভয় প্রাপ্ত হয়। তৎপরে এই সহনশীল অগ্নির সম্মুখীন হইয়া ইহাঁকে সেবা করিয়া থাকে।

মাসিক ব্রাহ্মসমাজ।

১৭৯০ শক ৫ আশ্বিন।

শরীর যেমন অন্ন জলে পরিপোষিত হয়, আত্মা তেমনি জ্ঞান-ধর্ম্মে সমুন্নত হইয়া থাকে। অতুল-সম্পদ বিপুল-মান, অগণ্য পরিবার, অসংখ্য দাস দাসী দ্বারা সর্ব্বক্ষণ পরিবেষ্টিত থাকিলেও আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্তি হয় না, আত্মার বল বীর্য্য বর্দ্ধিত হয় না। আত্মা দিবা রাত্র কেবল সেই অমৃত-ধনের জন্য ব্যাকুল, তাঁহাকে পাইলেই তাহার প্রভূত বল লাভ হয়, তাহার যথার্থ তৃপ্তি অনুভূত হয়। তাঁহার বিরহেই আত্মা দুঃসহ তাপে অভিতপ্ত হয়—তাঁহার বিচ্ছেদেই সে ম্রিয়মান—মুহ্যমান হইয়া থাকে।

ঈশ্বরেতেই আত্মার প্রকৃত সুখ। ধর্ম্মারণ্যেই তাহার স্বাভাবিক বল-বীর্য্য। মৎস্য যেমন যতক্ষণ জলেতে বিচরণ করে, তত ক্ষণই তাহার যথার্থ স্ফূর্ত্তি, প্রকৃত সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হইয়া থাকে; আত্মা তেমনি যতক্ষণ ধর্ম্মালোচনায়—ঈশ্বর চিন্তায় নিরত থাকে ততক্ষণই তাহার প্রকৃত শৌর্য্য বীর্য্য ও মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। ধর্ম্ম ও ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত হইলেই জলোদ্ধৃত মৎস্যের ন্যায় সে মৃতকল্প হইয়া পড়ে। যে বৃহৎকায় তিমি মৎস্য স্বীয় নিবাস-নিকেতনে থাকিয়া নিজ-বলে গভীর-সমুদ্রকে আলোড়িত করে, অপরিমেয় পণ্য-পরিপূরিত সুবিস্তীর্ণ অর্ণবপোতকে আন্দোলিত করিয়া দেয়, তাহাকে ভূমিতে উদ্ধৃত কর, অল্পাঘাতে অল্পায়াসেই নিহত হইবে। আত্মা তেমনি যতক্ষণ ধর্ম্ম-পথে বিচরণ করে, প্রকৃত নিরাপদ নিকেতন-স্বরূপ ভূমা ঈশ্বরেতে অধিবাস করে, ততক্ষণ সে মর্ত্ত্য-জীব হইয়াও অমরগণের ন্যায় বল, বিক্রম প্রাপ্ত হয়। আত্মা যতক্ষণ ঈশ্বরেতে অবস্থিত থাকে ততক্ষণ সংসারের পাপ তাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দুঃখ বিষাদের বিষাক্ত বাণ তাহাতে বিদ্ধ হয় না। জল-প্রবাহ যেমন পর্ব্বত-গাত্রে পতিত হইলে হতবীর্য্য হইয়া নতশিরে প্রত্যাগমন করে, প্রস্তর-খণ্ড যেমন লৌহপিণ্ডে প্রক্ষিপ্ত হইলে চূর্ণ হইয়া যায়, পাপ-প্রলোভন, বিষয়াকর্ষণও তেমনি ঈশ্বর-প্রেম-মগ্ন সমুন্নত হৃদয়ের সন্নিধানে পরাস্ত—

পরাভূত হয়। সমগ্র সংসার তাহার নিকটে পরাভব স্বীকার করে। মনুষ্যের আত্মা যখন স্বাভাবিক অবস্থাতে অবস্থান করে, যখন সে ধর্ম্ম-সমীরণের মধ্যে সঞ্চরণ করে—"আত্মাতে ক্রীড়া করে—আত্মাতেই রমণ করে" ঈশ্বরের নিরাপদ ক্রোড়ে থাকিয়া তাঁহার প্রীতি-সুধাতে পরিপোষিত হয়,তখন সে অলৌকিক সৌন্দর্য্য ধারণ করে, তখন তাহার সেই স্বর্গীয় জ্যোতিতে জগৎ আলোকিত হয়, জন-সমাজ জাগ্রত হয়। দেবতারাও সেই পবিত্র আত্মার প্রসন্ন ভাব দেখিবার জন্য লোলুপ হন। আত্মা যখন ঈশ্বরের স্বর্গীয বলে বলীয়ান্ হয়, তাঁহার মঙ্গল জ্যোতিতে সমুজ্জ্বলিত হয়, তখন চন্দ্র যেমন নিসাড়ে মেঘ-মালার মধ্য হইতে পরিষ্কৃত গগণে আসিয়া উপনীত হয়, পুণ্যাত্মা তেমনি নিঃশব্দে নিরাপদে জনসমাজের নিবিড়তম অন্ধকারের মধ্য হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম-পথে দীপ্তি পাইতে থাকেন। চন্দ্র-কিরণের ন্যায় তিনি চতুর্দ্দিকেই স্বীয় অকৃত্রিম সদ্ভাব—সাধু ভাব—ভ্রাতৃ ভাব বিস্তার করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করেন। তিনি নিষ্কাম প্রেম, নিঃস্বার্থ প্রীতি প্রদর্শন করিয়া সকলেরই সদ্ভাব আকর্ষণ করেন। ঈদৃশ এক একটি পুণ্যাত্মার নিষ্কাম ধর্ম্ম ভাব নিরীক্ষণ করিয়া এক একটি জনপদের অসংখ্য অগণ্য লোকের ধর্ম্ম ভাব ও ঈশ্বর-স্পৃহা প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। বিষয়-জালে আবদ্ধ থাকিয়া এক এক সময়ে যে দেহ ভার বহন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, আপনাকে শোধিত সংস্কৃত করাই অসাধ্য বোধ হয়, প্রকৃত সরল সাধুর জাগ্রত জীবন্ত ধর্ম্ম ভাব পুণ্য ভাব দেখিয়া তাদৃশ কত শত বিকৃত আত্মা প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে। কত মলিন, পঙ্কিল আত্মা ঈশ্বর প্রেমে সংজ্বলিত হইয়া উঠে। কত পথ-হারা মোহান্ধ-হৃদয় সাধুর সাধু দৃষ্টান্তে সৎপথে ধর্ম্ম পথে আসিয়া উপনীত হয়।

যে বৃক্ষ বঙ্গ-দেশের কোমল-মৃত্তিকায় বর্দ্ধিত হইয়া সহস্র সহস্র পরিশ্রান্ত পথিককে সুশীতল ছায়া দান করে, তাহাকে সুদৃঢ় পর্ব্বতে বা সুকঠিন কঙ্করময় ভূমিতে রোপণ করিলে সে যেমন শুষ্ক হইয়া যায়, যে পুষ্প প্রাতঃকালের সুশীতল সমীরণে শ্রী সৌরভে বিকশিত হয়, তাহাকে মধ্যাহ্ন কালের অনল-সদৃশ উত্তপ্ত সূর্য্য-কিরণে লইয়া গেলে যেমন তাহার সৌরভ সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হয়, তেমনি যে আত্মা জ্ঞানধর্ম্মে, ঈশ্বরের প্রীতি-সলিলে, তাঁহার প্রসন্ন-মুখের স্নিগ্ধ জ্যোতিতে পরিপালিত হইবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, যে হৃদয়-কুসুম তাঁহার অনুরাগ সমীরণে প্রস্ফুটিত হইবার জন্যই সংরচিত হইয়াছে, তাহাকে কণ্টকাকীর্ণ নীরস বিষয়-ক্ষেত্রে—প্রজ্বলিত সংসার দাবানলের মধ্যে নিক্ষেপ করিলে সে তো নির্জীব ও অবসন্ন হইয়া পড়িবেই। তাহার সমুদায় প্রতিভা তো অন্তরিত হইবেই। পাপ, তাপ দুঃখাগ্নিতে সে তো অবনত অভিভূত হইয়া যাইবেই।

পক্ষিগণ যতক্ষণ অসীম আকাশের উন্নততম প্রদেশে বিচরণ করে, ততক্ষণই তাহারা নির্ভয়ে ও নির্ব্বিঘ্নে থাকে, যখনই ভূমির নিকটবর্ত্তী হয়, বৃক্ষ-শাখায় উপবেশন করে, তখনই ব্যাধ-কর্ত্তৃক বাণ-বিদ্ধ হয়। মহাবল সিংহ হস্তী সকল বিশাল অরণ্যেই নিঃশঙ্ক চিত্তে সঞ্চরণ করে, সংকীর্ণ জনপদে আবদ্ধ হইলেই বিষাদ-ভরে বিকম্পিত হইতে থাকে। আত্মাও সেই রূপ যতক্ষণ সেই পরম আকাশ পরমেশ্বরেতে অবস্থান করে সেই সমুন্নত ধর্ম্মাচলের উচ্চতর প্রদেশে বিচরণ করিতে থাকে ততক্ষণই সে নির্ভয়ে কাল যাপন করে সে নিম্নে অবতরণ করিলে—ধর্ম্মাচল পরি-

ত্যাগ করিয়া বিষয়-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেই তাহার পদে পদেই বিঘ্ন বিপত্তি, বিষাদ দুর্গতি, উপস্থিত হয়। তখন সে সংসারের অণুমাত্র শোক তাপে অভিভূত হয়, বিষয়ের ঈষৎ প্রলোভনে এক কালে তাহার চির দাস হইয়া পড়ে।

ধর্ম্ম সংস্পর্শে আত্মা মহত্ত্ব, দেবত্ব লাভ করে, ধর্ম্ম রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইলেই সে দানব, দৈত্য পিশাচের ভাব ধারণ করে। ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা হৃদয় শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্র হইয়া ত্রিভুবন-রাজ-পরমেশ্বরের প্রিয় সিংহাসন হইয়া উঠে, ধর্ম্ম-জ্ঞান-শূন্য হইলে সেই পবিত্র হৃদয় সিংহ-শার্দ্দূল সমাকীর্ণ অরণ্য অপেক্ষাও ভয়ানক স্থান হইয়া পড়ে। ধর্ম্ম-সহযোগে হৃদয় ভূমিতে সত্য-জ্ঞান, অমৃতের উৎস উৎসারিত হয়, ধর্ম্ম-বর্জ্জিত-হৃদয় ঈর্ষা, দ্বেষ প্রভৃতি সহস্রবিধ অসদ্ভাবের নিজস্ব-নিকেতন হইয়া থাকে। সেই জন্য আমরা এই পবিত্র প্রাতঃকালে সেই ধর্ম্মাবহ পতিতপাবনের শরণাপন্ন হইয়াছি, যে তিনি আমারদিগকে পাপ তাপ হইতে উদ্ধার করিবেন। আমরা সংসারের শোক সন্তাপ, বিষাদ ভয়ে আকুল হইয়া সেই জন্যই সেই অজর, অমর, অলোক, অভয়ের শরণাগত হইয়াছি যে তিনি আমারদিগকে তাঁহার নিরাপদ ক্রোড়ে রক্ষা করিয়া অভয় দান করিবেন। সেই জন্যই আমরা তাঁহার পূজার উপচার লইয়া শশব্যস্তে এই পবিত্র ব্রহ্মমন্দিরে আগমন করিয়াছি, যে তিনি কৃপা করিয়া প্রীতি পূজা গ্রহণ করত আমারদিগকে সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত করিবেন। আত্মাকে রক্ষা করিবেন।

হে ঈশ্বর! আমারদের পাপ-দগ্ধ হৃদয় তোমারই হস্তে সমর্পণ করিতেছি, তুমি ইহাকে রক্ষা কর। হে পাবনের পাবন! তুমি তোমার পবিত্র সলিলে ইহার পাপ-কলঙ্ক ধৌত করিয়া তোমার প্রিয় সিংহাসন করিয়া লও যে আমরা কৃতার্থ হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সিন্দূরীয়াপটী পঞ্চম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ অগ্রহায়ণ ১৭৯০ শক।

পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বর উপাস্য দেবতা; মনুষ্যের আত্মা তাঁহার উপাসক; তাঁহাতে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন, তাঁহার প্রতি ভক্তি এবং ধর্ম্মের অনুষ্ঠান তাঁহার উপাসনা। যেমন ক্ষুধা ও পিপাসা মনুষ্যকে অন্ন ও পানে নিয়োজিত করে, সেই রূপ ঈশ্বরের প্রতি স্বাভাবিক কামনাই মনকে তাঁহাতে আসক্ত করিয়া রাখে। ইহা যথার্থ যে চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পায় না, হস্তও তাঁহাকে ধরিতে পারে না; কেন না তাঁহার রূপ নাই, তাঁহার শরীর নাই; কিন্তু মন যখন সুস্থ থাকে এবং হৃদয় যখন ভক্তি-রসে আর্দ্র হয়, তখন অন্তরের চক্ষু তাঁহার পবিত্র সৌন্দর্য্য পান করে। হৃদয় যখন ভক্তির অভাবে শূন্য থাকে, তখনই সমুদায় জগৎ শূন্য বোধ হয়। তিনি এই আলোকের মধ্যে বিরাজমান আছেন, কিন্তু আলোক তাঁহাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে; তিনি সকলের বুদ্ধি দাতা, কিন্তু বুদ্ধির চাতুরী তাঁহার নিকটে সংকুচিত থাকে; তিনি এই স্থানেই বর্ত্তমান আছেন, কিন্তু এ চক্ষু তাঁহার নিকটে অন্ধ। যে হৃদয়ে প্রেমের আলো প্রজ্বলিত হয়, তিনি সেই হৃদয়ের অতিথি। ধনীর ধন-পূর্ণ গৃহ হয় তো তাঁহার অভাবে শূন্য হইয়া থাকে, কিন্তু দরিদ্রের পর্ণকুটীর হয় তো তাঁহার আবির্ভাবে পূর্ণ হয়। এই শরীর তাঁহার মন্দির, আত্মা তাঁহার আসন, তিনি তাহাতে অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার চক্ষু

নাই, কিন্তু সমুদায় দেখিতেছেন; তাঁহার কর্ণ নাই, কিন্তু সমুদায় শুনিতেছেন; তাঁহার হস্ত নাই,কিন্তু এই চরাচর ধারণ করিয়া আছেন; তিনি কিছুতেই আবদ্ধ নহেন, কিন্তু সকলেতেই বর্ত্তমানআছেন। আমি যেমন এই ক্ষুদ্র শরীরের আত্মা; তিনি সেই রূপ সমস্ত জগতের ও সমস্ত আকাশের একমাত্র আত্মা। এই গৃহ তাঁহাতে পরিপূর্ণ। তিনিই ঈশ্বর, তিনিই আমাদের উপাস্য দেবতা।

আমাদের এক অংশ শরীর, আর এক অংশ মন আত্মা। শরীর এই পৃথিবীর মৃত্তিকাতে নির্ম্মিত, পৃথিবীতেই বিলীন হইয়া যাইবে, আত্মা অবিনাশী, অনন্ত কাল পরমায়ু ভোগ করিতে থাকিবে। আমি চক্ষু নই, আমি কর্ণ নই, আমি হস্ত নই, আমি পদ নই; কিন্তু ঈশ্বর আমার প্রতিপালনের জন্য এই শরীর রূপ গৃহে আমাকে—আত্মাকে সংস্থাপিত করিয়াছেন। যেমন কিয়ৎ ক্ষণ পরে এই আলোকময় গৃহ পরিত্যাগ করিব সেই রূপ অবশ্যই এক দিন শরীর গৃহ পরিত্যাগ করিতে হইবে।—এই চক্ষু জ্যোতি হীন হইবে, এই কর্ণ নিস্তেজ হইয়া পড়িবে, এই বাক্য স্তব্ধ হইয়া থাকিবে, এই শরীর মৃত্যু শয্যায় লুণ্ঠিত হইতে থাকিবে, সংসার শোক তিমিরে অবগুণ্ঠিত হইবে, সমুদায় প্রিয় বস্তু পৃথিবীতেই থাকিবে, হয়তো আমার নাম পর্য্যন্ত মর্ত্ত্যলোকে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু আমি কি তখন বিনষ্ট হইব? কখনই না; কখনই আমার পরমায়ু নিঃশেষিত হইবে না। আত্মাতে যে সকল পাপ ও পুণ্য সঞ্চিত হইয়াছিল, লোকান্তরে উপনীত হইয়া তাহার শুভাশুভ ফল ভোগ করিতে থাকিব। এই আমি এই আত্মা সেই পরমাত্মার উপাসক।

ঈশ্বর আমাদের পিতা ও মাতা; তিনি পিতার ন্যায় বন্ধু ও মাতার ন্যায় স্নিগ্ধ; না তিনি তাঁহাদের হইতেও অধিক; তিনি স্নেহ ও প্রেমে পরিপূর্ণ। পিতা ও মাতা ব্যতীত পৃথিবীতে বিমল ও কোমল ভাবের কথা আর কিছুই নাই; এই জন্যই বলিতেছি, তিনি পিতা ও মাতা। যেমন পিতা ও মাতাকে আমার বলিয়া জানি, যেমন ভ্রাতা ও ভগিনীকে আমার বলিয়া জানি, যেমন স্ত্রী ও পুত্রকে আমার বলিয়া জানি, তেমনি যখন ঈশ্বরকে আমার বলিয়া জানিব, যখন মনের সহিত বলিতে পারিব, তিনি আমার ঈশ্বর; যখন তাঁহার সহিত এই আত্মীয়তা বদ্ধমূল হইবে, সংসারের সকল বন্ধু অপেক্ষা তিনি যখন অধিক আত্মীয় হইবেন; যখন পৃথিবীর তাবৎ সৌন্দর্য্য অপেক্ষা তাঁহার প্রতি অধিক আশক্ত হইব? যখন প্রিয়তমা পত্নীর আলিঙ্গন অপেক্ষা তাঁহার সন্নিধানে অধিক প্রীতি পাইব? যখন পিতা মাতার ক্রোড় অপেক্ষাও তাঁহার সহবাসে অধিক আনন্দ অনুভব করিব, যখন আপনার প্রাণ অপেক্ষাও তাঁহাতে অধিক প্রেম করিব, তখন বলিতে পারিব যে, আমরা তাঁহার ভক্ত হইয়াছি ও তাঁহাকে প্রীতি করিতেছি। পিতা মাতার প্রতি ভক্তি, স্ত্রী পুত্রের প্রতি প্রেম ও বন্ধু বান্ধবের প্রতি প্রীতি; এ সমুদায় ঈশ্বর প্রেমের বিরোধী নহে, প্রত্যুত অনুকূল; এ স্থলে ঈশ্বর প্রেমের সে রূপ পরীক্ষা হয় না। যখন অন্তরের দুর্দ্দান্ত রিপু সকল পাপ কর্ম্মে প্রণয় বন্ধন করিতে শিক্ষা দিতে থাকিবে, যখন আত্মম্ভরিতা প্রবল হইয়া আমাদিগকে অন্যায় পথে সঞ্চালিত করিবে, যখন ধন মত্ততা কুৎসিত আমোদে আকর্ষণ করিবে, যখন অহংকার ভ্রাতৃভাবের বিচ্ছেদ করিতে আসিবে, যখন কুটিল বুদ্ধি সার্থ সাধনে চাতুরী অবলম্বন করিয়া সরলতার ধ্বংস করিতে আসিবে, তখন যিনি ঈশ্বরের

পথে অটল ভাবে থাকিবেন. ঈশ্বর প্রেমের বিরোধী ভাবিয়া রিপুগণকে বলিদান করিতে পারিবেন, ঈশ্বর প্রেমের প্রভাবে যাঁহার মত্ততা, অহংকার, কুটিলতা, তিরোহিত হইবে, তিনিই বলিতে পারিবেন, আমি ঈশ্বরের ভক্ত হইয়াছি ও তাঁহাতে প্রীতি করিতেছি। যেমন তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি জলের জন্য উৎসুক হইয়া থাকেন, যেমন ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি অন্নের নিমিত্ত লালায়িত হন, তেমনি ঈশ্বর প্রেমী ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হইয়া বেড়ান। পুত্র-বৎসল পিতা মাতা পুত্রের বিচ্ছেদে কতই কষ্ট পান; পতিব্রতা পতির বিচ্ছেদে কতই কাতর হন, ঈশ্বরের ভক্ত ঈশ্বরকে না পাইলে ততোধিক ব্যাকুল হইতে থাকেন। যে খানে ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন হয়, তিনি সেই স্থানেই আরাম লাভ করেন। যে আলাপ ঈশ্বরের কথার সহিত মিশ্রিত তাহাই তাঁহার কর্ণে অমৃত ধারা বর্ষণ করে। তিনি যে ভাবে ঈশ্বরকে দীপ্যমান দেখেন, সেই ভাবই তাঁহার নিকট সদ্ভাব বলিয়া পরিগণিত হয়। তিনি যে কর্ম্ম ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া অনুষ্ঠান করিতে পারেন, সেই কর্ম্মই তাঁহার নিকট সৎকর্ম্ম হয়। যে আমোদ ঈশ্বরের সম্মুখে ভোগ করিতে লজ্জিত না হন, তিনি সেই আমোদের রসই আস্বাদন করেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বহির্গত হইয়াই ঈশ্বরকে ভুলিয়া যান না, কিন্তু সজনে নির্জ্জনে সেই প্রেমাস্পদকে চিন্তা করিতে থাকেন, তিনি ভজনালয়ে দেব-মূর্ত্তি ও আমোদ-গৃহে পিশাচ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন না, তাঁহার প্রেমার্দ্র স্নিগ্ধমূর্ত্তি সর্ব্বত্রই সমান ও সর্ব্বত্রই স্বাভাবিক। তাঁহার আমোদ প্রমোদ অন্যের সাধু ভাব উদ্দীপন করে। তাঁহার বিষয় কর্ম্মও অন্য লোককে ধর্ম্ম শিক্ষা দেয়, তাঁহার সহজ আলাপ অন্যের মনকে সদ্ভাবে পূর্ণ করে। হা! এমন ঈশ্বর প্রেমী কোথা, এমন সাধু কোথা? ব্রাহ্মধর্ম্ম! তিনিই তোমার মধুর রস আস্বাদন করিয়াছেন, তিনিই তোমার উন্নত ভাব অনুভব করিয়াছেন, এবং তোমার গূঢ় সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়াছেন। এই রূপ ভক্তি ও এই রূপ কার্য্যই ঈশ্বরের উপাসনা।

এই উন্নত উপাসনা—এই আধ্যাত্মিক সাধন অভ্যাস করিবার জন্যই (ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহারই জন্য) ব্রাহ্মধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়াছেন। যখন জানিলাম ঈশ্বর ব্যতীত আর আমাদের গতি নাই; যখন জানিলাম যেখানে ঈশ্বর নাই, সেখানে জীবন নাই, যখন জানিলাম ঈশ্বরের অভাবে মনুষ্য জীবন পশু জীবন অপেক্ষাও অপকৃষ্ট হয়, পুরুষের পৌরুষ ও স্ত্রীর সৌন্দর্য্য ঈশ্বরের অভাবে পাপের আকর হইয়া পড়ে; তখন আর কি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি। যদি বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন এই পথের সঙ্গী হন, তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিব, যদি তাঁহারা এই পথের বিঘ্ন কারী হন, তবে নিশ্চয় জানিবেন আমি আর তাঁহাদের নই। আমরা নিশ্চয় জানি যে, আমরা দীন হীন, ক্ষুদ্র ও পাপ কলঙ্কে মলিন; আমাদের পুণ্য সঞ্চয় নাই, ধর্ম্মবল নাই। আমাদের কামনা মলিন, কর্ম্ম দূষিত, জীবন অপবিত্র; তথাপি আমাদের ভরসা এই যাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছি, তিনি দীনবন্ধু ও পতিতপাবন। তিনি কি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন, ক্ষুদ্র বলিয়া তাঁহার গৃহ হইতে দূর করিয়া দিবেন, যিনি একটী পিপীলিকাকেও আহার দিতে বিস্মৃত হন না, তিনি কি আমাদের ক্রন্দন শুনিবেন না, যখন ঘোরতর দুরাচার মনুষ্য নরহত্যার অপরাধে রাজ-দ্বারে আনীত হয়, যখন বিচারকের মুখ হইতে প্রাণদণ্ডের ভয়ানক

আজ্ঞা প্রচার হয়, যখন ঘাতকেরা তাহার হস্ত পদ বন্ধন করিয়া বধ্য ভূমিতে লইয়া যায়, তখন তাহার মাতা কি তাহাকে বিস্মৃত হইয়া থাকে? তখন সেই নিরুপায় জননী কি পুত্র স্নেহে উন্মত্ত হইয়া চীৎকার করিতে থাকে না? সমস্ত লোক বিরক্ত হইয়া ঘৃণার সহিত যে দুরাচারকে রাজার নিষ্ঠুর হস্তে সমর্পণ করিয়াছে, তাহার জননীকে এক বার সেই বধ্য ভূমিতে উপস্থিত হইতে দাও, দেখিবে যে, সকল লোকের ঘৃণাস্পদ সেই দুরাচারকে জননী আপনার পবিত্র ক্রোড়ে গ্রহণ করিবার জন্য উন্মত্তা হইয়া উঠিয়াছে; পৃথিবী যাহাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত সেই জননী কি অমায়িক স্নেহে তাহার কণ্ঠ ধারণ করিয়া সেই নরাধম ঘাতকের—সেই পশু তুল্য রাজ পুরুষের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পুত্রের জীবন ভিক্ষা করিতেছে; দেখ মনুষ্যের ক্ষুদ্র মনের স্নেহের কি আশ্চর্য্য ভাব, কিন্তু ঈশ্বরের পূর্ণ স্নেহের তুলনায় জননীর স্নেহ এক বিন্দু মাত্র; সেই স্নেহের আকর ক্ষমার সমুদ্র অখিল মাতা পরমেশ্বর কি আমাদিগকে জঘন্য বলিয়া পরিত্যাগ করিবেন; ইহা কখন মনেও করিতে পারি না যে, তাঁহার কৃপার ভিখারি হইয়া তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান হইলে তিনি আমাদিগকে দুর করিয়া দিবেন; তিনি নিষ্ঠুর দৈত্যের ন্যায় ভীষণ নহেন; তিনি করুণাময় পিতা, তিনি স্নেহময় মাতা; তাঁহার নিকটে ভয় নাই। পাপী তাপী, নীচ ক্ষুদ্র, লোকের নিকট ঘৃণিত ও নিন্দিত, জন সমাজের পরিত্যক্ত যে খানে আছে তাঁহার শরনাপন্ন হও; এমন করুণাময়, এমন স্নেহময়, এমন প্রেমময়, আর কেহই নাই তাঁহার নিকটে জ্ঞানী ও মুর্খ ধনীও দরিদ্র, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল সমান স্নেহের আস্পদ। তিনি অনাথের নাথ, পিতৃহীনের পিতা ও মাতৃহীনের মাতা। তিনি কি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন।

আমাদের সামর্থ্য না থাকিলেও তাঁহার মঙ্গল স্বরূপে নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান আছি। (এই ক্ষুদ্র সমাজ তাঁহারই উপাসনার নিমিত্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।) কবে আমরা তাঁহার কল্যাণময় পথে সম্পূর্ণ রূপে অবগাহন করিব, তাঁহাকে একমাত্র গতি জানিয়া কবে প্রাণের সহিত তাঁহার সেবাতে নিযুক্ত হইব ইহারই জন্য আমাদের আগ্রহ ও ইহারই জন্য আমাদের প্রার্থনা। হে বিশ্বপিতা, অখিলমাতা, তুমি সকলের অন্তর্যামী, তুমি সর্ব্বদর্শী, আমাদের পাপ ও পুণ্য তোমার নিকট অগোচর নাই। আমরা পাপও তাপ হইতে মুক্তি লাভের নিমিত্ত তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, আমাদিগকে অভয় দান কর। হে রস স্বরূপ, আমরা তোমারই প্রসাদে তোমার মধুর রসের আস্বাদ পাইয়াছি; আর তোমাকে ভুলিতে পারিব না। তোমার সেবায় যেন আমাদের জীবন অতিবাহিত হয়। তোমার উপাসনাই যেন আমাদের সার কর্ম্ম হয়। আমাদের সমুদায় প্রীতি যেন তোমাতেই সমর্পিত হয়। নাথ! আমাদের পুণ্য বল নাই, তুমি পাপী তাপীর এক মাত্র আরাম স্থান, এই আমাদের ভরসা। আমাদিগকে বল দাও, সহিষ্ণুতা শিক্ষা দাও, তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনের জন্য যেন আমরা সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারি। তোমার ব্রাহ্ম ধর্ম্মের জন্য সমুদায় অপমান যেন সম্মান বলিয়া গ্রহণ; সমুদায় তিরস্কার যেন অঙ্গের অভরণ করি। পরিবারগণকে যেন তোমার পরিবার বলিয়া প্রতি পালন করি। যেন নির্ভয় হইয়া তোমার পবিত্র নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে পারি। অপরাধীকে ক্ষমা করিতে শিক্ষা দাও, শত্রুকে প্রীতি করিতে শিক্ষা দাও, সকল পরিবারকে তো-

মার সেবায় নিযুক্ত কর, আমাদের নিকট প্রকাশিত থাক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

"মৃত্যোর্মামৃতং গময়"

দিবস রজনীর প্রভেদ কি? কেবল আলোক আর অন্ধকার, জীবন মৃত্যুর পার্থক্য কি? হর্ষ আর বিষাদ, উন্নতি আর অবনতি, যোগ আর বিযোগ। যখন আমরা জীবিত থাকি, তখনই আমোদ আহ্লাদে কালাতিপাত করি, যখন মৃত্যুর অধীন হই, তখন সকলই তিরোহিত হয়। যখন জীবিত থাকি তখন সকলই বর্দ্ধিত হয়, মৃত্যু হইলেই ছিন্ন তরুর ন্যায় শুষ্ক হইতে থাকে। যতক্ষণ জীবন থাকে, ততক্ষণ সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ থাকি, প্রাণ ত্যাগ হইলে সকলই শিথিল ও অসম্বদ্ধ হইয়া যায়। এখানে শরীর ত্যাগ করা যে মৃত্যু তাহার কথা হইতেছে না, এখানে প্রকৃত মৃত্যুর বিষয় আলোচিত হইতেছে। শরীর সুস্থ সবল থাকা, অথবা নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হওয়াই যথার্থ জীবিতের চিহ্ন নহে। যখন শরীর কর্ম্ম-বিশেষে চালিত হইতেছে, চক্ষু কর্ণ বহির্ব্বিষয় লইয়া ব্যাপৃত রহিয়াছে তখনও আমরা মৃত্যুর দুর্জ্জয় আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া থাকি। আত্মার মৃত্যুই যথার্থ মৃত্যু। শরীর যেমন আত্মাকে অবলম্বন করিয়া এখানে জীবিত থাকে, আত্মাও তেমনি পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া প্রাণ ধারণ করে। আত্মার প্রাণ সেই প্রাণের প্রাণ নিখিল-জীবন পরমেশ্বর স্বয়ংই। সেই প্রাণ হারা হইলেই আত্মা মহানিদ্রায় অভিভূত হয়। তাঁহাকে পাইলেই সে আবার প্রাণ লাভ করে। তাঁহাকে দেখিতে না পাইলেই সে শোক তাপে, বিষাদ ভয়ে, মুহ্যমান হইতে থাকে, তাঁহাকে —তাঁহার মহিমাকে দেখিলেই সে বীত-শোক হইয়া প্রফুল্ল হয়। "সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীত-শোকঃ।"

বৃক্ষ যেমন মূলের সহিত সংযুক্ত থাকিলেই বর্দ্ধিত হয়, ফল যেমন বৃক্ষের সহিত সংলগ্ন থাকিলেই পরিণত হয়, আত্মা তেমনি পরমাত্মার সহিত অধ্যাত্ম-যোগে নিবদ্ধ থাকিলেই উন্নত হইতে থাকে। জরায়ু-মধ্যে জীব যেমন মাতৃ-শোণিত সহকারে পরিপোষিত হইয়া থাকে, আত্মা তেমনি সেই বিশ্ব-জননীর গর্ব্ভ-শয্যায় শয়ান থাকিয়া তাঁরই মঙ্গল ভাবে, প্রীতি-নীরে পরিবর্দ্ধিত হয়। বালকের ন্যায় মাতৃ-ক্রোড়-ভ্রষ্ট হইলেই আত্মা দুর্গতি-সাগরে পতিত হইয়া ক্রমে মৃত-কল্প হইতে থাকে। শরীর হইতে আত্মা তিরোহিত হইলেই যেমন শরীর অচেতন ও অসাড় হইয়া যায়, ঈশ্বর হইতে তেমনি আত্মা বিচ্যুত হইলেই সে অবসন্ন হইয়া পড়ে। নদী যেমন সমুদ্রসহ সংযুক্ত না থাকিলে সে আর বহমান থাকে না, আত্মার জ্ঞান প্রীতি ইচ্ছাও তেমনি সেই অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্র পরমেশ্বরের জ্ঞান প্রীতি ইচ্ছায় বাহিত না হইলে এবং সংযুক্ত না থাকিলে সে আর কোন রূপেই বর্দ্ধিত ও পরিশোধিত হইতে সমর্থ হয় না। দিন দিন তাহার সকল সাধু ভাব, সমুদায় সদ্বৃত্তি শুষ্ক ও মুমূর্ষু হইতে থাকে। বৃক্ষ যতক্ষণ মৃত্তিকা হইতে রসাকর্ষণ করে, ততক্ষণই যেমন সে জীবিত, শিশু যতক্ষণ স্তন্য পানে সমর্থ ততক্ষণই যেমন সে সুস্থ, আত্মাও তেমনি যদবধি ঈশ্বরের প্রীতি-সুধা পানে অনুরক্ত ততক্ষণই সে প্রকৃতিস্থ থাকে। বালক যেমন স্তন্য-সুধা পানে বঞ্চিত হইলে অসুস্থ ও শীর্ণ হইয়া থাকে, আত্মা তেমনি ব্রহ্ম-প্রীতি-রসে পোষিত হইতে না পারিলে রুগ্ন ও বিকৃত হইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। অতএব

পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগই যথার্থ জীবন, তাঁহা হইতে বিচ্যুতিই তাহার প্রকৃত মৃত্যু। তাঁহার সহিত নিত্য সহবাস-জনিত ভূমানন্দ সম্ভোগই অমৃতত্ব, তাঁহা হইতে বঞ্চিত হওয়াই তাহার নরক ভোগ। এই মৃত্যু হইতে অমৃতে গমন করাই আমারদিগের আকিঞ্চন, এই নরক-ভোগ হইতে স্বর্গ-ধামে উপনীত হওয়াই আমারদের প্রাণগত প্রার্থনা। সেই জন্যই প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা নির্জ্জনে উপাসনা-কালে ঈশ্বরের সন্নিধানে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত প্রার্থনা করি, "মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতেতে লইয়া যাও।" এই জন্যই এই প্রকাশ্য ব্রহ্ম-মন্দিরে সকলে সম্মিলিত হইয়া এক মনে সমস্বরে এই প্রাণ-গত প্রার্থনা বাক্য উচ্চারণ করি "মৃত্যো-র্মাঽমৃতং গময়।"

আমারদের শারীরিক মৃত্যু হইতে উদ্ধারের জন্য এ তেজোময়, অমৃতময় মহাবাক্য নয়; আত্মার গতি মুক্তির জন্য আত্মাকে মৃত্যু-মুখ হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই আমারদের এই প্রার্থনা। যাহারদের সংসারই সর্ব্বস্ব, সংসারই সার, যাহারা সাংসারিক সুখকেই সার মনে করে, তাহারাই শরীর পতন-ভয়ে আকুল হয়। শরীরের বিনাশই তাহারদের সর্ব্বনাশ। যাহারদের আত্মার প্রতি দৃষ্টি আছে, আত্মার উন্নতির প্রতি যাহারদের লক্ষ্য আছে, পার্থিব-সুখ তাহারদের সন্নিধানে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। শ্রেষ্ঠতর মহত্তর ব্রহ্মানন্দের জন্যই যাঁহারদের মানস-রসনা লালায়িত, ঈশ্বরের সহিত নিত্য সহবাস-জনিত দেব-দুর্লভ শাশ্বত সুখই যাঁহারদের প্রার্থনা, সংসার বন্ধন ও হৃদয়-গ্রন্থি ছেদ করত ক্রমশঃ উন্নত লোকে গমন করা, নবতর কল্যাণতর সুখ সম্ভোগ করা যাঁহারদের ইচ্ছা, তাঁহারা তাহার দ্বার উদ্ঘাটনে কেন ভীত বা শঙ্কিত হইবেন? শরীরের মৃত্যু তাঁহাদিগের পক্ষে তত ভয়ানক নহে। বীজ হইতে যেমন কাণ্ড শাখা, পুষ্প ফল, যথাক্রমে প্রসবিত হইতে দেখিয়া সকলে প্রফুল্ল হয়, সেই রূপ পরিবর্ত্তন ও উন্নতির নিয়ম পুণ্যাত্মারা নরদেহে দেদীপ্যমান দেখিয়া পূর্ণ-জ্ঞান পরমেশ্বরকেই ধন্য বাদ দেন। শোণিত শুক্র হইতে যেমন জননী-গর্ভে ক্রমে ক্রমে রক্ত মাংস শিরা শোণিত-সম্পন্ন অশরীরি আত্মার আবাস গৃহ এই শরীর নির্ম্মিত হয়, এবং যথাসময়ে আলোক-শূন্য জননীগর্ভ হইতে এই আলোকময় সুরম্য লোকে ভূমিষ্ঠ হইতে দেখা যায়, তেমনি পর্য্যায়-ক্রমে বাল্য, যৌবন, জরা ও বার্দ্ধক্য রূপ নানা অবস্থাতে আত্মা ক্রমশঃ জ্ঞান ধর্ম্মে সমুন্নত হইয়া ইহ লোকের শিক্ষা সমাপন করিলেই মৃত্যু রূপ পরিবর্ত্তন দ্বারা পার্থিব-শরীর পৃথিবীতে রাখিয়া আবার উন্নততম লোকে যাইয়া উপনীত হয়। বালকের যতদিন মাতৃ শরীরে পোষিত হইবার আবশ্যক সে ততদিন তথায় পরিপালিত হয়, এই ভূলোকে অবতীর্ণ হইবার কাল উপস্থিত হইলে সে তাহা পরিত্যাগ করত ভূমিষ্ঠ হইয়া সকলের মনে আনন্দ বিধান করে। আত্মার সেই রূপ এই ভঙ্গুর শরীরে ইহলোকে যতদিন ও যতদুর উন্নত হইবার প্রয়োজন, ততকাল এখানে অবস্থান করিয়া লোকান্তরে উপনীত হওত দেবতাদিগের মধ্যে হর্ষ আনন্দ বিস্তার করে। আমরা যেমন গর্ভ-কূপ হইতে শিশুর ভূমিষ্ঠ হইবার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়া পুলকিত হই, দেবতারাও তেমনি আত্মার ভূলোক হইতে উন্নত লোকে যাইবার প্রকৃত অর্থ বুঝিয়া আনন্দিত হইতে থাকেন। মৃত্যু যে আমারদের উন্নতি-শীল আত্মাকে কেমন বিচিত্র কৌশলে উন্নত লোকে লইয়া যায়, এই সংকীর্ণ কারাগার হইতে কেমন নিঃশব্দে বিমুক্ত করিয়া যে

প্রকৃত স্বদেশের পথ নির্দ্দেশ করে, যতক্ষণ না আমরা দেব-ভাবে, জ্ঞান প্রেমে সমুন্নত হই,ততক্ষণ আর তাহার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। মনুষ্য যত বিষয়-জালে বিজড়িত হয়, পার্থিব সুখে অনুরক্ত হয়, মৃত্যু ততই তাহার সন্নিধানে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে। মৃত্যু সংসার-পরতন্ত্র জ্ঞানান্ধ জীবের পক্ষেই ভয়ানক; মৃত্যু সাধু সরল-মতি, যতি সন্তোষীর পদানত দাস। মৃত্যু ভগবৎ-প্রেম-শূন্য নীরস হৃদয়ের পক্ষেই উদ্যত বজ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর, মৃত্যু ঈশ্বর-প্রেম-মগ্ন সুধীর সাধুর নিকটে পুষ্পবৎ কোমল। মৃত্যুকাল সংসার-সর্ব্বস্ব ঘোর বিষয়ীর পক্ষেই প্রলয়-কাল তুল্য; উন্নতমনা ঈশ্বর-পিপাসু প্রেমিকের সন্নিধানে তাহা উষা-কালের ন্যায় সুখ-প্রদ, আনন্দ-প্রদ।

শরীর-ত্যাগে বা প্রাণনক্রিয়ার অবরোধে তো বৃক্ষ লতা, পশু পক্ষী সকলেরই মৃত্যু হইয়া থাকে, সে মৃত্যুতে জ্ঞান-ধর্ম্ম-সমন্বিত অশরীরি আত্মার মৃত্যু হয় না। ঈশ্বর হইতে বিচ্যুতিই তাহার যথার্থ মৃত্যু। তাঁর সঙ্গে বিযুক্ত হওয়াই তাহার সাংঘাতিক বিনাশ। আমরা সকলে সেই মৃত্যু-ভয়েই ব্যাকুল হইয়া অমৃতের শরণাগত হইয়াছি। পাছে সংসার আমারদের আত্মার প্রাণ বিনষ্ট করে, পাছে বিষয়ারণ্যে প্রবেশ করিলে পাপ-পিশাচী আমারদের আত্মাকে আক্রমণ করে, এই ভয়েই ভীত হইয়া সেই প্রাণদাতার আশ্রয় লইয়াছি, যে তিনিই আমারদিগকে রক্ষা করিবেন। এস, সকলে এখানকার অসৎ অন্ধকার হইতে উদ্ধার হইবার জন্য, মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত সকাতর হৃদয়ে প্রার্থনা করি, "অসতোমা সদ্গময় তমসোমা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্ম্মাঽমৃতং গময়।" "অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতেতে লইয়া যাও।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য।

বকল নামক ইংলণ্ডীয় মহাপণ্ডিত তাঁহার ইংলণ্ডীয় সভ্যতার পুরাবৃত্তের ভূমিকা মধ্যে জ্ঞান ও ধর্ম্ম-মূলক নিয়মের তুলনা করিয়া এই স্থির করিয়াছেন যে, জ্ঞান-মূলক নিয়ম সকলই মনুষ্যজাতির প্রকৃত উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত আছে, এবং তিনি যদ্যপিও ধর্ম্মমূলক সত্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই, তথাচ ধর্ম্ম-মূলক নিয়ম সকলকে মনুষ্যগণের উন্নতি সাধন পক্ষে নিশ্চেষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তিনি যাহা বলেন [১] তাহার সত্যাসত্য বিচারে আপাতত ক্ষান্ত থাকিয়া তাঁহার উক্তিকেই প্রামাণ্য করত তৎপ্রতি তর্ক করা যাইতেছে। ধর্ম্ম-মূলক সত্য সকল, ধর্ম্মমূলক নিয়ম সকল নিঃসন্দেহই চিরকাল সমান ভাবে মনুষ্যের আত্মাতে বিরাজিত আছে, সেই সকল সত্যের হ্রাস বৃদ্ধি করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে, কিন্তু তিনি পরে বলিয়াছেন, যে এই রূপ নিশ্চেষ্ট সত্য সকল মনুষ্যের প্রকৃত উন্নতি সাধনে কখনই আনুকূল্য করিতে পারে নাই। এখন মনুষ্যের

---

১ For there is, unquestionably nothing to be found in the world which has undergone so little change, as those great dogmas of which moral systems are composed. To do good to others, to sacrifice for their benefit your own wishes; to love your neighbour as yourself, to forgive your enemies; to restrain your passions; to honour your parents; to respect those who are set over you; these and a few others are the sole essentials of all morals but they have been known for thousands of years and not one jot or tittle has been added to them by all the sermons, homilies, and text books which moralists and theelogians have been able to produce. *Buckle's History of Civilization in England Vol. I. page* 163.

প্রকৃত উন্নতি কাহাকে বলে তাহা দেখা আবশ্যক। যদ্যপি জ্ঞান-মূলক সত্য সকল ধর্ম্ম-মূলক সত্যকে ত্যাগ করিয়া মনুষ্যের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইত তাহা হইলে কি মনুষ্যের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইত, "অন্যের উপকার করা, অন্যের উপকার জন্য ত্যাগ স্বীকার করা, সকলকে আপনার ন্যায় প্রেম-ভাবে দর্শন করা, আপনার বিপক্ষকেও মার্জ্জনা করা, কামক্রোধাদি রিপুগণকে দমন করা, পিতা মাতাকে ভক্তি করা ও গুরু-জনকে মান্য করা," এই সকল সত্য যদি মনুষ্যের আত্মা হইতে তিরোহিত হয়, তাহা হইলে কেবল জ্ঞান-মূলক সত্য জ্ঞান-মূলক নিয়ম সকল দ্বারা কি মনুষ্য জাতির প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয়। এই সকল ভাব ও এই সকল নিয়ম যে অপরিবর্ত্তনীয় ও স্থির ভাবে আমাদের আত্মাতে বিরাজিত রহিয়াছে তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্তু ইহা দ্বারা যে মনুষ্যের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয় নাই, ইহা আমরা কোন রূপেই স্বীকার করিতে পারি না। মহাত্মা বকল যখন অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া, আমোদ প্রমোদ ত্যাগ করিয়া, শারীরিক সুস্থতাকে জলাঞ্জলি দিয়া, তাঁহার জ্ঞান-গর্ভ সভ্যতার পুরাবৃত্ত সংকলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন কি তিনি পরের উপকার জন্য উহা সংকলনে প্রবৃত্ত হয়েন নাই? হায়! তাঁহার ঐ আশ্চর্য্য জ্ঞান-গর্ভ গ্রন্থে তাঁহার শোচনার কথা মনে হইলে কাহার হৃদয় না দলিত হয়; কিন্তু আমাদের সেই অশ্রু-নিপাত কোন উৎস হইতে উৎসারিত হয়, জ্ঞান দ্বারা আমরা তাঁ-হার জ্ঞানের আলোক দেখিয়া আশ্চর্য্য হই, কিন্তু ধর্ম্ম-মূলক সত্যই আমাদিগকে তাঁহাকে মান্য করিতে, তাঁহার জন্য শোক করিতে হৃদয়কে আদেশ করে, ধর্ম্ম-মূলক সত্য নি-শ্চেষ্ট ভাবেই আমাদের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত রহিয়াছে? যাহারা স্থির ভাবে আমাদের উপকার করে তাহারা কি আমাদের উপ-কারক নহে, ধর্ম্ম-মূলক সত্য নিত্য কাল আমাদের হৃদয়কে নিয়োজিত করে বলিয়াই কি তাহাদের নিয়ম আমাদের পক্ষে পরম উপকারক নহে, মনুষ্য জাতির আজন্ম দুই হস্ত এবং দুই পদ; ত্রিপাদ কিম্বা চতু-র্ভুজ মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করেন নাই, এই জন্য কি উক্ত হস্ত পদাদি দ্বারা মনুষ্যের যে উপকার সাধিত হয় ও হইতেছে তাহা বৃথা হইবে, এই জন্যই কি তাহারা মনুষ্য জাতির পরম উপকারক নহে, এই জন্যই কি তাহা-দের দ্বারা ভবিষ্যতে যে সকল উন্নতি সাধিত হইবে তাহা মনুষ্যের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। ধর্ম্ম-মূলক সত্য আমাদের আত্মাতে চির-কাল সমভাবে অবস্থিতি করিয়া আমাদের পরম উপকার সাধন করিতেছে বটে, কিন্তু এই জন্য আমরা জ্ঞান-মূলক সত্য সকলকেও তুচ্ছ করিতে পারি না। ধর্ম্ম-মূলক সত্য, ধর্ম্ম-মূলক নিয়ম সকল অবিনশ্বর অক্ষরে মনুষ্যের আত্মাতে নিবেশিত আছে, জ্ঞান আপনার জ্যোতি দ্বারা সেই সকল সত্যকে অগ্নিময় অক্ষরে পৃথিবীস্থ মনুষ্যগণের নিকটে প্রতিভাত করে। সপ্তসুর আমাদের কণ্ঠেই রহিয়াছে কিন্তু মনুষ্য বিশেষ কোন ক্রিয়া দ্বারা, তাহা আকাশে নিক্ষেপ করত তাহাকে মোহিনী শক্তি প্রদান করে।

ধর্ম্ম-মূলক নিয়ম ও জ্ঞান-মূলক নিয়ম উভয়েই আমাদের পরম উপকারক, উভয়-কেই বিশেষ রূপে আলোচনা করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

আমরা অতি সঙ্কুচিত হইয়াই মহাত্মা বকলের সহিত ভিন্নমত হইয়াছি। আমাদের মতে ধর্ম্ম-মূলক-নিয়ম ও জ্ঞান-মূলক নিয়ম, ইহার মধ্যে কোনটি আমাদের উন্নতি-সাধনে অল্প বা অধিক ভাবে প্রবৃত্ত রহিয়াছে তাহার

অনুসন্ধান করা কিম্বা তন্মধ্যে তুলনা সংস্থাপন করাই যুক্তি-সিদ্ধ নহে। জ্ঞান-মূলক নিয়ম সকল ক্রমে মনুষ্যের মন হইতে মোহ-অন্ধকার দুর করিয়া, ধর্ম্ম-মূলক সত্যকেই উদ্দীপিত করে, কিন্তু ধর্ম্ম-মূলক নিয়ম, ধর্ম্ম-মূলক সত্যের অস্তিত্বই যদি না থাকিত তাহা হইলে জ্ঞান-মূলক সত্য সকল কি কর্ম্ম করিতে অধিকারী হইত? কিছুই নহে। যদ্যপি সমুদায় মহাত্মাগণের জ্ঞান-প্রদর্শিত মহা সত্য সকল এই ধর্ম্ম-মূলক নিয়মকে উদ্দীপিত না করিত যে—মনুষ্যের উপকার করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা হইলে ঐ সকল মহা সত্য, মনুষ্যের পক্ষে, বৃথা ও নিস্ফল কি না?

উক্ত মহাত্মাগণ মহা সত্যসকল আবিষ্কৃত করিয়া মনুষ্যের জ্ঞান-সমষ্টি বৃদ্ধি করিয়া, কি করিয়াছেন? মনুষ্যের পরম উপকার সাধন করিয়াছেন। যদি ঐ সকল মহাত্মাদের মনে ইহা দৃঢ় নিশ্চয় না থাকিত যে আমরা যাহা করিতেছি তদ্দ্বারা মনুষ্য জাতির পরম উপকারই সাধিত হইবে, তাহা হইলে কি তাঁহারা অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া ঐ সকল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন।

মহাত্মা বকল, আপনার তর্ক দৃঢ়ীকৃত করিবার জন্য দুইটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। কোন বিশেষ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতি, অন্য সম্প্রদায়-ভুক্ত লোকগণের বিদ্রোহাচরণ এবং পৃথিবীতে যুদ্ধ বিগ্রহের প্রাদুর্ভাব। এক্ষণে আমরা এই দুই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

মহাত্মা বকল বলেন, যে অজ্ঞ ব্যক্তির হস্তে যেকালে প্রভুত্ব নিপতিত হইয়াছে, সেই সময়েই উক্ত ব্যক্তি প্রায়ই মনুষ্যের উপকার সাধন না করিয়া প্রত্যুতঃ মহা অপকারই করিয়াছেন এবং এই কথা যে কত দুর সত্য তাহা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উপর বিদ্রোহাচরণের বৃত্তান্ত আলোচনা করিলেই স্পষ্ট প্রতীতি হয়; কেন না, যে কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-যাজক ঐ রূপ ভিন্ন বিশ্বাসস্থ লোকগণের উপর বিদ্রোহাচরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই মানসিক প্রবৃত্তি সকল অতি নির্ম্মল ও পবিত্র ছিল ও আপনাদের বিশ্বাসকে সত্য জানিয়াই ঐ রূপ বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিলেন; সুতরাং যদ্যপি তাঁহারা ধর্ম্মের বশীভুত হইয়াই ঐ সকল অনিষ্টাচরণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ধর্ম্ম-মূলক সত্যের গৌরব আর কোথায় রহিল। এই রূপ বিদ্রোহাচরণে, যে পৃথিবীর মহা অনিষ্ট ঘটিয়া গিয়াছে, ও ইহা যে প্রভুত অনর্থের মূল ইহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি এবং যে সকল ধর্ম্মযাজক, ঐ বিষম কাণ্ডে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহারা যে অন্যান্য বিষয়ে পবিত্রচরিত্র এবং আপনাদের বিশ্বাসকে সত্য জানিয়াই ঐ রূপ অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে তাহাও অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু এখানে বক্তব্য এই যে ইহা দ্বারা ধর্ম্ম-মূলক সত্যের অস্তিত্বের কিম্বা তাহার উপকারিত্বের কি ব্যাঘাত জন্মিল? ঐ রূপ বিদ্রোহাচরণ যে অতি অকর্ত্তব্য এই যে এক মহান্ সত্য এইটি আমরা কোথা হইতে পাইলাম? কোন্ জ্ঞান-মূলক সত্য হইতে এই সত্যটি উৎপন্ন হইয়াছে? ঐ রূপ বিদ্রোহাচরণ করা নিস্ফল এই জন্যই কি মনুষ্য তাহা হইতে বিরত হয়, না ঐ রূপ আচরণ অতি অন্যায় ও অতি অকর্ত্তব্য এই জন্যই মনুষ্য উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। কিন্তু তবে কি এই ধর্ম্ম-মূলক সত্য আমরাই পাইয়াছি, পূর্ব্বকালীন যাঁহারা ঐ রূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট কি এই সত্য প্রতিভাত হয় নাই? এখানে এই তর্ক উত্থাপিত হইতে পারে সন্দেহ নাই, অবশ্যই প্রতি ভাত হইয়াছিল, কিন্তু

মোহান্ধকার তাঁহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, ক্রমে জ্ঞানের প্রভাবে যত সেই মোহ দূরীকৃত হইতে লাগিল, ততই ঐ মহান্ সত্য উজ্জ্বল রূপে মনুষ্য মনে জাগরূক হইল। ইহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি যে জ্ঞান-মূলক নিয়ম সকল ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ঐ সত্যকে প্রতি ভাত করিল, এবং ঐ সকল সত্যকে প্রতিভাত করে বলিয়াই তাহারা অতি শ্রদ্ধেয় কিন্তু ঐ সকল সত্য যদি বাস্তবিক না থাকিত,তাহা হইলে জ্ঞান সহস্র বৎসর আলোচনা দ্বারাও কি উহার অকর্ত্তব্যতা স্থিরীকৃত করিতে পারিত? কথনই নহে। আমরা জ্ঞানমূলক সত্য যে মনুষ্যের উন্নতি করে তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, কিন্তু তন্নিমিত্ত ধর্ম্ম-মূলক সত্য যে মনুষ্য জাতির উন্নতি সাধনে নিশ্চেষ্ট তাহাই অস্বীকার করি; কেন না যখন ধর্ম্ম-মূলক সত্যের অস্তিত্বই স্বীকার করিতে হইল এবং যখন জ্ঞান সেই সকল ধর্ম্ম-মূলক সত্যকে লইয়াই কার্য্য করে, তখন অবশ্যই ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে ধর্ম্ম-মূলক সত্য কথনই একেবারে নিশ্চেষ্ট নহে ও তাহারা মনুষ্য-জাতির উন্নতি সাধনে অবশ্যই আনুকূল্য প্রদান করে। বোধ হয় ধর্ম্ম লইয়া ঐ রূপ বিদ্রোহাচরণ পৃথিবী হইতে তিরোহিত হইয়াছে, কিন্তু কি ভূতত্ত্ব বিদ্যা কি বার্ত্তা শাস্ত্র, কি প্রাণি তত্ত্ব, কি চিকিৎসা বিদ্যা, এই সমুদায় বিদ্যার মধ্যে পণ্ডিতগণের মত-ভেদ প্রত্যক্ষ হয় এবং মধ্যে মধ্যে বিবাদ ও বিদ্রোহাচরণ যে হয় না, এরূপও নির্দ্দেশ করা যায় না, কিন্তু ঐ রূপ বিবাদ, ও বিদ্রোহাচরণ যে অতি অকর্ত্তব্য ইহা কোন্ জ্ঞান-মূলক সত্য আবিষ্কৃত করিতেছে?

মহাত্মা বকল আর একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে "যুদ্ধ বিগ্রহের ব্যাপার বিষয়ে আমরা এখনও যাহা জানি, শত শত বৎসর পূর্ব্বেও তাহাই জানিতাম। প্রতীকার যুদ্ধই ন্যায়-সঙ্গত এবং আততায়িক যুদ্ধই অন্যায় এই যে দুই মূল তত্ত্ব, ধর্ম্ম শাস্ত্র বেত্তাগণ ইহাই আমাদিগকে শিক্ষা দিতে সমর্থ হয়েন [১]।"

আততায়িক যুদ্ধ অবশ্যই অন্যায় এবং যদ্যপি আততায়িক যুদ্ধ পৃথিবীতে না থাকে তাহা হইলে এই বিষম হত্যা-ব্যাপার ভূমণ্ডল হইতে অন্তর্হিত হয়। মহাত্মা বকল এই রূপ তর্ক করেন যে, এই যুদ্ধ ব্যাপার পৃথিবীস্থ প্রধান প্রধান সভ্য জাতি মধ্যে ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে কিন্তু ধর্ম্ম-মূলক নিয়ম সকল যে তাহার কারণ ইহা বলা যাইতে পারে না; কেন না, যখন ধর্ম্ম-যাজকেরা চিরকাল এই রূপ উপদেশ দিয়াও তাহা পৃথিবী হইতে তিরোহিত করিতে পারেন নাই, এবং ইউরোপীয় সভ্যজাতি-মধ্যে জ্ঞান-মূলক সত্য সকলের প্রকাশ হওয়ায় ক্রমে ঐ বিষম ব্যাপারের পরিবর্ত্তন ও হ্রাস দেখা যায়, তখন ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে অপরিবর্ত্তনশীল ধর্ম্ম-মূলক সত্য সকল কথনই ইহার কারণ নহে। তিনি বলেন, যে পুরাবৃত্ত পাঠে ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে যতই জ্ঞানের প্রভাব উদ্দীপিত হয় ততই জ্ঞানবান লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং সৈনিক সংগ্রাম-প্রিয় ব্যক্তিগণের সহিত ইহাদের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়া শেষোক্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা হ্রাস হয়। অসভ্য জাতি মধ্যে, যুদ্ধ বিগ্রহই, মানের চিহ্ন। সুতরাং সংগ্রামই তাহাদের গৌরবের এক মাত্র উপায় কিন্তু ক্রমে জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানবান্ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধির

১ On this head nothing is known that has not been known for many centuries. That offensive wars are unjust and that defensive wars are just are the only two principles which on this head moralists are able to teach.

সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শান্তি-মূলক কর্ম্মে মনুষ্য নিযুক্ত হইয়া, যুদ্ধ-প্রিয় ব্যক্তির সংখ্যা হ্রাস করে ও সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ মঞ্চের নিম্ন সোপান সকলে এই রূপ ভাবই দেখা যায়। ক্রমে যুদ্ধ-প্রিয় ব্যক্তির হ্রাস দেখাইয়া তিনি ইউরোপীয় জ্ঞান বিস্তারে যে রূপ এই যুদ্ধ বিগ্রহের অপ্পতা হইয়া আসিয়াছে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার মতে বারুদের ব্যবহার ও মনুষ্যের গমনাগমনে বাষ্পের ব্যবহার এবং বার্ত্তাশাস্ত্রের সত্য সকলের আবিষ্কার এই তিন উপায়কেই তিনি যুদ্ধ নিবারণের প্রধান উপায় বলিয়া গিয়াছেন এবং ফ্রান্স সম্বন্ধীয় মহাবিপ্লবের পর চত্বারিংশৎ বর্ষ ব্যাপিনী শান্তি ও তৎপরে রূষও তুর্ক এই দুই অসভ্য জাতির যুদ্ধ বিগ্রহকেই তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা বকল যদি এত দিন জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে জর্ম্মনির যুদ্ধ বিগ্রহের ব্যাপার দর্শনে তিনি তাহার কি কারণ নির্দ্দেশ করিতেন বলিতে পারি না; কিন্তু এ রূপ তর্ক উত্থাপন করা আমাদের মতে যুক্তি-বিরুদ্ধ বলিয়াই তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত হইলাম। এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, আততায়িক যুদ্ধ ব্যাপার যে অন্যায় এই যে একটি মহান্ সত্য ইহা আমরা কোথা হইতে প্রাপ্ত হইতেছি, আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম ভাব হইতে যদি আমরা এই সত্য না পাইতাম—যে স্বার্থ হেতু পরের মন্দ করা অন্যায়—তাহা হইলে, জ্ঞান-মূলক সত্য সকলের আবির্ভাবে ইহা কি কখন আমাদের হৃদ্গত হইত। জ্ঞান-মূলক সত্য সকলের আবির্ভাবে যুদ্ধ বিগ্রহের নিষ্ফলতা ও শান্তির উপকার সভ্য জাতির হৃদয়ে নিবেশিত করিয়া তাহাদিগের মধ্যে উহার হ্রাস যে ক্রমে সাধিত হইবে তৎপ্রতি আমাদের কোন সন্দেহ নাই বটে, কিন্তু পুরাবৃত্ত পাঠে আমরা এই একটি সত্য প্রাপ্ত হই যাহা মহাত্মা বকল বিশেষ রূপে আলোচনা করিয়া দেখেন নাই; তিনি কি ঐ চত্বারিংশৎ বর্ষ ব্যাপিনী মহা শান্তির সময়ে আফ্রিকাস্থ এবং আসিয়াস্থ জাতিগণের উপর ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের অত্যাচারের ও আততায়িক যুদ্ধের বিষয় দেখিয়াও দেখেন নাই? আফ্রিকাস্থ আলজীরিয়ায় এবং আসিয়াস্থ ভারত বর্ষে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। ইউরোপীয় সভ্য জাতির মধ্যে ও তাহাদিগের পণ্ডিতগণের মধ্যে ধর্ম্ম-মূলক সত্য সকলের অবমাননায় এই এক বিষম ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে, যে ইউরোপীয় সভ্য জাতি জ্ঞান-বলে বলী হইয়া পৃথিবীস্থ অন্যান্য সমুদায় দুর্ব্বল জাতির উপর মহা বিদ্রোহাচরণ উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহারা জ্ঞান দ্বারা বিবিধ উপায় সৃজন করত অন্যান্য হীন-বল মনুষ্য জাতি সকলকে পৃথিবী হইতে উৎসন্ন করিতে ব্রতী হইয়াছেন এবং যখন ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও ধর্ম্ম মূলক সত্যকে অকর্ম্মণ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তখন যে এই ব্যাপার অতি আশ্চর্য্য ইহা কি রূপে বলা যাইতে পারে। জ্ঞান-দর্পে দর্পিত হইয়া ইউরোপের মনুষ্যগণ, অন্যান্য দেশের লোকগণকে কি ভয়ানক ভাবে দেখিয়া থাকেন, কেহ কেহ ইহাদের মনুষ্য বলিতেও ঘৃণা করেন। এই রূপ বিদ্বেষ ভাব ও এই সকল হত্যাকাণ্ড কখনই জ্ঞান মূলক সত্য নিবারণ করিতে সমর্থ নহে ও হইবে না, প্রত্যুত তাহা দ্বারা এই সকল অনর্থকর ব্যাপারের বৃদ্ধিরই সম্ভাবনা। ইউরোপীয় সভ্য জাতিগণ জ্ঞান প্রচারের ছলে পর-দেশ আক্রমণের বিধিকে কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভবিষ্যতে ধর্ম্মের মহা সত্য সকলই এই বিষম কাণ্ড নিবারণের যে মূলাধার হইবে তৎপ্রতি এক প্রকার নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

যুদ্ধ বিগ্রহ এত দূর ভয়ঙ্কর ও ধর্ম্ম প্রতিরোধী কাণ্ড যে তজ্জনিত ও তাহার আনুসঙ্গিক অন্যান্য ভয়ঙ্কর ব্যাপারের উপশম জন্যই ধর্ম্ম-মূলক নিয়ম সকল ব্রতী ছিল। পূর্ব্ব কালে গ্রীস এবং রোমীয় সংগ্রামে জয়ের সঙ্গে সঙ্গে দাস সংখ্যার বৃদ্ধি হইত। যুদ্ধে পরাজিত সৈন্যগণ জেতাগণের দাস হইয়া অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিত, বাস্তবিক ঐ হতভাগ্য পুরুষগণ ক্রীত দাস স্বরূপ গণ্য হইত। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম এই ভয়ানক ব্যাপার নিবারণের প্রধান উপায়[১]। অতএব দেখা যাইতেছে যে ধর্ম্ম যাজকেরা যদ্যপিও যুদ্ধ বিগ্রহ নিবারণের জন্য ব্রতী থাকিয়া তাহা পৃথিবী হইতে একেবারে উচ্ছেদ করিতে সমর্থ হয়েন নাই বটে, কিন্তু তাহার ভীষণ উৎপাত সকল তাহাদের দ্বারা অনেকাংশে নিরাকৃত হইয়াছে! জ্ঞান-মূলক সত্য এই ব্যাপারের উপশম জন্য চেষ্টা করিলে বোধ হয় কোন কালেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। পৃথিবী হইতে যে ঐ ভয়ানক কাণ্ড একেবারে উন্মূলিত হয় নাই, তাহার অন্যান্য কারণ আছে; সেই সকল কারণের আলোচনা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু ইহা কোন্ বিবেচক ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন যে যদ্যপি লোকেরা ধর্ম্মমূলক সত্য সকল হৃদয়ঙ্গম করে, ঐ সকল সত্যকেও ধর্ম্ম-মূলক নিয়ম সকলকে পৃথিবীর কার্য্যে নিয়োগ করে, তাহা হইলে যুদ্ধ বিগ্রহ পৃথিবী হইতে একেবারে তিরোহিত হয় এবং এখানে ইহাও অসঙ্কুচিত চিত্তে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে ধর্ম্ম-মূলক সত্য সকল দ্বারা ভবিষ্যতে এই ব্যাপারের নিরাকরণ হইবে। ধর্ম্ম-মূলক সত্য ক্রমে মনুষ্যের মনে উদ্দীপিত হইতেছে, ইহার দ্বারা মহৎ কর্ম্ম সকল সাধিত হইবে সন্দেহ নাই।

এখন, মহাত্মা বকল যে ধর্ম্ম মূলক সত্যের উন্নতি হওয়া একেবারে অসম্ভব বলিয়াগিয়াছেন ইহা কত দূর সত্য তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

ধর্ম্ম-মূলক সত্যের কতকগুলিন মূল তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে কোন কালে ইহার পরিবর্ত্তন দৃষ্টিগোচর হয় না। এই সিদ্ধান্ত এত দূর সত্য যে ইহার প্রতি কেহই সন্দেহ স্থাপন করিতে পারেন না; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই সকল মূল তত্ত্ব যেমন অপরিবর্ত্তনশীল, জ্ঞান-মূলক সত্য জ্ঞান-মূলক নিয়মেরও সেই রূপ কতকগুলিন এমন মূল তত্ত্ব আছে যাহা ঐ রূপ অপরিবর্ত্তনশীল। সকল বিদ্যারই ঐরূপ কতকগুলিন এমন সত্য আছে যাহা সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তনশীল। আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তি, গণিত বিদ্যার মূল তত্ত্ব, জ্যামিতির মূল তত্ত্ব, সমুদায়ই অপরিবর্ত্তনশীল। এই সকল মূল তত্ত্বের প্রয়োগ দ্বারাই জ্ঞান-মূলক সত্যের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। সেই রূপ ধর্ম্ম-মূলক সত্যের মূল তত্ত্ব সকলেরও ঐ রূপ প্রয়োগ দেখা যায়, এবং ঐ রূপ প্রয়োগকে কি ধর্ম্মমূলক সত্যের উন্নতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না? মনুষ্যগণকে দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করা এই রূপ প্রয়োগের একটি প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। রাজ-কার্য্যের

[১] It was in this manner that the old civilization which rested on conquest and on slavery had passed into complete dissolution; the free classes being altogether demoralised, and the slave classes exposed to the most horrible cruelties. At last the spirit of Christianity moved over this chaotic society and not merely alleviated the evil that convulsed it but also reorganised it on a new basis. Page 255, Leckie's Rise and Influence of Rationalism in Eurpoe. Other influences could produce the manumission of many slaves, but Christianity alone could effect the profound change of character that rendered possible the abolition of slavery—Ibid.

শাসন প্রণালী মধ্যে এই সকল ধর্ম্ম-মূলক নিয়মের যত প্রাদুর্ভাব হইবে ততই তাহা দ্বারা পৃথিবীস্থ তাবৎ জনগণের মহা উপকার সাধিত হইতে থাকিবে।

ধর্ম্ম-মূলক সত্যের আর এক প্রকার উন্নতি পুরাবৃত্তে দৃষ্টিগোচর হয়। এককালে কোন গর্হিত কর্ম্ম সাধারণ সমাজ মধ্যে এ রূপ প্রচলিত থাকে যে ঐ রূপ গর্হিতাচারী ব্যক্তি এক কালে সমাজ মধ্যে কিছুই নিন্দনীয় হয় না। কিছু দিন পরে আবার সেই রূপ গর্হিতাচরণ জন-সমাজ মধ্যে এ রূপ নিন্দনীয় হয় যে, ঐ রূপ আচরণ প্রায়ই ভদ্র সমাজ মধ্য হইতে উন্মূলিত হয়। এই রূপ ঘটনার প্রকৃত তত্ত্ব অন্বেষণ করিতে গেলে ইহা স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে উহা বাস্তবিক ধর্ম্ম-মূলক সত্য সকল হইতে উত্থিত হইয়াছে, আমাদের সকলেরই মনে একটি মঙ্গলের আদর্শ আছে, সেই আদর্শ যদিও জ্ঞান দ্বারা আমাদের মনে ক্রমে উন্নত ও সুন্দর রূপ ধারণ করে কিন্তু তথাচ সেই মঙ্গলের আদর্শই প্রমার্জ্জিত হইয়া পরিস্ফুট অক্ষর ধারণ করে মাত্র। ঐ মঙ্গলের আদর্শই বাস্তবিক আমাদের সমুদায় ধর্ম্ম-তত্ত্বের মূল পত্তন ভূমি। অতএব যখন ঐ পত্তন-ভূমির বিস্তৃতি হয় তখন অবশ্যই ধর্ম্ম-মূলক সত্য সকলেরও বিস্তৃতি ও উন্নতি হয় বলিতে হইবে। এই স্থানে লেকি নামক গ্রন্থকার তাঁহার জ্ঞান-ভাবের উত্থাপন ও অধিকার বিষয়ক পুস্তকে যে রূপ বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম[১]।

এই নিমিত্ত আমরা জ্ঞান-মূলক সত্য সকলকেও অনাদর করিতে প্রবৃত্ত নহি, জ্ঞান-মূলক সত্য সকল দ্বারা মনুষ্য জাতির অনেক উপকার সাধিত হইয়াছে। জ্ঞান-মূলক সত্য সকল ধর্ম্মের পথকে পরিষ্কৃত করিতেছে, মনুষ্যের অবস্থাকে উন্নত করিতেছে, জ্ঞান ও ধর্ম্ম-মূলক সত্য সকল উভয়ই মনুষ্য জাতির পরম হিত সাধনে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, উভয়ই আমাদিগের পক্ষে অতি শ্রদ্ধেয়, আমরা যেমন ইহা স্বীকার করিতে পারি না যে ধর্ম্ম-মূলক সত্য সকল নিশ্চেষ্ট, ইহা দ্বারা মনুষ্য জাতির কোন উন্নতিই সাধিত হয় নাই, সেই রূপ ইহাও স্বীকার করিতে পারিনা যে জ্ঞান-মূলক সত্য সকল অনাবশ্যক। বাস্তবিক ইহার মধ্যে কাহারো প্রতি বীতস্পৃহ হওয়া মনুষ্যের উচিত নহে। জ্ঞান-মূলক সত্য দ্বারা ধর্ম্ম-মূলক সত্যের ধর্ম্ম মূলক নিয়মেরও অনেক উপকার

১ "I have examined several important intellectual agencies which have effected intellectual changes, but I have as yet altogether omitted the laws of moral development. In endeavouring to supply this omission, we are at first met by a school, which admits, indeed, that the true essence of all religion is moral, but at the same time, denies that there can be in this respect any principle of progress. Nothing it is said is so immutable as morals. The difference between right and wrong was always known and on this subject our conceptions can never be enlarged. But if in the term used moral be included not simply, the broad difference between acts, which are positively virtuous, and those which are positively vicious, but also the prevailing ideal or standard of excellence it is quite certain that morals exhibit as constant a progress as intellect, and it is probable that this progress has exercised as important an influence upon Society * * * * * * *. Thus, the pursuit of virtue for it's own sake is undoubtedly a higher excellence than the pursuit of virtue for the sake of attaining reward or avoiding punishment; yet the notion of disinterested virtue belongs almost exclusively to the higher ranks, of the most civilized ages, and exactly in proportion as we descend the intellectual scale it is necessary to elaborate, the system of reward or punishment.

সাধিত হইয়াছে, পৃথিবীর পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় কিন্তু সেই সকল দৃষ্টান্ত এখানে সংকলন না করিয়া কেবল একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল।

জৈনমত।

জৈনেরা কালকে দুই ভাগে বিভক্ত করে। তন্মধ্যে প্রথমটির নাম উৎসর্পিণী দ্বিতীয়টির নাম অবসর্পিণী। এক একটি কাল লক্ষ কোটি বৎসর ব্যাপিয়া থাকে। এই উৎসর্পিণী ছয় ভাগে বিভক্ত—সুখ, সুখসুখ, সুখদুঃখ, দুঃখসুখ, দুঃখ ও অতি দুঃখ। দ্বিতীয় কাল অবসর্পিণীও আবার ছয় ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে—অতি দুঃখ, সুখদুঃখ, দুঃখসুখ, দুঃখদুঃখ, ও সুখসুখ। মনুষ্যেরা যে সমস্ত স্থানে আছে তথায় যেমন চন্দ্রের এক বার হ্রাস ও এক বার বৃদ্ধি দেখা যায়, যেমন কৃষ্ণ ও শুক্ল এই দুইটি পক্ষ পর্য্যায় ক্রমে গমনাগমন করে, সেই রূপ এই দুইটি কাল বারংবার গতায়াত করিতেছে। মনুষ্যেরা যে সমস্ত স্থানে বাস করে তৎসমুদায়ের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ এক শত সপ্ততি। তন্মধ্যে দশটি স্থান পাঁচ জন ভরত ও পাঁচটি ঐরাবতের নামে বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ত্রিলোকশতক গ্রন্থে এই সমস্ত স্থানের বিস্তীর্ণ বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রথম, সুখকাল চার শত কোটি বৎসর থাকে। এই সময়ে মনুষ্যেরা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দশটি কল্প বৃক্ষের ফল ভোগ করিয়া থাকে। এই দশটি বৃক্ষের নাম ভোজনাঙ্গ, বস্ত্রাঙ্গ, ভূষণাঙ্গ, মাল্যাঙ্গ, গৃহাঙ্গ, রক্ষণাঙ্গ, তূর্য্যাঙ্গ ও ভাজনাঙ্গ ইত্যাদি। মনুষ্যেরা এই সমস্ত কল্প বৃক্ষ দ্বারা পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। অত্যাচার নাই; সুতরাং তৎকালে রাজারও আবশ্যকতা ছিল না। মনুষ্যেরা সকলেই সুখী ও সন্তুষ্ট থাকিত। তাৎকালিক মনুষ্যদিগের নাম উত্তম-ভূমি-প্রবর্ত্তক ছিল।

দ্বিতীয় সুখ সুখ কাল তিন শত কোটি বৎসর থাকে। সুখ কালে যে রূপ কল্প-বৃক্ষের দান প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যাইত এ সময়ে তদপেক্ষা কিছু ন্যূন। এবং এ সময়ে মনুষ্যের বল বীর্য্য ও দীর্ঘজীবিতা তাদৃশ ছিল না। ইহাদিগের নাম মধ্যম-ভূমি-প্রবর্ত্তক ছিল।

তৃতীয় সুখদুঃখ কাল। এই কাল দুই শত কোটি বৎসর থাকে। এই সময়ে কল্প বৃক্ষ যৎসামান্য রূপ ফল প্রসব করিত। মনুষ্যেরা অল্পায়ু ও দুর্ব্বল ছিল এবং তাহাদিগের সুখ ও সন্তোষ অল্প পরিমাণেই লাভ হইত। এই সময়ে মনুষ্যদিগের নাম জঘন্য-ভোগ-প্রবর্ত্তক ছিল। এই তিন কালের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে চতুর্দ্দশ মনু উৎপন্ন হন। ইহাঁদিগের নাম প্রতিশ্রুতি, সম্মতি, ক্ষেমঙ্কর, ক্ষেমন্ধর, শ্রীমানকর, শ্রীমানধর, বিমলবাহন, চক্ষুষ্মান, যশস্বী, অভিচন্দ্র, চান্দ্রব, মরুদেব, প্রসন্নজিৎ, ও নাভিরাজ। এই শেষ মনু নাভিরাজ মরুদেবীকে বিবাহ করিয়া বৃষভনাথ তীর্থঙ্কর নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন।

চতুর্থ দুঃখসুখ কাল। এই সময় অতি অল্প পরিমিত বৎসরই থাকে। কল্প বৃক্ষ এই কালে আর কিছুই প্রদান করে না। এই দুঃখ সুখ সময়ে কল্প বৃক্ষের তিরোভাব নিবন্ধন বোধ হইয়াছিল যেন মনুষ্যজাতি এক কালে উৎসন্ন হইয়া গেল। এই সময়ে চতুর্দ্দশ মনু অযোধ্যাধিপতি

নাভিরাজের বৃষভ নাথ তীর্থঙ্কর নামে পুত্র ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন। ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর মনুষ্যেরা ইতস্তত বিচেষ্টমান হইতেছিল, এই বৃষভনাথ তাহাদিগের দুঃখ মোচন করেন। তিনি স্বয়ং উপদেশ দ্বারা তাহাদিগের সদসৎ জ্ঞান সম্ভব ও অসম্ভব জ্ঞান এবং পৃথিবী ও স্বর্গে সুখী হইবার উপায় জ্ঞান প্রদান করিয়া ছিলেন এবং তিনিই মনুষ্য জাতির ধর্ম্ম কার্য্য সমুদায়ের নিয়ম-বদ্ধ করিয়া তাহাদিগের জীবন যাপনের সুবিধা সম্পাদনের নিমিত্ত অসি, মশী ও কৃষি এই তিনটি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। এই রূপ সমস্ত বিষয় সুপ্রণালীবদ্ধ করাতে বৃষভ নাথ সকল মনুষ্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আধিপত্য লাভ করিবার পর তিনি প্রথমানুযোগ, কর্ম্মানুযোগ, চরণানুযোগ ও দ্রব্যানুযোগ এই কএক খানি গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। বৃষভনাথ তীর্থঙ্কর এই প্রকারে জৈনদিগের মধ্যে গ্রন্থ প্রণয়ন ও উপদেশ দ্বারা ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণকে এই গ্রন্থের অভিমত কার্য্যানুষ্ঠানের ভারার্পণ করেন। এই সকল গ্রন্থের ভাষা সাধারণের বোধগম্য হইত না এই কারণে ব্রাহ্মণেরা তাহার ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণের বোধ-সুলভ করিয়া দিতেন এবং অনেকানেক ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদও প্রচলিত করেন। এই সকল গ্রন্থ ভিন্ন বৃষভনাথ লোকের উপকারার্থ অনেক বিজ্ঞান গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

যখন এই রূপে বৃষভনাথ তীর্থঙ্কর লোকের উপকার সাধনে দীক্ষিত হইলেন, যখন নানা প্রকারে লোকের প্রকৃত উপকার হইতে লাগিল, তখন সাধারণে তাঁহাকে ঈশ্বরের অনুরূপ বলিয়া স্থির করিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভক্তেরা জৈনেশ্বর নামে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া উহার প্রতি যথোচিত ভক্তি প্রদর্শন করিত।

বৃষভনাথ তীর্থঙ্কর দুইটি স্ত্রী রাখিয়া লোকান্তরিত হন। ঐ দুইটি স্ত্রীর মধ্যে প্রথমার নাম আশাস্বতী দ্বিতীয়ার নাম সুনন্দা দেবী। আশাস্বতীর গর্ভে ভরত চক্রবর্ত্তী নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন, এবং সুনন্দার গর্ভে গোমতেশ্বর স্বামী উৎপন্ন হন। এই দুই ভ্রাতার মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভরত চক্রবর্ত্তী এই পৃথিবীর ছয় ভাগ শাসন করেন এবং তাঁহার নামেই ঐ ছয় ভাগ ভারত ক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ হয়। তদবধি অদ্যাপি উহার ঐ নামই চলিয়া আসিতেছে। অযোধ্যা এই ভরত চক্রবর্ত্তীর রাজধানী ছিল। তিনি বহু দিবস এই রাজ্য ভার স্বহস্তে বহন করিয়া পরিশেষে আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমুদেশ্বর স্বামীকে অর্পণ করেন। তৎপরে তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধ্যান যোগে মোক্ষ লাভ করিয়াছিলেন।

গোমতেশ্বর স্বামী ভ্রাতৃদত্ত রাজ্য কিছু কাল পালন করিয়াছিলেন। পদ্মনাভ পুর তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার রাজ্যকালে প্রজারা পরম সুখে কালাতিপাত করিয়াছিল। তিনি নানা প্রকারে প্রজাদিগের উন্নতি চেষ্টা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রজারা তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি পূজা করিত। জৈনেরা ভূত ভবিষৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কাল মধ্যে প্রত্যেক কালে চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের আবির্ভাব স্বীকার করিয়া থাকে। কিন্তু ইহারা বর্ত্তমান অপেক্ষা অতীত কালের তীর্থঙ্করদিগকে বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে। পূর্ব্বতন তীর্থঙ্করেরা ভবিষ্যদ্বাদী ছিলেন। তাঁহারা সাধারণের গোচরার্থ ভাবী তীর্থঙ্করদিগের নামোল্লেখ করিয়া যান।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক।

অনুষ্ঠান-পদ্ধতি .. .. ॥০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে) .. ॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম খণ্ড (টীকা ও বাঙ্গলা তাৎপর্য্য সহিত) .. .. .. ॥০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত) .. ।০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম .. .. .. ।০
ঐ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড ৵০
ঐ ঐ তাৎপর্য্য সহিত .. ॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস .. .. ॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ ॥০
ঐ ঐ দ্বিতীয় প্রকরণ ॥০
মাঘোৎসব ১
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা .... ।৵০
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ ... ॥০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা .. .. ।৵০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা .. .. ॥০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা .. ।৵০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা ⁄০
ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ ১।২।৩।৪।৫। সংখ্যা একত্র বাঁধান .. ।০
তত্ত্ববিদ্যা তিন খণ্ড একত্র বাঁধান .. ১॥০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা—প্রথম ভাগ .. ১
ঐ দ্বিতীয় ভাগ ১
আত্মোৎকর্ষ বিধান .. .. ১।৵০
তত্ত্বপ্রকাশ ᐟ০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা ᐟ০
ব্রহ্মোপাসনা .. .. ⁄০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি .. .. .. ⁄০
ব্রহ্ম-স্তোত্র .. .. ⁄১০
আত্মতত্ত্ববিদ্যা .. ..)০
ধর্ম্ম-শিক্ষা ৵০
পৌত্তলিক প্রবোধ .. .. .. ।০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষদ দেবনাগর অক্ষরে ৵০
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায় ৵০
ত্রিসন্ধ্যাস্তোত্র ৵০
ধর্ম্ম চর্চ্চা .. .. ।০
প্রবচন সংগ্রহ .. .. ⁄১০
প্রার্থনা এবং সঙ্গীত .. .. ⁄০
ব্রহ্ম-সঙ্গীত .. .. .. ।০
সংগীত মুক্তাবলী .. .. .. ।০
সুভাব সঙ্গীত .. .. ।০
প্রশ্ন মঞ্জরী .. .. ॥০
উদ্বোধনাঞ্জলি .. .. ⁄০
গৃহ কর্ম্ম ᐟ০
স্তোত্রমালা .. .. ।০
ধর্ম্ম দীক্ষা .. .. ⁄০
ধর্ম্মপ্রচারিণী পত্রিকা ১৭৮৭ শকের একত্র বাঁধান ৸০
ঐ ঐ ১৭৮৬।৮৭ শকের ১॥০
ঐ ঐ ১৭৮৮ শকের .. ৸০
দীপ্ত-শিরার অভিষেক ... . (১০
ব্রহ্মসাধন .. .. ⁄১০
ব্রাহ্মব্যবহার .. .. ⁄০
দুর্গোৎসব ... . ⁄০
বর্ণমালা—প্রথম সংখ্যা .. .. (১০
ঐ দ্বিতীয় সংখ্যা .. .. .. ⁄০
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা—১৭৬৯। ৭১। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। ৮০। ৮২। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। ৮৮। ৮৯। শকের একত্রবাঁধান প্রতি শকের প্রতি খণ্ডের মূল্য .... ৫ টাকা

	Rs.	As.
Defence of Brahmoism and the Brahmo Soaj		4
Selections from Vaidanta		2
Hindoo Theism.		1
Theists Prayer Book		1
Signs of the Times		1
Vaidantic Doctrines Vindicated ..		2
Doctrine of Christian Ressurrection		2
Lectures on Patholgy of Fever....................	1	4

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৫। কলিগতাব্দ ৪৯৬৯। ২৭ অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

সপ্তম কল্প
দ্বিতীয় ভাগ।
পৌষ ১৭৯০ শক।

৩০৫ সংখ্যা   ব্রাহ্মসম্বৎ ৩৯

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

ঊনচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ শনিবার ঊনচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

১ মাঘ অবধি ১০ মাঘ পর্য্যন্ত বুধবার ভিন্ন প্রতিদিবস ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের পাঠ ও ব্যাখ্যা হইবে।

১১ মাঘ শনিবার প্রাতঃকালে ৮ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং সায়ংকালে ৭ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজ
কলিকাতা ১৭৯০ শক। } শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য পঞ্চদশানুবাকে দ্বিতীয়ং সূক্তং।

কুৎস ঋষিঃ ত্রিষ্টুপছন্দঃ অগ্নির্দেবতা।

১১১৬

৬। উভে ভদ্রে জোষয়েতে ন মেনে গাবো ন বাশ্রা উপতস্থুরেবৈঃ। স দক্ষাণাং দক্ষপতি র্বভূবাঞ্জন্তি যং দক্ষিণতো হবির্ভিঃ।

৬। 'উভে' অহশ্চ রাত্রিশ্চ যদ্বা উভে দ্যাবা পৃথিব্যৌ অরণী বা 'ভদ্রে' ভজনীয়ে শোভনাঙ্গ্যৌ 'মেনে' স্ত্রিয়ৌ 'জোষয়েতে ন' সেবেতে ইব। যথা শোভনে স্ত্রিয়ৌ চামর-হস্তে রাজানমুভয়তঃ সেবেতে এবং দ্যাবাপৃথিব্যাবেন-মগ্নিমুভয়তঃ সেবেতে ইত্যর্থঃ। অপিচ 'বাশ্রা' হম্ভা রবং কুর্ব্বত্যঃ 'গাবঃ' 'ন' গাবো যথা 'এবৈঃ' স্বকীয়ৈশ্চরিতৈঃ

আদরাতিশয়েন স্বকীয়ান্ বৎসান্ 'উপতস্থুঃ' সংগচ্ছন্তে তথা ইমমগ্নিং দ্যাবাপৃথিব্যাবুপস্থিতে ভবতঃ। পূর্ব্বং সেবন মাত্রমুক্তং ইদানীং পুনর্গোনিদর্শনেন তত্রৈবাদরাতিশয়ো দ্যোত্যতে। অতঃ 'সঃ' অগ্নিঃ 'দক্ষাণাং' সর্ব্বেষাং বলানাং দক্ষপতিঃ 'বলাধিপতিঃ' বভূব ইত্যর্থঃ 'যং' অগ্নিং 'দক্ষিণতঃ' আহবনীয়স্য দক্ষিণভাগেঽবস্থিতাঃ ঋত্বিজঃ 'হবির্ভিঃ' চরুপুরোডাশাদিভিঃ 'অঞ্জন্তি' আর্দ্রীকুর্ব্বন্তি তর্পয়ন্তি সোঽগ্নিরিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ।

৬। দিবা রাত্রি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নারীর ন্যায় এই অগ্নিকে সেবা করিয়া থাকে এবং ধেনুগণ যেমন হম্বারব করিয়া আদর সহকারে বৎসের সহিত সমাগত হয় সেই রূপ দিবা রাত্রি এই অগ্নির সহিত সমাগত হইয়া থাকে। এই অগ্নি সকল বলের অধিপতি। ঋত্বিকেরা দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত হইয়া হবি দ্বারা এই অগ্নির তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকেন।

১১১৭

৭। উদ্যংযমীতি সবিতেব বাহূ উভে সিচৌ যততে ভীম ঋঞ্জন্। উচ্ছুক্রমৎকমজতে সিমস্মান্নবা মাতৃভ্যো বসনা জহাতি।

৭। 'সবিতেব' সর্ব্বস্য প্রেরক আদিত্যঃ যথা 'বাহূ' বাহুস্থানীয়ান্ রশ্মীন উদ্গময়তি তথাঽয়ং ঔষসঃ অগ্নিঃ স্বকীয়ানি তেজাংসি 'উদ্যংযমীতি' ভৃশং উদ্যতানি ঊর্দ্ধাভিমুখানি করোতি। তদনন্তরং 'ভীমঃ' সর্ব্বেষাং ভয়ঙ্করঃ অগ্নিঃ 'উভে সিচৌ' উভে দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'ঋঞ্জন্' প্রসাধয়ন স্বতেজসালংকুর্ব্বন্ 'যততে' স্বব্যাপারে প্রযতত্তে। তদনন্তরং 'সিমস্মাৎ' সর্ব্বস্মাৎ ভূতজাতাৎ 'শুক্রং' দীপ্তং 'অৎকং' সারভূতং রসং 'উদজতে' ঊর্দ্ধং রশ্মিভিঃ আদত্তে। অপিচ 'মাতৃভ্যঃ' স্বমাতৃস্থানীয়েভ্যঃ বৃষ্ট্যুদকেভ্যঃ সকাশাৎ 'নবা' নবানি প্রত্যগ্রাণি 'বসনা' সর্ব্বস্য জগতঃ আচ্ছাদকানি তেজাংসি 'জহাতি' উদ্গময়তি।

৭। আদিত্য যেমন রশ্মিজাল ঊর্দ্ধগত করিয়া থাকেন, সেই রূপ অগ্নি স্বীয় তেজ সকল ঊর্দ্ধগামী করেন। এই সর্ব্বভূত-ভয়াবহ অগ্নি ভূলোক ও দ্যুলোক অলঙ্কৃত করিয়া স্বকার্য্যে যত্নশীল হইয়া থাকেন। ইনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সমূহ হইতে দীপ্ত রস গ্রহণ করেন এবং মাতৃস্থানীয় বৃষ্টি জল হইতে সকলের আবরক নূতন তেজ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

১১১৮

৮। ত্বেষং রূপং কৃণুত উত্তরং যৎসংপৃঞ্চানঃ সদনে গোভির্দ্ভিঃ। কবির্বুধ্নং পরি মর্মৃজ্যতে ধীঃ সা দেবতাতা সমিতির্বভূব।

৮। 'সদনে' অন্তরিক্ষে 'গোভিঃ' গন্ত্রীভিঃ অদ্ভিঃ মেঘস্থাভিঃ সহ 'সংপৃঞ্চানঃ' বৈদ্যুতরূপেণ সংযুক্তঃ সন্ 'ত্বেষং' দীপ্তং সর্ব্বৈঃ দ্রষ্টুমশক্যং 'উত্তরং' উৎকৃষ্টতরং 'রূপং' বৈদ্যুতং প্রকাশং 'যৎ' যদা 'কৃণুতে' করোতি। তদানীং 'কবিঃ' ক্রান্তদর্শী 'ধীঃ' সর্ব্বেষাং ধারকঃ সোঽগ্নিঃ 'বুধ্নং' সর্ব্বস্য উদকস্য মূলং মূলভূতং অন্তরিক্ষং 'পরিমর্মৃজ্যতে' পরিতঃ মার্ষ্টি স্বতেজসাচ্ছাদয়তি তস্য অগ্নেঃ 'সা দেবতাতা' দেবেন দেবনশীলেন অগ্নিনা তত্তা বিস্তারিতা দীপ্তিঃ অস্মাভিঃ স্তুতা সতী 'সমিতিঃ বভূব' তেজসাং সংহতির্ভবতি।

৮। যখন অগ্নি অন্তরিক্ষে জলের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া প্রদীপ্ত উৎকৃষ্টতর রূপ প্রকাশ করেন, তখন সেই কবি সকলের ধারক অগ্নি জলের মূলভূত অন্তরিক্ষকে আপনার তেজে আচ্ছাদিত করিয়া থাকেন। সেই অগ্নির সেই বিস্তারিত দীপ্তি আমাদিগের স্তোত্র দ্বারা রাশীভূত হয়।

১১১৯

৯। উরু তে জ্রয়ঃ পর্যেতি বুধ্নং বিরোচমানং মহিষস্য ধাম। বিশ্বেভিরগ্নে স্বযশোভিরিদ্ধোঽদব্ধেভিঃ পায়ুভিঃ পাহ্যস্মান্।

৯। 'মহিষস্য' মহতঃ 'তে' তব 'জ্রয়ঃ' রাক্ষসাদীনাং অভিভাবুকং 'বিরোচমানং' বিশেষেণ দীপ্যমানং 'উরু' বিস্তীর্ণং 'ধাম' তেজঃ 'বুধ্নং' অপাং মূলভূতং অন্তরিক্ষং 'পর্য্যেতি' পরিতঃ ব্যাপ্নোতি। হে 'অগ্নে' 'ইদ্ধঃ' অস্মাভিঃ প্রজ্বলিতঃ সন 'বিশ্বেভিঃ' সর্ব্বৈঃ স্বযশোভিঃ স্বকীয়ৈঃ আত্মীয়ৈঃ তেজোভিঃ 'অস্মান' পাহি' রক্ষ। কীদৃশৈঃ 'অদব্ধেভিঃ' রাক্ষসাদিভিঃ অহিংসিতৈঃ 'পায়ুভিঃ' পালনশক্তৈঃ।

৯। হে অগ্নি! তুমি অতি মহান্, তোমার অভিভবনশীল তেজ অন্তরিক্ষে ব্যাপ্ত হইতেছে। তুমি আমাদিগের দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া আপনার সমস্ত তেজ দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর। তোমার ঐ তেজ অন্যে নষ্ট করিতে পারে না এবং উহা সকলকে পালন করিতে পারে।

১১২০

১০। ধন্বন্নৎস্রোতঃ কৃণুতে গাতুমূর্মিং শুক্রৈরূর্মিভিরভিনক্ষতি ক্ষাং। বিশ্বা সনানি জঠরেষু ধত্তেঽন্তর্নবাসু চরতি প্রসূষু।

১০ 'ধন্বন্' নভসি 'গাতুং' গমনশীলং 'ঊর্মিং' উদকসঙ্ঘং অযং অগ্নিঃ 'স্রোতঃ' কৃণুতে' স্রোতসা প্রবাহরূপেণ যুক্তং করোতি। 'শুক্রৈঃ' নির্ম্মলৈঃ 'ঊর্মিভিঃ' জলসঙ্ঘৈঃ 'ক্ষাং' ভূমিং 'অভিনক্ষতি' অভিব্যাপ্নোতি। স্বতেজোভিঃ অন্তরিক্ষে জলসঙ্ঘমুৎপাদ্য তেন সর্ব্বাং ভূমি মভিবর্ষতি ইত্যর্থঃ। পশ্চাৎ 'বিশ্বা' সর্ব্বাণি 'সনানি' অন্ননামৈতৎ সর্ব্বাণি অন্নানি 'জঠরেষু' 'ধত্তে' অবস্থাপয়তি। তদর্থং 'নবাসু' বৃষ্ট্যনন্তরমুৎপন্নাসু 'প্রসূষু' সর্ব্বেষাং অন্নানাং প্রসবিত্রীষু ওষধীষু পাকার্থং 'অন্তঃ চরতি' মধ্যে বর্ত্ততে।

১০। আকাশে গমনশীল জলসমূহকে এই অগ্নি প্রবাহরূপে যুক্ত করিয়া থাকেন। ইনি নির্ম্মল জল সমূহ দ্বারা ভূমিকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকেন। তৎপরে সমস্ত অন্নকে জঠর মধ্যে অবস্থাপিত করেন এবং নূতন ওষধির মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন।

১১২১

১১। এবা নো অগ্নে সমিধা বৃধানো রেবৎপাবক শ্রবসে বিভাহি। তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ। ১। ৭। ২।

১১। হে 'পাবক' শোধক অগ্নে 'সমিধা' অস্মাভির্দত্তেন সমিদাদি দ্রব্যেন 'এবা' এবং উক্ত প্রকারেণ 'বৃধানঃ' বর্দ্ধমানঃ সন্ 'রেবৎ' রয়িমতে ধনযুক্তায 'নঃ' অস্মাকং 'শ্রবসে' অন্নায 'বিভাহি' বিশেষেণ দীপ্যস্ব অস্মাকং তাদৃশং অন্নং প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ। 'নঃ' অস্মাকং 'তৎ' অন্নং মিত্রাদয়ঃ 'মামহন্তাং' পূজযন্তাং রক্ষন্ত্বিত্যর্থঃ। উতশব্দঃ সমুচ্চয়ে। 'পৃথিবী চ দ্যৌশ্চ' ইত্যর্থঃ। ১। ৭। ২।

১১। হে পাবক! তুমি আমাদিগের প্রদত্ত সমিধাদি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া আমাদিগের ধন ও অন্নের নিমিত্ত দীপ্ত হও। মিত্র বরুণ অদিতি সিন্ধু পৃথিবী ও স্বর্গ আমাদিগের সেই অন্ন রক্ষা করুন। ১।৭।২।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

১৭৯০ শক ৩ পৌষ বুধবার।

ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের কএকটি সম্বন্ধ আছে। প্রথম সম্বন্ধটি এই—তিনি আমাদিগের স্রষ্টা ও পাতা, আমরা তাঁহার সৃষ্ট ও আশ্রিত। আমরা কিছুদিন পূর্ব্বে এই জগতে ছিলাম না এবং এই দৃশ্যমান জগতও আমাদিগের আরও পূর্ব্বে ছিল না। এই সৃষ্টি শক্তি ঈশ্বরেতে অব্যক্তভাবে বিদ্যমান ছিল। পরে তিনি এই জগৎ ও আমাদিগকে সৃষ্টি করিলেন। তিনি যে কেবল আমাদিগের এই জড় পিণ্ড দেহ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা নহে; ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের আত্মা ও আত্মার বৃত্তি সকলও সৃষ্টি করিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত বলিলেই যে বাক্যের পরিসমাপ্তি হইল তাহাও নহে, প্রত্যুত চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত বস্তু দ্বারা আমরা নিরন্তর পরিবেষ্টিত আছি. আমাদিগের শারীরিক মানসিক ও সামাজিক যে সকল অবস্থান্তর উপস্থিত হইতেছে তৎ সমুদায়ই তাঁহা দ্বারা সৃষ্ট বিধৃত ও তাঁহারই মঙ্গল ভাবে চালিত হইয়া আমাদিগের নানা প্রকার শুভ সাধন করিতেছে।

ঈশ্বর আপনার পূর্ণভাবে আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হইয়াছেন। তাঁহার সেই পূর্ণতা আমাদিগের মনের অগম্য ও অনুভব শক্তির অতীত। তাঁহাতে পূর্ণ শক্তি পূর্ণ জ্ঞান

পূর্ণ দয়া ও পূর্ণ প্রীতি বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি যে স্বয়ং এই সমস্ত পূর্ণতার আধার হইয়া আপনার আনন্দে আপনি বিরাজ করিতেছেন, তাহা নহে, যেমন সমুদ্রের জল উচ্ছ্বসিত হইলে তাহা নানা প্রকার পথে প্রবাহিত হয়, সেই রূপ তাঁহার সেই পূর্ণ শক্তি জ্ঞান দয়া ও প্রীতি বিবিধ প্রকারে আমাদিগের সুখের আয়োজন করিবার নিমিত্ত অজস্র ধারে নিঃসৃত হইতেছে। বাহ্য জগতে যেমন সূর্য্যের কিরণ প্রতিফলিত হইয়া সমস্ত বস্তু আমাদিগের নিকট অভিব্যক্ত করিতেছে, সেই রূপ তাঁহারই মঙ্গল ভাব প্রতিফলিত হইয়া মঙ্গলময় বিষয় সকল উদ্ভাবিত করিয়া দিতেছে। ঈশ্বরের সহিত আমাদিগের যে এই সম্বন্ধ ইহা অনুধাবন করিলে তাঁহার প্রতি কি পবিত্র প্রীতির উদয় হয়। কি গূঢ় গভীর নির্ভরের ভাবই উপস্থিত হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধের নাম পিতৃত্ব সম্বন্ধ।

দ্বিতীয় সম্বন্ধ এই—ঈশ্বরের শক্তি ও জ্ঞান তাঁহার পূর্ণ করুণার অনুগত হইয়া আমাদিগের নানাবিধ মঙ্গল ও সুখ বিতরণ করিতেছে। এই বিষয়ে আমরা এক এক বার মনে করি যেন, তাঁহার জ্ঞান ও শক্তি কেবল আমাদিগের জাতিরই জন্য; আবার প্রত্যেক ব্যক্তি এই রূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন যে জগতের মধ্যে আমিই এক মাত্র ব্যক্তি কেবল আমারই জন্য ঈশ্বর মঙ্গলপ্রস্রবণ স্বরূপ হইয়া আমার অভাব কাল অনুসন্ধান করিতেছেন। যাঁহারা আপনার মস্তকে ঈশ্বরের হস্ত বিন্যস্ত দেখিতে পান, এই রূপ চিন্তা যে তাঁহাদিগের মনোমধ্যে উদিত হইবে ইহা নিতান্ত অদ্ভুত নহে। তাঁহারা সমাধিবলে কেবল আপনাকে ও ঈশ্বরকে দেখিতে পান। যাহাই হউক, ঈশ্বর যে প্রতি নিমেষে আমাদিগের প্রত্যেকের প্রতি করুণা-বিন্দু বর্ষণ করিতেছেন ইহাতে তাঁহার কিছু মাত্র বাধ্যতা নাই। তিনি যেমন স্বাধীন ভাবে আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই স্বাধীন ভাবে আমাদিগের মঙ্গলও উদ্ভাবন করিতেছেন। এই দুই বিষয়ে কেহ তাঁহাকে বাধ্য ও অনুরুদ্ধ করে নাই; তথাচ কি আশ্চর্য্য, তাঁহার করুণার পার নাই দয়ার আর বিরাম নাই। কার্য্যকারিত্ব ও ঔদাসীন্য তাঁহারই আয়ত্ত; তথাচ কি বিচিত্র, যে তিনি এক পলও আমাদিগকে বিস্মৃত নহেন। নির্জ্জনে এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিলে তাঁহার প্রতি কি পর্য্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা জন্মে। ঈশ্বরের সহিত আমাদিগের যে এই সম্বন্ধ ইহার নাম পাতৃত্ব সম্বন্ধ।

এই দুই সম্বন্ধ নিবন্ধন আমাদিগের উপর ঈশ্বরের যত দূর স্বত্ব থাকিতে পারে তাহা আছে। আমরা কেবল "তাঁহারই" এই বলিলে তাঁহাতে স্বত্বের ভাব যে পর্য্যন্ত বুঝায় তাহা তাঁহাতে রহিয়াছে। আমরা কেবল যে আমাদিগের নহি ইহা নহে প্রত্যুত যে সমস্ত বস্তু আপাতত আমাদিগের বলিয়া বোধ হইতেছে তাহাও আমাদিগের নহে। আমরা অবশ্যই স্বাধীন কিন্তু সে স্বাধীনতা কি না তাঁহার অধীনতা, সুতরাং আমাদিগের স্বাধীনতা আমাদিগের আয়ত্ত নহে। ঈশ্বর চাহেন তাঁহার যাহা ইচ্ছা আমরা তাহার অবিকল অনুবাদ করি। আমাদিগের বৃত্তি সকলও আমাদিগের স্বাধীন [illegible] তিনি চাহেন যে আমরা তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে স্ব স্ব বৃত্তি পরিচালনা করি। এইটি যে কেবল তাঁহার ইচ্ছা মাত্র তাহা নহে, কার্য্যতও তিনি ইহাই করিতেছেন। তিনি আমাদিগের ইচ্ছায় নিরপেক্ষ থাকিয়া কি ভূলোক কি দ্যুলোক যে খানে যত জীব আছে, সকলেরই নিকট আপনারই ইচ্ছা প্রবল রাখিয়াছেন। সর্ব্বত্র তাঁহারই ইচ্ছা অপ্র-

তিহত-প্রভাবে সিদ্ধ হইতেছে। তিনি স্বেচ্ছানুরূপ আমাদিগের নিকট কার্য্য লইতেছেন, সকল কার্য্য তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতেছেন, আবশ্যকমত দণ্ড ও পুরস্কার দিতেছেন, কিন্তু তাঁহার কার্য্যে বাক্যস্ফূর্ত্তি করিবার আমাদিগের কোন অধিকার নাই। তিনি সকলের রাজাধিরাজ মহারাজ, তিনি আপনার ভাবেই আপনি কার্য্য করিতেছেন; আর আমরা তাঁহার প্রজা, আমরা তাঁহার আদেশের মুখাপেক্ষা করিয়া তাঁহার নিকট কেবল বশ্য ভাবই প্রদর্শন করিতেছি ও করিব। হে ঈশ্বরের নিরীহ ভৃত্য! ঈশ্বরের সহিত এই সম্বন্ধ কি পবিত্র, নির্জ্জনে এক বার চিন্তা করিয়া দেখ দেখি মনোমধ্যে কি আনন্দ হইবে!

আমাদিগের উপর ঈশ্বরের এই স্বত্ব ও ঈশ্বরের নিকট আমাদিগের এই বশ্যতা ইহা হইতে দুইটি কর্ত্তব্যের ভাব আসিতেছে; একটি ঈশ্বরের প্রতি আর একটি মনুষ্যের প্রতি। যদি মনুষ্য স্রষ্টাশূন্য হইয়া থাকিত তথাচ মনুষ্য বলিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি কতকগুলি কর্ত্তব্য-পাশে বদ্ধ হইয়া থাকিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদিগের জ্ঞান এই যে প্রত্যেক মনুষ্য ঈশ্বরেরই; সুতরাং যখন ঈশ্বরের জীব বলিয়া আমরা স্বজাতীয়ের প্রতি কোন রূপ কর্ত্তব্য সাধন করি তখন এক কালে ঐ দুই প্রকার কর্ত্তব্যেরই অনুষ্ঠান করা হইতেছে। যখন আমরা কেবল তাঁহার প্রতি কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে কার্য্য করি তখন মনুষ্যকে পরিহার করিতে পারি না; কারণ এই পৃথিবীই আমাদিগের কর্ম্মক্ষেত্র। আবার যখন আমরা মনুষ্যের প্রতি কর্ত্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত হই তখনও ব্যতিরেকত তাঁহারই কার্য্য করিয়া থাকি; কারণ মনুষ্য তাঁহারই সৃষ্ট ও আশ্রিত জীব। ঈশ্বর ও মনুষ্যের প্রতি কর্ত্তব্য এমনি জড়িত হইয়া রহিয়াছে যে যেন উভয়ই এক। যাঁহারা এই দুইটি কর্ত্তব্যকে স্বতন্ত্র ভাবে দেখেন তাঁহাদিগের কর্ম্ম অতি নীরস।

জগদীশ্বর! যখন তোমাকে হৃদয়ে রাখিয়া সংসারে থাকি তখন ইহা কেমন মধুময় হয়; কিন্তু যখন তোমাকে ত্যাগ করি তখন এই সংসারের ঘটনা সকল বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় নিতান্ত দুঃসহ হইয়া উঠে। হা! তাহারা কি কৃপাপাত্র, যাহারা এই দাবানলে দগ্ধ হইয়া বিন্দু মাত্র বারি প্রাপ্ত হইতেছে না। তাহারা কি দীন, যাহারা অধোদৃষ্টিতেই কালাতিপাত করিতেছে, ভ্রমেও ঊর্দ্ধে দৃষ্টি পাত করিতে চায় না। হা নাথ! ভ্রান্ত বুদ্ধিতেও যদি তোমার কার্য্য করি সে ভাল, তথাচ তোমাকে যেন পরিত্যাগ করিতে না হয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

১ আষাঢ় রবিবার ১৭৯০ শক।

"তমসোমা জ্যোতির্গময়।"

"অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও।" ইহা মনুষ্যমাত্রেরই আন্তরিক প্রার্থনা। অন্ধকারের মধ্যে আবদ্ধ থাকা কাহারও ইচ্ছা নহে, কেন না অন্ধকারেই ভয়, আলোকেই মনুষ্য অভয় প্রাপ্ত হয়। শিশুকে অন্ধকারে লইয়া যাও ভয়েতে কম্পিত হইবে, আলোকে আনয়ন কর আহ্লাদে হাস্য করিবে। যত ক্ষণ আমরা রজনীর অন্ধতম তিমিরের মধ্যে অবস্থান করি, তত ক্ষণ ভয়ে ভয়ে প্রাণ ধারণ করি, প্রভাতের সূর্য্য-রশ্মি দেখিলেই নির্ভয় ও নির্ব্বিঘ্ন হই। অন্ধকারই মৃত্যুর রূপ, জ্যোতিই প্রকৃত জীবন। অন্ধকারের মধ্যে নিশ্চেষ্ট নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকা আর মৃত্যুর অধিকৃত হওয়া উভয়ই সমান। আলোকে

আইলেই শরীর ও মনের জড়ভাব অন্তরিত হইয়া প্রকৃত জীবনের সঞ্চার হয়, আমোদ আহ্লাদ, হর্ষ উৎসাহ আবির্ভূত হওত জন-সমাজকে আনন্দ-কানন করিয়া তুলে। মনুষ্য যখন অন্ধকারের মধ্যে শয়ান থাকে, তখন তাহার সহিত কাষ্ঠ লোষ্ট্রের, মৃৎপা-ষাণের আর কোন প্রভেদ থাকে না. কিন্তু তাহার এক বার আলোকের অবস্থা সন্দর্শন কর, সে কেমন উৎসাহ অনুরাগের সহিত, গুরুতর কার্য্যে, গভীর চিন্তায়, পৃথিবীর অতীত বিষয় লাভে প্রবৃত্ত হইয়া সুধোলো-ককে প্রকৃত কর্ম্ম-ভূমি—উৎসব-ক্ষেত্র করিয়া তুলিয়াছে!

আলোকই যথার্থ সৌন্দর্য্য; আলোক না থাকিলে সকলই শ্রীহীন, সৌন্দর্য্য-বিহীন হইয়া পড়ে। প্রভাতের এত মাধুর্য্য সৌন্দর্য্য কিসে? সূর্য্যালোকই তাহার এক মাত্র কারণ। সমস্ত রজনীর অন্ধকারের পর জ্যোতির সাগর সূর্য্য উদিত হওয়াতে মর্ত্ত্য-লোক মধুর ভাবে প্রকাশ পাইতেছে। সূর্য্যা-লোকে সকলই জীবন-সুখে প্রফুল্ল হই-তেছে, জন-সমাজের মধ্যে বিষয়-বাণিজ্যের জ্ঞান-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে। এই জন্যই প্রাতঃকাল সকলেরই পক্ষে এত মনোরম।

চতুর্দ্দিকে দেখ ওষধি বনস্পতি সকলই কেমন শ্রী সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে; পশু পক্ষী সকল কেমন বিচিত্র-বেশে মনের আনন্দে চারি দিকে বিচরণ করিতেছে। পুষ্পের যে মনোহর সৌন্দর্য্য এখন হৃদয় মন আকর্ষণ করিতেছে, ওষধি বনস্পতি সমূহের বারিধৌত শ্যামল শাখা-পল্লব স-কল, যাহা এক্ষণে নয়ন-যুগলকে পরিতৃপ্ত করিতেছে, সমুদায় পৃথিবীর এই যে সুস্নিগ্ধ মধুর ভাব, যাহা সকলের হৃদয়ে অজস্রধারে শান্তি-সুধা বর্ষণ করিতেছে, সূর্য্যালোকই এ সমুদায়ের এক মাত্র কারণ। এখনি যদি সূর্য্য অস্তমিত হয়, নিবিড় অন্ধকার উপস্থিত হইয়া পৃথিবীকে গ্রাস করে, এখানকার সকল সৌন্দর্য্যই বিলুপ্ত হয়, সকল সুন্দর বস্তুই আলোক-বিরহে পরিম্লান হইয়া যায়। অধিক কি, আলোকের সঙ্গে আমাদের এমনি নিকট সম্বন্ধ, যে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া থাকিলে আমাদের শরীর মন পর্য্যন্ত জড়ীভূত হইয়া যায়। আলোক সকলেরই স্বাস্থ্য-প্রদ ও জীবন-প্রদ। দিবালোকেই রোগীর রোগ-যন্ত্রণার উপশম হয়, দূষিত দুর্গন্ধ বায়ু বিশুদ্ধ হয়, আর্দ্র স্থান পরিশুষ্ক হয়, বৃক্ষলতা সকল উন্নত হয়, ফল মূল পুষ্প সমুদায় বর্দ্ধিত পরিণত হইয়া জীব-জন্তুগণকে পোষণ করে। আলোক দ্বারাই জল স্থল অনিল সকলই শোধিত ও সংস্কৃত হয়। আলোকেই আ-মরা দূর দুরান্তরের অজ্ঞাত অপরিচিত স্থানে অকুতোভয়ে গমন করিতে পারি, দূরস্থ বস্তুও দেখিতে পাই। অন্ধকারে পরিজ্ঞাত গৃহেও বিচরণ করা দুর্ঘট হইয়া উঠে, আপ-নার শরীর পর্য্যন্তও নয়নগোচর হয় না। দিবালোকে যে স্থানে একাকী গমন করা যায়, অন্ধকারে দশ জন একত্র হইয়া তথায় যাইতে হইলে পদে পদেই বাধা বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা। এই জন্যই অন্ধকার হইতে আলোকে যাইতে মনুষ্য মাত্রেই এত ব্যাকুল হয়।

সূর্য্য যেমন বাহ্য জগতের শোভা ও সৌন্দর্য্যের কারণ, ঈশ্বর তেমনি আমার-দিগের হৃদয়-রাজ্যের জ্যোতিঃ ও জীবন। আমরা কিসের জন্য এই পবিত্র প্রাতঃকালে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি? অন্ধ-কার হইতে জ্যোতিতে যাইবার জন্য। কি জন্য জ্যোতিঃ-স্বরূপের শরণাপন্ন হইতেছি? আধ্যাত্মিক-ভয়-তাপ বিপত্তি-বিষাদ হইতে অব্যাহতি পাইবারই জন্য—তাঁহার মঙ্গল

জ্যোতিতে আত্মার বল বীর্য্য স্বাস্থ্য সাধনের নিমিত্ত। সূর্য্যোপাসকগণ যেমন আকাশে জড় সূর্য্যের সন্দর্শন না পাইলে জল গ্রহণ করে না, আমরা ব্রহ্মের উপাসক, আমরা এখানে তেমনি সেই সত্য-সূর্য্যের—সেই জ্যোতির জ্যোতির অভ্যুদয় সন্দর্শন না করিয়া কি রূপে সংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিব? কেমন করিয়াই বা এখানকার সুখ-সামগ্রী স্পর্শ করিব, সত্যাসত্য নিরূপণ করিব? সূর্য্য যাঁহার অনন্ত জ্যোতির এক স্ফুলিঙ্গে প্রদীপ্ত হইয়া দিগ্বিদিক উজ্জ্বল করিতেছে, আমরা সেই জ্যোতির সুপ্রকাশ দেখিবার জন্যই এখানে সতৃষ্ণ-হৃদয়ে অবস্থান করিতেছি। তাঁর আলোকে হৃদয়ের অন্ধকার বিদূরিত করিব, তাঁর মঙ্গল-জ্যোতিতে ধর্ম্ম-পথ আলোকিত দেখিয়া নির্ভয়ে নিরুদ্বেগে ব্রহ্ম-ধামের অভিমুখীন হইব, তাঁর সেই মৃত-সঞ্জীবন মঙ্গল জ্যোতিঃ লাভ করিয়া আত্মাকে পোষণ করিব, এই আশ্বাসেই একদৃষ্টে তাঁহার অভ্যুদয় প্রতীক্ষা করিতেছি। সূর্য্যের ন্যায় তিনি আমারদের হৃদয়-রাজ্যের জীবন জ্যোতি সকলই। তাঁর জ্যোতি পতিত না হইলে মনের একটি মাত্রও সাধু বৃত্তি প্রস্ফুটিত হয় না, তাঁর আলোকে হৃদয় আলোকিত না হইলে মনুষ্যের ধর্ম্ম-ভাব, পুণ্য-ভাব কিছুই বর্দ্ধিত হয় না। তাঁর কিরণে প্রীতি-কলিকা বিকশিত না হইলে তাহার অমৃত সৌরভ জগদ্ব্যাপ্ত হইতে পারে না। তাঁর আকর্ষণে শ্রদ্ধা, ভক্তি উন্নত না হইলে সেই অনন্ত-স্বরূপকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় না। আত্মার উৎকর্ষ সাধন, জীবনের সাফল্য সম্পাদন জন্য সেই সত্য-সূর্য্যকে আমারদের একান্ত প্রয়োজন।

সেই অতুল-জ্যোতির একটি মাত্র কিরণ অন্তরে পতিত হইলে পরলোক—ব্রহ্ম-লোক পর্য্যন্ত আমারদের বিজ্ঞান-চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশ পায়। তাঁর আলোক হৃদয়ে পতিত না হইলে, সকল সত্যই অপ্রকাশিত থাকে, সকল বস্তুই ভূস্তর-নিহিত রত্নের ন্যায় দৃষ্টি-গোচর হয় না। তাঁর প্রকাশেই সকল প্রকাশিত হয়, তাঁর জ্যোতিতেই হৃদয়-কাননের জ্ঞান-ভাব ও সত্য-কলিকা সকলই প্রস্ফুটিত হয়। তিনি জ্যোতিঃ আর সকলই অন্ধকার, তিনিই জীবন আর সকলই মৃত্যুর রূপ। তিনিই সত্য-সুন্দর-মঙ্গল. তিনি বিনা আর সকলই অসার, অমঙ্গল, বিষাদের আলয়। এই জন্য সেই সৎকে জ্যোতিকে অমৃতকে লাভ করিবার জন্য আমারদের হৃদয়-মন এত আকুল ও অস্থির। আমরা পরলোক—ব্রহ্ম-লোকের প্রতি এত সতৃষ্ণ-নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছি কেন? সেখানে কেবলই আ-লোক, কেবলই জ্যোতিঃ। পৃথিবীতে হর্ষও আছে, বিষাদও আছে, "দিবসের আ-লোক, রজনীর অন্ধকার দুইই আছে।" সেখানে সত্য-সূর্য্যের—প্রেম-সূর্য্যের আর অস্ত নাই। এখানে যখন হৃদয়াকাশে প্রাণ-সখা প্রকাশিত হন, তখন সকল অন্ধকার তিরোহিত হয়, দিবা-রাত্র সমভাব ধারণ করে। দুর্গম পথও সুগম বোধ হয়, দূরের বস্তু সকলও উজ্জ্বল-রূপে দেখিতে পাই। আবার যখন অন্তরাকাশ মোহ-মেঘে আবৃত হয়, তখন সকলই অন্ধকার দেখি। অন্য বস্তুর কথা দূরে থাকুক, আত্মার অভ্যন্তরে প্রাণের প্রাণকেও দেখিতে পাই না। সেই জন্যই যখন আমরা তন্মনা একাগ্রমনা হইয়া ব্রহ্ম-পূজায় প্রবৃত্ত হই, সংসার-অন্ধকারের মধ্যে যখনই বিদ্যুতের ন্যায় জ্যোতি-স্বরূপকে সন্দর্শন করি, তখনই আত্মার অন্তরতম প্রদেশ হইতে এই প্রার্থনা-বাক্য বিনিঃসৃত হয় "তমসোমা জ্যোতির্গময়"

"অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও।" আমরা সংসার-অন্ধকারে অন্ধীভূত হইয়া হে জ্যোতির্জ্যোতি! তোমাকে ডাকিতেছি, তুমি আমারদিগের নিকটে প্রকাশিত হও, সৎপথ প্রদর্শন কর। আমরা এখানে তোমার জ্যোতি হারা হইয়া শোক তাপে, বিষাদ ভয়ে বিপন্ন হইয়া, "হে আদি-জ্যোতি কল্যাণ!" তোমাকেই প্রার্থনা করিতেছি তুমি আমারদের নিকট প্রকাশিত হইয়া ভয়, তাপ সকলই বিদূরিত কর। হে ঈশ্বর! তুমি আমারদের অন্তরাকাশে উদিত হইয়া আমারদের বিষণ্ণ-হৃদয় প্রসন্ন কর। আমারদের বিষাদ-রজনীর অবসান কর। এই প্রাতঃ-সূর্য্যের ন্যায় তুমি প্রকাশিত হইয়া, হৃদয়-রাজ্যে জীবন-জ্যোতি সুখ-শান্তি বিস্তার কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।

অষ্টাদশ উপদেশ।

ব্রহ্মানন্দ ও অভয় লাভ।

"তিনি লোকাপবাদ, কি দুঃসহ অপমান, কি অযোগ্য তিরস্কার কি দুর্নিবার অত্যাচার-ভয়ে ভীত হইয়া তাহা হইতে কদাপি পরাঙ্মুখ হয়েন না। সেই প্রিয়তমের আজ্ঞা পালন জন্য প্রাণ দেওয়া তাঁহার পক্ষে অতি সহজ ব্যাপার, অতএব তাঁহাকে কে আর ভয় প্রদর্শন করিতে পারে? তিনি আপনার প্রাণদাতার হস্তে প্রাণ অর্পণ করিয়া নির্ভয় হইয়াছেন, সর্বসংহারক ভয়ানক মৃত্যু হইতেও তিনি ভয় প্রাপ্ত হন না।"

জ্ঞানের আনন্দ সত্য; ভাবের আনন্দ প্রেম; ইচ্ছার আনন্দ কর্ম্ম। ঈশ্বরের জ্ঞান সত্যেতে পরিপূর্ণ; তাঁহার ভাব সম্পূর্ণ প্রেমময়, তাঁহার ইচ্ছা অবিশ্রান্ত কর্ম্মশীল। জগতের মঙ্গল হউক, ইহাই সেই পূর্ণ মঙ্গলের সনাতন কামনা; কি উপায়ে জগতের মঙ্গল হইবে, তাহা সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ সম্পূর্ণ রূপ জানিতেছেন; জগতের মঙ্গল সাধনে যে শক্তি আবশ্যক, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরে তাহার অভাব নাই। তিনি সমুদায় সত্যের মূল; কোন সত্য তাঁহার জ্ঞানের অগোচর নাই। তিনি সমুদায় সদ্ভাবের মূল; তিনি পূর্ণ মঙ্গল। তিনি সমুদায় শক্তির মূল; তিনি পূর্ণশক্তি। সুতরাং তিনি আনন্দস্রোতের অক্ষয় প্রস্রবণ; সুতরাং তিনি আনন্দে বিরাজমান আছেন। ঈশ্বরের উপাসক, ঈশ্বরের ভক্ত, ঈশ্বরের দাস ঈশ্বরের সহিত যতই একীভূত হন, ততই সেই আনন্দের আস্বাদন পাইতে থাকেন। যাহা সত্য, তাহাই ঈশ্বরের জ্ঞান; ও যাহা মঙ্গল, তাহাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়; প্রত্যেক সত্য তাঁহার জ্ঞান প্রকাশ করিতেছে, প্রত্যেক মঙ্গল ভাব তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছে; যিনি যে পরিমাণে সত্যের উপর আপনার জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে ঈশ্বরের সহিত জ্ঞানাংশে একীভূত হইয়াছেন। যিনি যে পরিমাণে সদ্ভাব উপার্জ্জন করিয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে আর এক অংশে—মঙ্গল ভাবে ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইয়াছেন। যিনি যে পরিমাণে আলস্য ত্যাগ করিয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, সেই পরিমাণে তিনি যথার্থই ঈশ্বরের সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিয়াছেন। মনুষ্য যখন সত্য উপার্জ্জন করেন, তখন ঈশ্বরেরই সম্মুখবর্ত্তী হন; কেন না সত্য—যাবতীয় সত্য ঈশ্বরেরই জ্ঞান। যখন ন্যায়পথে চলেন, তখন ঈশ্বরেরই সন্নিধানে থাকেন; যখন প্রেম ও পবিত্রতাতে উন্নত হন, তখন ঈশ্বরেরই সঙ্গে মিলিত হন; কেন না ন্যায়, প্রেম ও পবিত্রতা ঈশ্বরেরই ভাব। যখন সৎ-কর্ম্ম করেন, তখন ঈশ্বরেরই সঙ্গে একীভূত হন, কেন না সমস্ত সৎকর্ম্ম ঈশ্বরেরই কর্ম্ম। ঈশ্বর যে আনন্দ ভোগ করিতেছেন, তাঁহার সকল সন্তানই তাহা লাভ করিবার

অধিকারী, কিন্তু যিনি এই রূপ ঈশ্বরের সহিত ঐক্য স্থাপন করিয়া তাঁহার নিকট-বর্ত্তী হইতে পারিবেন; তিনিই ঈশ্বরের সঙ্গে সেই আনন্দ ভোগ করিতে থাকিবেন। সত্য উপার্জ্জন কর, ঈশ্বরের সহিত জ্ঞানের মিল হইবে। ন্যায় পথে চল, প্রীতি বিস্তার কর, পবিত্র হও, ঈশ্বরের ভাবের সহিত সম্মেলন হইবে। শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর—পৃথিবীর দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা কর, সকলকে সুখী করিতে যত্ন কর, বিপন্নের বিপদ উদ্ধার কর, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দাও, অজ্ঞানকে জ্ঞান দাও, রোগীকে ঔষধ দাও, সকলের উন্নতি সাধনে অগ্রসর হও; ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের সহিত ঐক্য স্থাপন হইবে। তাহা হইলে ঈশ্বর কি আনন্দ ভোগ করি-তেছেন, তাহা জানিতে পারিবে এবং তাহার রসাস্বাদে সামর্থ্য জন্মিবে। আমাদের জ্ঞান যে পরিমাণে সত্য উপার্জ্জন করিবে, আমা-দের ভাব যে পরিমাণে প্রেম-প্রধান হইবে, আমাদের ইচ্ছা যে পরিমাণে কর্ম্ম করিতে থাকিবে, সেই পরিমাণে আমরা জ্ঞানের আনন্দ ভাবের আনন্দ ও ইচ্ছার আনন্দ ভোগ করিতে থাকিব; এই ত্রিবিধ আনন্দ আত্মাতে একত্রিত হইলেই আমরা জানিতে পারিব ঈশ্বর স্বয়ং কি আনন্দ ভোগ করি-তেছেন।

"সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানি-য়াছেন, তিনি আর কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না।" সেই "আনন্দজনন সুন্দর আনন" যিনি দর্শন করিয়াছেন, সেই অক্ষয় আনন্দ-স্রোতের প্রস্রবণ—সেই সত্যপূর্ণ জ্ঞান, সেই প্রেমপূর্ণ ভাব, সেই কর্ম্মশীল ইচ্ছা যিনি অনুভব করিতেছেন, অনুভব করিয়া যিনি সত্যেতে আরোহণ, প্রেমেতে অবগাহন ও কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত যোগ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি সত্যের বলে প্রেমের বলে সাধু ইচ্ছার বলে—বস্তুতঃ ঈশ্বরেরই বলে বলবান্ হইয়া গন্তব্য পথের সমুদায় বিঘ্ন অতিক্রম করিবেন। ঈশ্বরের জ্ঞান, তাঁহার বিশ্বাসের আদর্শ, ঈশ্বরের প্রেম তাঁহার প্রেম শিক্ষার আদর্শ, ঈশ্বরের কর্ম্ম তাঁহার কর্ম্মানুষ্ঠানের আদর্শ, কে তাঁহার পথের বিঘ্নকারী হইতে পারে? যখন ঈশ্ব-রের ইচ্ছার সহিত আমাদের ইচ্ছার মিল হয়, তখন ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে কর্ম্ম করিতে থাকেন এবং যখন আমরা তাঁহার ইচ্ছার বিরোধী হই, তখন তিনি স্বয়ংই তাহাতে বিঘ্ন উৎপাদন করেন; তাঁহার এই সহকারি-তা ও বিঘ্নকারিতা হয়তো আমাদের চির জীবনই অজ্ঞাত থাকিতে পারে, কিন্তু যিনি তাহা অনুভব করিতে পারিয়াছেন, তিনি সহস্র বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া আপ-নার লক্ষ্য সাধনে—ঈশ্বরের লক্ষ্য সাধনে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তিনি উচ্চ ভূমিতে সমারূঢ় থাকেন; নিন্দা ও প্রশংসা তাঁহার পদতলে সঞ্চরণ করে। চিরস্থায়ী মঙ্গল রাজ্য বিস্তার করা তাঁহার উদ্দেশ্য; ক্ষণস্থায়ী নিন্দা ও প্রশংসা তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। কুসংস্কৃত লোকে তাঁহার উদ্দে-শ্যের মর্ম্ম বোধে অসমর্থ হইয়া ঘোরতর কোলাহল করিতে প্রবৃত্ত হয়, তিনি আন্তরিক প্রেমের বলে সমুদায় সহ্য করিয়া নিস্তব্ধ ভাবে ঈশ্বরের কর্ম্ম করিতে থাকেন। যাহা সত্য, যাহা ন্যায়, যাহা মঙ্গল, যাহা ধর্ম্ম, তাহার অনুষ্ঠানে যদি সমস্ত পৃথিবী তাঁহার সহিত বিরোধাচরণ করে, তিনি সহিষ্ণুতা দ্বারা পৃথিবীকে পরাজয় করিয়া নির্ভয়ে তাহা সম্পন্ন করিতে থাকেন। লোকে অসূয়া-নিবন্ধন তাঁহার নামে অপবাদ ঘোষণা করে, অভিমানে উন্মত্ত হইয়া তাঁহাকে অপমানিত করে; ক্রোধে অন্ধ হইয়া তিরস্কার করিতে থাকে; অথবা আত্মম্ভরিতায় জ্ঞানশূন্য হইয়া

তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে ধাবিত হয় ইহা অসম্ভব নহে; কিন্তু "তিনি লোকাপবাদ, কি দুঃসহ অপমান, কি অযোগ্য তিরস্কার. কি দুর্নিবার অত্যাচার ভয়ে ভীত হইয়া কদাপি তাহা হইতে পরাঙ্মুখ হয়েন না।" কদাপি ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য পরিত্যাগ করেন না।

মনুষ্যসমাজের প্রথমাবস্থায় প্রণালীবদ্ধ ধর্ম্মপদ্ধতি ছিল না। আদিম মহর্ষিগণ মুক্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন ও মুক্ত ভাবে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতেন—মুক্ত ভাবে ধর্ম্মাচরণ করিতেন। কালক্রমে সেই মুক্ত ভাব তিরোহিত হয়। স্বাধীন চিন্তা স্বাধীন আলাপ ও স্বাধীন কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া ধর্ম্ম কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর উপর আরোহণ করে। তখন কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট মত ও কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে বদ্ধ হইয়া জনসমাজ এক প্রকার শৃংখলবন্ধের ন্যায় অবস্থান করে. প্রায় কেহই স্বয়ং কোন তত্ত্বের অনুধ্যান বা অনুসন্ধানের আয়াস স্বীকার না করিয়া যথাপ্রচলিত মত, রীতি, নীতি, আচার ও ব্যবহারের সেবা করিতে থাকেন এবং ক্রমে ক্রমে সেই সকল মতাদির উপর তাঁহাদের এ রূপ অন্ধীভূত মমতা উৎপন্ন হয় যে, তাহাতে বাস্তবিক যে সকল দোষ আছে, তাহা দর্শন করিতে পারেন না। পূর্ব্বকালীন মহাত্মারা স্বাধীন ভাবে যাহা কিছু বলিয়াছিলেন ও যাহা কিছু করিয়াছিলেন, কিছু কাল তাহা কিম্বদন্তী সহকারে বিচরণ করিতে থাকে; এই সময়ে তাহার কিয়দংশ লুপ্ত হয়, কিয়দংশ নূতন সংযোজিত হয় ও রূপান্তর প্রাপ্ত হয়; এই রূপে সেই সকল মত ও সেই সকল কর্ম্ম যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে. তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়া উত্তর কালীন জনসমাজের নিকট অভ্রান্ত ঈশ্বর-প্রেরিত ধর্ম্মশাস্ত্র হইয়া উঠে। পূর্ব্ব কালে যে সকল মহর্ষি,রাজা বা বীর পুরুষ তৎকালোচিত জনসমাজের মধ্যে যে কোন বিষয়ে অসাধারণতা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের অনুগত কৃতজ্ঞ পুরুষগণের কৃতজ্ঞতাসূচক কীর্ত্তিগানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা মর্ত্ত্য লোকে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন; কালক্রমে তাঁহাদের কীর্ত্তির সহিত অনেকবিধ অলৌকিক ক্রিয়াসকল সংযুক্ত হওয়াতে উত্তর কালীন মনুষ্যগণের নিকটে তাঁহারা ঈশ্বরের অবতার বা ঈশ্বরবৎ অলৌকিক ক্ষমতাশালী বলিয়া পূজিত হইতে লাগিলেন। জনসমাজের এই রূপ অবস্থায় সেই ব্রহ্মপরায়ণ—"যিনি তাঁহার শরণাগত অনুগত দাস হইয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনেই তৎপর থাকেন," যিনি জ্ঞান ভাব ইচ্ছাতে ঈশ্বরের সহিত একীভূত হইয়াছেন—সেই ব্রহ্মপরায়ণ জনসমাজের সেই হীন অবস্থা সংশোধনে প্রবৃত্ত হন, তিনি লোকদিগের নিকটে সেই শৃঙ্খলবদ্ধবৎ প্রণালীবদ্ধ ধর্ম্মকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করেন; তাঁহাদিগের রীতি নীতি ও আচার ব্যবহারের মারাত্মক দোষ সকল প্রদর্শন করেন, অভ্রান্ত বলিয়া প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করেন, অবতার সকলের দেবত্ব উৎসন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে মনুষ্য-শ্রেণীতে অবতারিত করেন; ধর্ম্ম-বাণিজিকদিগের প্রচ্ছন্ন আত্মম্ভরিতা ও গূঢ় চাতুরীর মর্ম্মোচ্ছেদ করিতে থাকেন; ঈশ্বর মনুষ্যের সাক্ষাৎ পিতা, সাক্ষাৎ মাতা, সাক্ষাৎ গুরু ও সাক্ষাৎ পরিত্রাতা এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যস্থিত মধ্যস্থম্মন্য, ঈশ্বরের নিম্নে ও মনুষ্য জাতির ঊর্দ্ধে সমারূঢ় প্রেরিতম্মন্য ধূর্ত্তদিগকে পদচ্যুত করিতে থাকেন;—ঈশ্বরের সত্য, ঈশ্বরের প্রেম, ঈশ্বরের প্রকৃত অভিপ্রায় প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার বাক্য ও কার্য্যে কুসংস্কৃত

লোকদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়; অন্ধকারপ্রিয় লোকেরা চতুর্দ্দিক হইতে চীৎকার করিয়া উঠে; গ্রন্থের দাসগণ অভিসম্পাত করিতে থাকে,অবতারের ভক্তগণ দিগ্বিদিগ্-জ্ঞানশূন্য হইয়া কটূক্তি করিতে থাকে, ধর্ম্মবাণিজিকগণ আপনাদের সর্ব্বনাশ ভাবিয়া খড়্গ ধারণ করে। ইহাও অসম্ভব নহে যে ধূর্ত্তদিগের চক্রান্তে নিপতিত হইয়া সেই নিরীহ ঈশ্বর-ভক্তকে প্রাণ ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু ঈশ্বরের ভক্ত তাহাতেও ভীত হয়েন না; তিনি জানেন যে, আমি ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছি। সত্য অবলম্বন ঈশ্বরের আজ্ঞা, সদ্ভাবে অবস্থান ঈশ্বরের আজ্ঞা, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান ঈশ্বরের আজ্ঞা; আমি তাঁহার আজ্ঞা সম্পাদন করিতেছি, তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন। বস্তুতঃ ঈশ্বরই তাঁহাকে রক্ষা করেন। যদি বন্ধুবান্ধব তাঁহার শত্রু হন, যদি সমুদায় সমাজ তাঁহার শত্রু হয়; যদি রাজা পর্য্যন্ত তাঁহার বিদ্বেষী হইয়া উঠেন, তথাপি তিনি ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ হয়েন না। তিনি আপনার প্রাণ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন, তথাপি ঈশ্বরের আজ্ঞা পরিত্যাগ করিতে পারেন না—সত্য পরিত্যাগ করিতে পারেন না, ন্যায় পরিত্যাগ করিতে পারেন না, ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারেন না। কেননা ঈশ্বর তাঁহার সকল অপেক্ষা অধিক প্রিয়। যদি মর্ত্ত্য লোকের বিচারে ইহাই স্থির হয় যে, তাঁহার প্রাণদণ্ড করিতে হইবে, তিনি তাহাতেও ভীত নহেন; "সেই প্রিয়তমের আজ্ঞা-পালন-জন্য প্রাণ দেওয়া তাঁহার পক্ষে অতি সহজ ব্যাপার, অতএব তাঁহাকে কে আর ভয় প্রদর্শন করিতে পারে?"

বস্তুতঃ মঙ্গলস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের রাজ্যে ভয় কি? সত্য ঈশ্বরেরই জ্ঞান, প্রীতি ঈশ্বরেরই ভাব, সাধু ইচ্ছা ঈশ্বরেরই ইচ্ছা। সত্য যে পথে লইয়া যাইবে, প্রীতি যে পথে লইয়া যাইবে, সাধু ইচ্ছা যে পথে লইয়া যাইবে, তাহা ঈশ্বরেরই পথ। ঈশ্বর কি তাঁহার পুত্রকে অপথে লইয়া বিনাশ করিবেন! সত্য বটে, দেশ বিশেষে কাল বিশেষে অবস্থা বিশেষে ঈশ্বরের ভক্তকে অনেকবিধ কষ্ট ভোগ করিতে হয়;—তাঁহার মান সম্ভ্রম বিনষ্ট হইয়া যায়, তাঁহার ধন সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইতে থাকে, তাঁহার পদমর্য্যাদা ক্ষীণ হইতে থাকে, তাঁহার কুলগৌরব ম্লান হইয়া যায়, তাঁহার বন্ধুবান্ধব তাঁহাকে পরিত্যাগ করে, হয়তো তাঁহার পরিবার মধ্যে মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়া তাঁহার গার্হস্থ্য-সুখ উৎসন্ন করিয়া দেয়, তাঁহার সমাজ তাঁহাকে আশ্রয় দেয় না, হয়তো তাঁহাকে অন্নের জন্যও লালায়িত হইতে হয়, হয়তো তাঁহাকে শারীরিক প্রহারও সহ্য করিতে হয়, যদি বিপদের চূড়ান্ত হয়, তবে হয়তো তাঁহাকে মৃত্যু-যন্ত্রণাও ভোগ করিতে হয়—যদি সত্যের জন্য,ধর্ম্মের জন্য, ঈশ্বরের জন্য বাস্তবিকই এই সকল কষ্ট ভোগ করিতে হয়, ঈশ্বরপরায়ণ আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতা সহকারে তাহা বহন করিতে থাকেন। ঈশ্বরের বলে তিনি সমুদায় বিঘ্ন পরাজয় করেন, তিনি মৈত্রী দ্বারা শত্রুতাকে পরাজয় করেন, তিনি প্রেম দ্বারা বিদ্বেষকে পরাজয় করেন। তাঁহার গূঢ় সংকল্প এই—"যদি আসে তাঁর কাজে দিয়াছেন যে প্রাণ; ছাড়ি যাব অনায়াসে তাঁরে করিব দান।"

উন্নতহৃদয় সাধু যাহার বশম্বদ হইয়া ধর্ম্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন, তাহা অতি মধুময় ও আশ্চর্য্যময় ভাব। তিনি কোন্ বলে এখানকার সুখ দুঃখ ও সম্পদ্ বিপদে অটল থাকিয়া পর্ব্বত-সমান বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া একতান চিত্তে আরব্ধ কার্য্য সম্পাদন করিতে থাকেন, তাহা অন্য লোকে

কিছুই বুঝিতে পারে না। মহৎ মহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনেকেই আগ্রহের সহিত অগ্রসর হন এবং বসন্ত কালের প্রজাপতির ন্যায় কএক দিন চাকচক্য বিস্তার করিয়া বাত্যা-রম্ভের পূর্ব্বেই কোথায় পলায়ন করেন। তাঁহাদের কার্য্যারম্ভের আড়ম্বরে যেন ত্রিভুবন কম্পিত হইতে থাকে, পরিশেষে তাহা অজা-যুদ্ধের ন্যায় নিঃশব্দে বিলীন হইয়া যায়। সাধুগণের ভাব ইহার বিপরীত। ঈশ্বরের ভক্ত পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকেন; বাত্যা ও বজ্রাঘাত যখন স্থগিত হইয়া থাকে, দাবানল যখন লুক্কায়িত হয়, প্রকৃতি যখন শান্ত ভাবে অবস্থান করে, তখন সেই পর্ব্বত স্থানে স্থানে তরুলতা ফল পুষ্পে মনোহর কান্তি বিস্তার করিতে থাকে; যখন মহাবাত্যা উত্থিত হইয়া তাহার আভরণ-স্বরূপ তরুলতা সমস্ত ছিন্ন করিয়া দেয়, অথবা দুরন্ত দাবানল তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নির্দ্দয়রূপে দগ্ধ করে, তখনও সেই পর্ব্বত স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া অন্যবিধ শোভা বিস্তার করিতে থাকে। ঈশ্বরের ভক্ত সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের বলে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত থাকেন, মর্ত্ত্যলোকের প্রতিবন্ধকতা তাহা ক্রটিত করিতে সমর্থ নহে। অবজ্ঞা-সূচক করতালী, বা উপহাসের কোলাহল অথবা নিষ্ঠুরদিগের নিপীড়ন তাঁহার কার্য্যে ব্যাঘাত দিতে পারে না; প্রতি বাধায় তাঁহার বল দ্বিগুণ হইয়া উঠে। বস্তুতঃ তাঁহার হৃদয়ে ভয় নাই। কেনই বা ভয় থাকিবে? যিনি আপনার মান সম্ভ্রম পদ-মর্য্যাদা ও সাংসারিক সুখ ঈশ্বরের প্রেমে উৎসর্গ করিয়াছেন, বিশেষত যখন সেই ব্রহ্মানন্দ ও সেই ব্রহ্মানন্দের প্রস্রবণ পর্য্যন্তের সন্ধান পাইয়াছেন এবং সেই স্রোতেই ভাসমান হইতেছেন, তখন তাঁহার আর কিসের ভয়? যত ক্ষণ আত্মম্ভরিতাই সর্ব্বস্ব, তত ক্ষণই ভয়। অন্য ভয়ের তো কথাই নাই, তিনি মৃত্যুকেও ভয় করেন না। তিনি দেখেন যে, আমার প্রাণ ঈশ্বরের হস্তে রক্ষিত হইতেছে; "সর্ব্ব সংহারক" মৃত্যুরও তাহাতে অধিকার নাই। আমার শরীরে যে সকল আঘাত হইবে তাহাতে আমার যতই কষ্ট হউক, ঈশ্বরের মহিমার কিছুই ব্যাঘাত হইবে না। বস্তুত কষ্টই প্রেমের পরীক্ষা। যে প্রেম কষ্টের ভয়ে সংকুচিত হয় তাহা প্রেমই নহে। যিনি বাস্তবিক ঈশ্বরের প্রেমে নিমগ্ন হইয়াছেন, তিনিই অভয় লাভ করিয়াছেন। "কেন না তিনি আপনার প্রাণ-দাতার-হস্তে প্রাণ অর্পণ করিয়া নির্ভয় হইয়াছেন, সর্ব্ব সংহারক ভয়ানক মৃত্যু হইতেও তিনি ভয় প্রাপ্ত হন না।"

ব্রাহ্মধর্ম্ম, গুরু ও প্রচারক।

সম্প্রতি কএক জন ব্রাহ্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দের বিষয়ে সংবাদ পত্রে ও অন্যান্য স্থানে যে সকল অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা লইয়া সর্ব্বত্রই অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সংবাদ পত্রের পরিহাসপ্রিয় সম্পাদকেরা দিব্য সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের পরিহাস-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেছেন। উপহাস-রসিক দুর্জ্জনেরা বীভৎস মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভদ্র-লোকদিগকে বিরক্ত করিতেছেন। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে বিষদৃষ্টিতে দর্শন করেন, তাঁহারা বৈরসাধনের সময় বুঝিয়া উহাতে নানা শাখা পল্লব সংযুক্ত করিতেছেন। ব্রাহ্মগণ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের হিতৈষী বন্ধুগণ আন্তরিক ক্ষোভ প্রাপ্ত হইতেছেন। আমরা পরম্পরায় ইহাও অবগত হইলাম যে, যাঁহারা সর্ব্বাংশে কেশবচন্দ্রের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে তাঁহার প্রতি বিরক্ত

হইয়া উঠিয়াছেন, কেহ কেহ বা তাঁহার প্রচার কার্য্যে সাহায্য দান বন্ধ করিয়াছেন। যাঁহারা প্রথমে এই গোলযোগ উত্থাপন করেন, তাঁহারা কেশবচন্দ্রের নিজের লোক; এই জন্যই উহা এরূপ তীব্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। অতএব এ সময়ে কএকটি বক্তব্য প্রকাশ করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

বৌদ্ধ, বৈরাগী, নানকপন্থী, মুসলমান্ ও খৃষ্টান্ প্রভৃতি যত গুলি সম্প্রদায় ব্যক্তি-বিশেষ দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তৎসমুদায়ের প্রবর্ত্তকেরা কেহ বা ইচ্ছা পূর্ব্বক কেহ বা অনবধানতা দোষে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে অলৌকিক পদে আরোহণ করিয়া আছেন। প্রতি সম্প্রদায় স্ব স্ব সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্ত্তকদিগের অলৌকিকতা কল্পনায় যতই আনন্দিত হউন; তদ্দ্বারা জনসমাজে বাস্তবিক অশুভ ফলই উৎপন্ন হইয়াছে। প্রথমতঃ, ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে বা তাঁহার সঙ্গে মনুষ্যের উপাসনা করা অপেক্ষা মনুষ্যের পক্ষে অধিক হীনতা আর কিছুই হইতে পারে না। মনুষ্য স্বাধীন ও ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে সম্বদ্ধ এবং ঈশ্বর হইতে বিচ্যুতিই তাহার যথার্থ দুরবস্থা; অতএব ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সেবা পরিত্যাগ করিয়া সেই ভাবে মনুষ্য বিশেষের সেবা করা অপেক্ষা ঈশ্বর-বিচ্যুতি ও আধ্যাত্মিক দুরবস্থা অধিক কি হইতে পারে? দেখ ইউরোপীয়েরা অন্যান্য বিষয়ে সকল পৃথিবী অপেক্ষা সমুন্নত হইয়াও উক্তরূপ এক কুসংস্কার নিবন্ধন কি নীচতা প্রদর্শন করিতেছে। ইউরোপে পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ের উন্নতি স্মরণ করিলে আমরা কত নীচে পড়িয়া আছি বলিয়া ধিক্কৃত হইতে হয়, কিন্তু যখন ইউরোপের ধর্ম্ম লইয়া আলোচনা করি, তখন তাহার সৌন্দর্য্য ব্যাধিগ্রস্ত যৌবনের ন্যায় অতীব দীন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে। তখন ইহা আশ্চর্য্য বোধ হয় যে এমন স্বাধীনবৃত্তি ইউরোপ কেমন করিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে এত অধীন হইয়া আছে। দ্বিতীয়তঃ, কেবল এই সকলই উক্ত কুসংস্কারের সম্পূর্ণ ফল নহে; ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধনেও উহা যৎপরোনাস্তি প্রতিবন্ধকতা করিয়া থাকে। মনুষ্য এক বারে ভ্রম-প্রমাদ শূন্য হইবে, ইহা কখনই প্রত্যাশা করা যায় না। যে ধর্ম্মে কোন মনুষ্যকে অলৌকিক ক্ষমতায় ভূষিত ও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করা হয়, সে ধর্ম্মের উন্নতি সেই স্থানেই পরিসমাপ্ত হইল। তাঁহার শিষ্যেরা বা অনুশিষ্যেরা অবচ্ছেদাবচ্ছেদে তাঁহার সমুদায় মতকে তীব্রতা সহকারে সমর্থন করিতে যায়, এবং তাঁহার সমুদায় কার্য্যকেই সদাচার বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া থাকে; ইহাতে অনেক সময় অসত্যও সত্য হইয়া পড়ে ও বাস্তবিক অনাচারও সদাচার হইয়া উঠে। ভবিষ্যতে তাহাতে কাহারও আপত্তি হইলে তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হয়—তখন ধর্ম্ম সাক্ষাৎ অধর্ম্মের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। বৌদ্ধ, মহম্মদীয় ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ইতিহাস উচ্চৈঃস্বরে ইহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। তৃতীয়তঃ, মনুষ্য বিশেষে অলৌকিকতার ভান করিয়া যে ধর্ম্ম প্রচারিত হয়, তাহার উন্মূলনের হেতু তাহার মূলেই বিদ্যমান থাকে। যখন বিজ্ঞানের আলোক বিকীর্ণ হইয়া বস্তু সকলের স্বরূপকে উদ্ভাসিত করিবে তখন সেই ধর্ম্ম অন্ধকারের ন্যায় অপসারিত হইবে। বিশেষতঃ যে সকল কৌশল ভবিষ্যৎ পরিবর্ত্তনকে রোধ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হয় ভবিষ্যতে তাহাই মহা বিপ্লবের হেতু হইয়া উঠে। জর্ম্মনি ও ফ্রান্স প্রভৃতির চর্চ্চ সকল ইহার সাক্ষী।

মহাত্মা রামমোহন রায় যে ট্রষ্টডিড্ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত হইয়া আছে। তাঁহার পর প্রধান আচার্য্য মহাশয় সেই

ট্রষ্টডিড্ ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত প্রণালী আদর্শ করিয়া আদি সমাজে যে রূপ কার্য্য প্রণালী সংস্থাপিত করিয়াছেন এবং উপনিষদ্ প্রভৃতি হইতে যে সকল মত সংকলন করিয়া ও নিজের বহু অনুসন্ধান দ্বারা যে সকল ভাব প্রাপ্ত হইয়া প্রচার করিতেছেন, তাহা কাহারও অগোচর নাই। প্রধান আচার্য্য মহাশয় নির্ব্বিবাদ ব্রহ্ম নাম অবলম্বন করিয়া "ব্রাহ্মধর্ম্ম" এই উদার নামে এই ধর্ম্মকে অলঙ্কৃত করিয়া সত্যপ্রিয় ধর্ম্মার্থী মাত্রেরই আদরণীয় করিয়েছেন। এ পর্য্যন্ত পুস্তক পত্রিকা ব্যাখ্যান বক্তৃতা যাহা কিছু প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সকলেই দেখিতেছেন। যখনই যাহা ভ্রান্তি বলিয়া অবধারিত হয়, তাহা হইতে যত্নের সহিত ইহাকে মুক্ত করা হইতেছে। এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য কি তাহা প্রায় সকলের নিকটেই প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এক্ষণে অনেকের হৃদয়ের ধন ও আরামস্থান হইয়াছেন। ইহার উপর অনেকেরই মমতা নিপতিত হইয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক ও যথার্থ ধর্ম্ম বলিয়া অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের যে সংস্থান প্রণালী সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল, তাহাতে অনায়াসেই প্রতীয়মান হইবে যে, কি গুণে ব্রাহ্মধর্ম্ম দিন দিন অধিকতর উপাদেয় ও উপচীয়মান হইতেছে। ঈশ্বর মনুষ্যকে যে প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহারই সম্যক্ অনুযায়ী। ইহাতে পুস্তক বিশেষকে ঈশ্বরের প্রদত্ত বলিয়া জ্ঞান করিতে হয় না; মনুষ্য বিশেষের একাধিপত্যও অঙ্গীকার করিতে হয় না, এমন কি সকলের পক্ষে গুরুকরণও আবশ্যক হয় না; মনুষ্যের প্রকৃতিই এই ধর্ম্মের শিক্ষা দান করিতেছে—ঈশ্বর স্বয়ংই আচার্য্যের কার্য্য করিতেছেন। তথাপি আমরা সকলে সমান বুদ্ধিমান নই বলিয়া যাঁহারা হিতৈষণা সহকারে আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, আমরা চিরকাল তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়া থাকিব; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম কদাপি তাঁহাদিগকে সীমা অতিক্রম করিতে দিবেন না; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অসমর্থদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম কদাপি তাঁহাকে পিতার আসন গ্রহণ করিতে দিবেন না; "আমি তোমাদের এক মাত্র গুরু, আর তোমরা সকলে পরস্পর ভ্রাতা;" এ দূষিত বাক্য যে গুরুর মুখ হইতে পুনর্ব্বার বিনির্গত হইবে, তিনি এ সময়ে কাহারও শ্রদ্ধাস্পদ হইতে পারিবেন না।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার ব্রাহ্মমাত্রেরই কর্ত্তব্য। ইহাতে এমন নিয়ম নাই যে, ব্যক্তিবিশেষের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মের শিক্ষা বা দীক্ষা গ্রহণ না করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে না। অথবা এমন ব্যবস্থাও নাই যে, বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে ভার প্রাপ্ত না হইলে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পাইবেন না। বস্তুতঃ যাঁহারা অন্যান্য সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আছেন, সেই সকল বিষয়ী ব্রাহ্মগণ দ্বারাই (যদি বিষয়ী বলা সঙ্গত হয়) বিনাড়ম্বরে অল্পে অল্পে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার হইয়া আসিতেছে। যাঁহারা এরূপ প্রচারে পরিতৃপ্ত না হইয়া অনন্যকর্ম্মা হইয়া কায়ক্লেশ স্বীকার ও সাংসারিক সুখ ভোগের বাসনা খর্ব্ব করিয়া প্রচারব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন ও বহু মানের আস্পদ হইবেন তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদের ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, তাঁহারা ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আপনার মহিমা নহে। খৃষ্ট বা মহম্মদের ন্যায় আপনাদিগকে ভবিষ্যদ্বক্তা বা প্রেরিত বলিয়া প্রচার করিতে গেলে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলোচ্ছেদন হইবে। তাঁহাদের উপর ঈশ্বরের বিশেষ দৃষ্টি হইয়াছে,

অথবা তিনি সাধারণ অপেক্ষা তাঁহার সহিত বিশেষ রূপ যোগ দিতেছেন, এরূপ অভিমান যেন তাঁহাদের মনে স্থান প্রাপ্ত না হয়; এরূপ অভিমান সবিশেষ কুসংস্কার হইতে উৎপন্ন হয়। ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও যোগ সাধারণের উপর যেমন, তাঁহাদের উপরও অবিকল সেইরূপ। যিনি যে কার্য্যে সবিশেষ যত্নের সহিত নিযুক্ত হইয়া থাকেন, তিনিই সেই কার্য্যে সফলতা লাভ করেন। কৃষক, বণিক্, শিল্পি, চিকিৎসক কবি ও বিজ্ঞানবিৎ অথবা ধর্ম্মপ্রচারক ইহাঁরা সকলেই স্বস্বকার্য্যে সমভাবেই ঈশ্বরের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং সেই সাহায্যই আধিভৌতিক হউক, আর আধ্যাত্মিক হউক, সাধারণ নিয়ম অনুসারেই উপস্থিত হইয়া থাকে; তদ্বিষয়ে বিশেষ বিধি নাই—ঈশ্বরের সাহায্য বা অনুগ্রহ অথবা যোগ ব্যক্তিবিশেষে একচেটিয়া নহে।

এই সকল বিষয়ে অনবধানতা নিবন্ধন সকল সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকগণই শিষ্য ও অনুশিষ্যদিগকে এক প্রকার ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত করিয়া স্ব স্ব নামের সেবক করিয়া গিয়াছেন। বোধ হয় সেই সেই প্রবর্ত্তকগণ ঈশ্বর অপেক্ষাও অধিক অথবা তাঁহার সঙ্গে সমান রূপে পূজিত হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মধর্ম্মে উক্ত রূপ দুর্ঘটনার সম্ভাবনা নাই বলিয়া অনেকে আনন্দিত হইতেছেন। কিন্তু বর্ত্তমান গোলযোগে তাঁহারা সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। মহাত্মা রামমোহন রায় দূরদর্শিতা সহকারে যে ট্রষ্টডিড্ করিয়াগিয়াছেন, তাহাতে আদি সমাজে কাহারও চিন্তার বিষয় নাই। কিন্তু এমন জ্ঞান প্রচারের সময়ে অন্যত্রও যে উহা সংঘটিত হয়, অন্ততঃ উহা লইয়া কথা উৎপন্ন হয়, ইহাও অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি প্রচারকগণ ব্রাহ্মধর্ম্মের নিমিত্ত যে অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিতেছেন, তাহাতে সকলেই উপকার স্বীকার করিতেছেন; কিন্তু বর্ত্তমান গোলযোগে সকলেই আশঙ্কিত হইয়াছেন। কএক বৎসর অবধি অনুষ্ঠান ও সমাজ সংস্কার প্রভৃতি লইয়া ব্রাহ্মদিগের মধ্যে নানাপ্রকার মত ভেদ যে উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আদি সমাজ কাহারও স্বাধীন ভাবে হস্তার্পণ করেন নাই এবং তাহা করিবার প্রয়োজনও বোধ করেন না; বিশ্বাস ও কার্য্যে এক ঈশ্বর অঙ্গীকার করিয়া ব্রাহ্মেরা যদি অন্যান্য বিষয়ে শত সহস্র শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হন, আদি সমাজ তাঁহাদের কোন শাখার বিপক্ষ বা কোন শাখার একাধিপত্যের স্থান হইবেন না; প্রত্যুত সকল শাখাই আদি সমাজের অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইবেন। এই উদ্দেশ্য অনুসারে আদি সমাজ কাহারও স্বাধীন চিন্তা বা স্বাধীন কার্য্যে হস্ত ক্ষেপ করেন নাই। সংপ্রতি ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য বিপর্য্যস্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে, অন্ততঃ লোকের এই রূপ সংস্কার হইয়াছে। এই জন্যই এই প্রস্তাবের অবতারণা হইল।

কেশবচন্দ্র প্রেরিত বা ভবিষ্যদ্বক্তা হইবার দুরাকাঙ্ক্ষায় নিপতিত হইয়াছেন বলিয়া লোকের যে সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহাতে লোকদিগকে সে রূপ দোষ দেওয়া যাইতেছে না। যে সকল ছিদ্রান্বেষী দুর্জ্জন অসূয়াপরায়ণ হইয়া সকল কথাই শাখা পল্লবে বিস্তারিত করিয়া থাকেন এবং অন্যের পরীবাদে আনন্দ অনুভব করেন, আমরা তাঁহাদের কথা গ্রাহ্য করিতেছি না। তাঁহার উন্নতি দর্শনে যাঁহাদের বিদ্বেষবুদ্ধি হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না এবং যাঁহারা চির কাল তাঁহার মত ও কার্য্যের অনুবর্ত্তন ও সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের কথা লোকে সহসা অগ্রাহ্য করিতে পারি-

তেছেন না। বিশেষতঃ কেশবচন্দ্রের সহিত যদুনাথের যে প্রশ্নোত্তর চলিয়াছিল, তাহা যদি যদুনাথ অবিকল সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে লোকের মনে সেই সংস্কার বদ্ধমূল হইবার কারণেরও অসদ্ভাব নাই। কেশবচন্দ্রের মনে যে দুরাকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে, ইহা আমাদের মনে করিতেও ক্লেশ বোধ হয়; কিন্তু তাঁহার কএক জন সহচর যে তাঁহাকে কিছু অস্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ ও সম্ভাষণ করিয়া থাকেন তাহা হইতেই গোলযোগ উৎপন্ন হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। এক বৎসর অতীত হইল প্রধান আচার্য্য মহাশয় ব্রাহ্মসম্মেলন সভায় উপদেশ দিবার সময়ে ব্রাহ্মগণকে ভূয়োভূয়ঃ এই কথা বলিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষে প্রায় গুরু হইলেই অবতার হইয়া থাকে, অতএব ব্রাহ্মেরা যেন সে রূপ কলঙ্কে নিপতিত না হন। "ইহা অলীক বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইতেছে" বলিয়া ইণ্ডিয়ান্ মিরর বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের নিকটে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, তিনি কাহাদিগকেও মনে করিয়া ঐ কথা বলিয়াছেন কি না। কিন্তু কেশবচন্দ্রের সহচর ও অনুচরগণ দ্বারাই সেই বাক্য ভবিষ্যদ্ বাণীর ন্যায় পূর্ণ হইতে লাগিল এবং তিনি তাহা নিবারণ করিতে পারিলেন না, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। আমরা কেশব চন্দ্রকে যে রূপ চতুর ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া জানি, তাহাতে তিনি যে শীঘ্র লোকের এই সংস্কার উন্মূলন করিতে চেষ্টা করিবেন ও তাহা করিতেও পারিবেন এবং তাঁহার সহচরগণকেও সত্যের পথে পুনর্ব্বার লইয়া আসিবেন, তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ ভরসা করিতেছি।

যাঁহারা অবিবেচনা পূর্ব্বক লোকের নিকটে কেশবচন্দ্রকে উপহাসাস্পদ করিতেছেন এবং অদ্যাপি সেই সকল অন্যায় কার্য্যের সমর্থন করিতেছেন, তাঁহারা এক বার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, তাঁহারা যাহা সম্মান বলিয়া অবধারণ করিতেছেন, তাহা হইতে তাঁহাদের, কেশবচন্দ্রের ও ব্রাহ্মধর্ম্মের অনিষ্টই হইবে। তাঁহারা যেন এ রূপ মনে না করেন যে, মনুষ্যের প্রতি এই রূপ করিতে করিতে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। তাহা হইলে পৌত্তলিকতা কি অপরাধ করিল? যীশু খৃষ্টকে লোকে যে প্রতারক বলিয়া থাকে, তাহার কারণ কি? খৃষ্টানেরা খৃষ্টকে যে রূপ করিয়া লোকের নিকট প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা হইতে সহজেই ঐ সিদ্ধান্ত উপস্থিত হয়। কেশবচন্দ্রের হিতৈষিগণ কি তাঁহাকেও ঐ রূপ কলঙ্কিত করিতে চান? যিনি তাঁহাদেরই জন্য সপরিবারে সামাজিক সুখ বিসর্জ্জন দিতেছেন, তাঁহাদেরই জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছেন, পরিশেষে তাঁহাদের দ্বারা তাঁহার কি এই পুরস্কার হইবে যে তিনি লোকের নিকট উপহাসাস্পদ ও ধূর্ত্ত বলিয়া পরিগণিত থাকিবেন। তাঁহারা কি যথার্থই এই রূপ মনে করিতেছেন যে, কেশবচন্দ্রের দ্বারা না হইলে ঈশ্বর তাঁহাদের উপাসনা গ্রহণ করিবেন না অথবা তাঁহারা স্বয়ং ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ না পাইবেন, তাহা কেশবচন্দ্রের অনুরোধে ঈশ্বর প্রদান করিবেন। তাঁহাদের মনের ভাব কি, তাহা আমরা প্রকৃত রূপে জানি না, তাঁহাদিগকে কেবল এই মাত্র অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন ইহা যেন বিস্মৃত না হন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাস্থুল বার্ষিক বার আনা।
সম্বৎ ১৯২৫। কলিগতাব্দ ৪৯৬৯। ১৫ পৌষ সোমবার।

সপ্তম কল্প

দ্বিতীয় ভাগ।

মাঘ ১৭৯০ শক।

৩০৩ সংখ্যা। ব্রহ্মসম্বৎ ৩৯
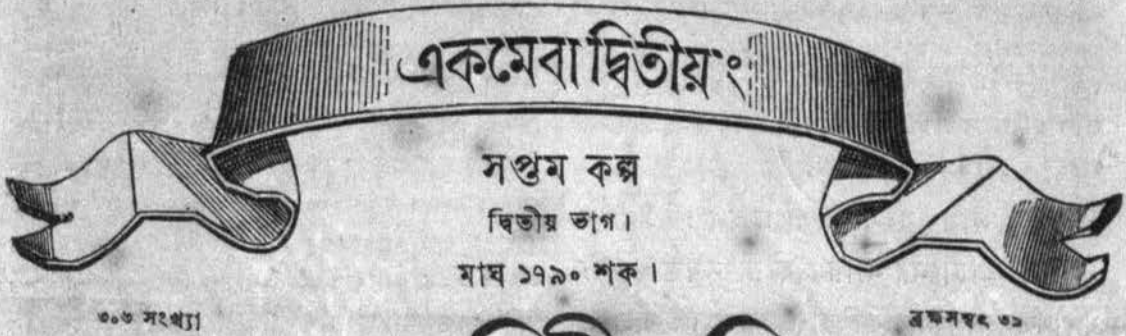
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

উনচত্বারিংশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ শনিবার উনচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

১ মাঘ অবধি ১০ মাঘ পর্য্যন্ত বুধবার ভিন্ন প্রতিদিবস ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের পাঠ ও ব্যাখ্যা হইবে।

১১ মাঘ শনিবার প্রাতঃকালে ৮ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং সায়ং কালে ৭ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজ
কলিকাতা ১৭৯০ শক। } শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথম মণ্ডলস্য চতুর্দ্দশানুবাকে তৃতীয়ং সূক্তং।

কুৎস ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা।

১১২৮

১। স প্রত্নথা সহসা জায়মানঃ সদ্যঃ কাব্যানি বড়ধত্ত বিশ্বা। আপশ্চ মিত্রং ধিষণা চ সাধন্দেবা অগ্নিং ধারয়ন্দ্রবিণোদাং।

১। 'সহসা' বলেন 'জায়মানঃ' নির্ম্মথনেন উৎপদ্যমানঃ 'সঃ' অগ্নিঃ 'সদ্যঃ' তদানীং উৎপত্ত্যনন্তরমেব 'প্রত্নথা' প্রত্ন ইব চিরন্তন ইব 'বিশ্বা' বিশ্বানি সর্ব্বাণি 'কাব্যানি' কবেঃ ক্রান্ত দর্শিনঃ প্রগল্‌ভস্য কর্ম্মাণি 'বট্' সত্যং 'অধত্ত' অধারয়ৎ পূর্ব্বং বিদ্যমান ইব অগ্নিরুৎপত্তিসমকালমেব স্বকীয়ং হবির্ব্বহনাদিকং সর্ব্বং কার্য্যমকরোদিত্যর্থঃ। ইমং অগ্নিং বৈদ্যুতরূপেণ বর্ত্তমানং মেঘেষ্ববস্থিতাঃ 'আপশ্চ' 'ধিষণা চ' যা মাধ্যমিকা বাক্ সা চ 'মিত্রং' সখিভূতং 'সা-

ধন্' সাধযন্তি কুর্ব্বন্তি। তমিমং 'দ্রবিণোদাং দ্রবিণস্য ধনস্য দাতারং 'অগ্নিং' 'দেবাঃ' ঋত্বিজঃ 'ধারযন্' গার্হপত্যাদিরূপেণ ধারযন্তি। যদ্বা দেবাঃ এব ইন্দ্রাদযঃ টমমগ্নিং দ্রবিণোদাং হবির্লক্ষণস্য ধনস্য দাতারং কৃত্বা দূত্যে ধারযন ধারযন্তি।

১। অগ্নি সহসা উৎপন্ন হন। উৎপন্ন হইয়াই প্রাচীনের ন্যায় স্বকীয় সমস্ত কার্য্য যথার্থতঃ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। জল ও মাধ্যমিক ঋষিদিগের বাক্য এই অগ্নির সহিত মিত্রতা করে। ঋত্বিকেরা এই ধনদাতা অগ্নিকে ধারণ করিয়া থাকেন।

১১২৯

২। স পূর্ব্বযা নিবিদা কব্যতাযোরিমাঃ প্রজা অজনযন্মনূনাং। বিবস্বতা চক্ষসা দ্যামপশ্চ দেবা অগ্নিং ধারযন্দ্রবিণোদাং।

২। 'সঃ' অগ্নিঃ'পূর্ব্বযা'প্রথমযা অগ্নি র্দ্দেবেদ্ধ ইত্যাদিকযা'নিবিদা''কব্যতা'স্তুনিনিষ্ঠগুণাভিধান লক্ষণাং স্তুতিং কুর্ব্বতা'আযোঃ'মনোঃ সম্বন্ধিনোক্তেথন চ স্তূযমানঃ সোহগ্নিঃ 'মনূনাং' সম্বন্ধিনীঃ 'ইমাঃ' প্রজাঃ 'অজনযৎ' উদপাদযৎ মনুনা স্তুতঃ সন্ মানবীঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অজনযৎ ইত্যর্থঃ। তথা 'বিবস্বতা' বিবাসনবতা বিশেষেণ আচ্ছাদযতা'চক্ষসা' আত্মীযেন তেজসা 'দ্যাং' দ্যুলোকং 'অপশ্চ' অন্তরিক্ষং চ ব্যাপ্নোতীতি শেষঃ। অন্যৎ সমানং।

২। সেই অগ্নি মনুর প্রথম স্তুতি দ্বারা সংস্তুত হইয়া তাঁহার এই সমস্ত প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আবরণশীল স্বীয় তেজ দ্বারা দ্যুলোক ও অন্তরিক্ষকে ব্যাপ্ত করেন। ঋত্বিকেরা সেই ধনদাতাকে ধারণ করিয়া থাকেন।

১১৩০

৩। তমীড়ত প্রথমং যজ্ঞসাধং বিশ আরীরাহুতমৃঞ্জসানং। ঊর্জঃ পুত্রং ভরতং সৃপ্রদানুং দেবা অগ্নিং ধারযন্দ্রবিণোদাং।

৩। হে 'বিশঃ' সর্ব্বে মনুষ্যাঃ 'আরীঃ' অগ্নিং স্বামিনং গচ্ছন্ত্যঃ যূযং 'তং' অগ্নিং 'ঈড়ত'স্তুবধ্বং। কীদৃশং 'প্রথমং' সর্ব্বেষু দেবেষু মুখ্যং 'যজ্ঞসাধং' যজ্ঞস্য দর্শপূর্ণমাসাদেঃ সাধকং নিষ্পাদকং 'আহুতং' হবির্ভিস্তর্পিতং 'ঋঞ্জসানং' স্তোত্রৈঃ প্রসাধ্যমানং 'ঊর্জ্জঃ' অন্নস্য 'পুত্রং' ভুক্তেন অন্নেন জাঠরাগ্নের্ব্বর্দ্ধনাৎ অগ্নেরন্নপুত্রত্বং 'ভরতং' হবিষাং ভর্ত্তারং যদ্বা প্রাণরূপেণ সর্ব্বাষাং প্রজানাং ভর্ত্তারং। শ্রূযতে চ এষ প্রাণোভূত্বা প্রজা বিভর্ত্তি তস্মাদেষ ভরত ইতি। 'সৃপ্রদানুং' সর্পণশীল দানযুক্তং অবিচ্ছেদেন ধনানি প্রযচ্ছন্তং ইত্যর্থঃ।

৩। হে মনুষ্যগণ! তোমরা অগ্নির স্তব কর। এই অগ্নি সকল দেবতার প্রধান, যজ্ঞের সাধক, হবি দ্বারা তৃপ্ত, স্তোত্র দ্বারা স্তূয়মান, অন্নের পুত্র ও প্রজাদিগের ভর্ত্তা। ইনি নিরন্তর ধন দান করেন। ঋত্বিকেরা এই ধনদাতা অগ্নিকে ধারণ করিয়া থাকেন।

১১৩১

৪। স মাতরিশ্বা পুরুবারপুষ্টির্বিদদ্গাতুং তনযায স্বর্বিৎ। বিশাং গোপা জনিতা রোদস্যোর্দেবা অগ্নিং ধারযন্দ্রবিণোদাং।

৪। 'সঃ' অগ্নিঃ 'তনযায' অস্মদীযায পুত্রায 'গাতুং' অনুষ্ঠানমার্গং 'বিদৎ' লম্ভযতু। কীদৃশঃ 'মাতরিশ্বা' মাতরি সর্ব্বস্য জগতঃ নির্ম্মাতরি অন্তরিক্ষে শ্বসন্ বর্ত্তমানঃ 'পুরুবারপুষ্টিঃ' পুরুভিঃ বহুভিঃ'বারা' বরণীযা পুষ্টিঃ অভিবৃদ্ধিঃ যস্য স তথোক্তঃ 'সর্ব্বিৎ' স্বঃ স্বর্গস্য যাগদ্বারেণ লম্ভযিতা 'বিশাং' সর্ব্বাসাং প্রজানাং 'গোপা' গোপাযিতা রক্ষিতা 'রোদস্যোঃ' দ্যাবাপৃথিব্যোঃ 'জনিতা' উৎপাদযিতা।

৪। অগ্নি অন্তরিক্ষে অবস্থান করেন। বহু লোকে ইহাঁর পুষ্টি সম্পাদন করিয়া থাকে। ইনি স্বর্গদাতা ও সকলের রক্ষক এবং ইহাঁ হইতে ভুলোক ও দ্যুলোক উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে এই অগ্নি আমাদিগের পুত্রকে অনুষ্ঠান পথ প্রদর্শন করুন। ঋত্বিকেরা এই ধনদাতাকে ধারণ করিয়া থাকেন।

১১৩২

৫। নক্তোষাসা বর্ণমামেম্যানে ধাপযেতে শিশুমেকং সমী-

৫। নক্তোষাসা বর্ণমমেম্যানে সমীচী। দ্যাবাক্ষামা রুক্মো অন্তর্বিভাতি দেবা অগ্নিং ধারয়ন্দ্রবিণোদাং॥১।৭।৩।

৫। 'নক্তোষাসা' রাত্রিঃঅহশ্চ 'বর্ণং' স্বকীয়ং স্বরূপং 'আমেম্যানে' পরস্পরং পুনঃ পুনঃ হিংসন্ত্যৌ 'সমীচী সংগতে সংশ্লিষ্টে এবম্ভূতে অহক্ষিয়ামে 'একং শিশুং' অহ্নঃ পুত্রং অগ্নিং 'ধাপয়েতে' তদীয়ং হবিঃ পায়য়েতে 'রুক্মঃ' রোচমানঃ সোঽগ্নিঃ 'দ্যাবাক্ষামা' দ্যাবাপৃথিব্যোঃ অন্তর্মধ্যে 'বিভাতি' বিশেষেণ প্রকাশতে। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ। ১।৭।৩।

৫। দিবা ও রাত্রি বার বার আপনার আপনার স্বরূপকে হিংসা করত সংশ্লিষ্ট হইয়া আছে। সেই দিবা ও রাত্রি এক মাত্র পুত্র অগ্নিকে হবি পান করাইয়া থাকেন। এই দীপ্তিশীল অগ্নি ভূলোক ও দ্যুলোকের মধ্যে সবিশেষ প্রকাশিত হন। ঋত্বিকেরা এই ধনদাতাকে ধারণ করিয়া থাকেন। ১।৭।৩।

কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

৭ পৌষ রবিবার ১৭৯০ শক।

"আবিরাবীর্ম্মএধি।"

আমরা গৃহ-কার্য্যেই আবদ্ধ থাকি, কর্ম্ম ক্ষেত্রেই বিচরণ করি, অথবা অধ্যয়ন অধ্যাপনাতেই কালাতিপাত করি, আমারদের আত্মা সেই অক্ষত—অমৃতের জন্যই সর্ব্বক্ষণ ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে। বট বীজের ন্যায় যদিও আমরা ধরাতলে বালু-কণার সহিত মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছি, আমারদের অন্তর্নিহিত আত্মা বট বৃক্ষের ন্যায় সেই অনন্ত আকাশ অভিমুখেই উত্থিত হইবার জন্য উন্মুখ রহিয়াছে। আমারদের শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতিকে সংসার প্রতিক্ষণ আপনার প্রতি আকর্ষণ করিতেছে কিন্তু আত্মা সেই সমস্ত বাধা বিঘ্নের মধ্যে এই সংসার-অরণ্যেই সেই অনাদ্যানন্ত ভূমাকে অন্বেষণ করিতেছে। বিষয়-বাসনা যদিও আমারদিগের হৃদয়কে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে কিন্তু ঘটনা ক্রমে সেই বন্ধন ঈষৎ শিথিল হইলেই আত্মা অমনি দিগ্‌দর্শন শলাকার ন্যায় স্বাভাবিক ভাবে অবস্থান করে—সেই ভূমার অভিমুখীন হইয়া পড়ে। ঈশ্বর আমারদিগের আত্মার এমনি উন্নত প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, যে সে এই ক্ষুদ্র মর্ত্ত্যলোকবাসী হইয়া পক্ষীর ন্যায় দেহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিয়াও অনন্তের জন্য দিবারাত্র পিপাসিত রহিয়াছে। সে এখানে সংসারের অন্ন-জলে পরিপোষিত হইতেছে, সংসারীর স্নেহ মমতাতেই পরিপালিত হইতেছে, কিন্তু প্রতিক্ষণ পিঞ্জর-বদ্ধ পক্ষীর ন্যায় আকাশ-বিহারের জন্যই চেষ্টা করিতেছে। এখানকার বন্ধন-শৃঙ্খল ছেদ করিবার জন্যই সর্ব্বদা সচেষ্ট রহিয়াছে। চাতকের ন্যায় ধরাতলে বসতি করিয়া সেই ব্রহ্ম-প্রীতি-সুধার জন্য ঊর্দ্ধমুখে ভূমাকে আহ্বান করিতেছে। ক্ষুদ্র হইয়া সেই মহান্‌কে, পরিমিত হইয়া সেই অপরিমিতকে, মর্ত্ত্যজীব হইয়া সেই অমৃতকে পাইবার নিমিত্তই সমুৎসুক রহিয়াছে। মনুষ্য শরীরের এমন বলবীর্য্য নাই, যে সেই অশরীর অজ আত্মার নিকটবর্ত্তী হয়, তাহার বাক্যেরও এমন সামর্থ্য নাই, যে তাঁহাকে সম্যক্ নির্ব্বাচন করিতে পারে, তাহার জ্ঞানেরও এমন প্রভাব নাই, যে সেই অনন্ত জ্ঞানকে প্রকাশ করে, তথাপি তাহার আত্মা ব্রহ্ম-গত-প্রাণ হইয়া রহিয়াছে। সাংসারিক সম্পদ আপাতরম্য হইলেও, বিষয়-সুখ আশু তৃপ্তি বিধান করিলেও মনুষ্যের আত্মা সেই অনির্দ্দেশ্য সুখ-সাগরের প্রতিই সস্পৃহ-নেত্রে দৃষ্টি করিতেছে. সে সেই বাক্য-মনের অগোচর নিরতিশয় মহান্‌কে পাইবার জন্য এখানকার হস্তগত সমুদায় সুখ সম্পদ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াও

প্রফুল্ল হইতেছে। ঈশ্বর আত্মার এমনি হৃদয়-রঞ্জন প্রিয় ধন, যে তাঁহাকে এখানে সম্যক্ লাভ করিতে না পারিলেও তাঁর অপার কারুণ্য স্বরূপের সমালোচনাতেও অসামান্য সুখ সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। তাঁর অপার জ্ঞান চর্চ্চা হইতে নিবৃত্ত হইয়া যদি মানব-হৃদয় সমগ্র সংসার-সুখে নিমগ্ন হয়, তাহা হইলেও তাহার আন্তরিক অতৃপ্তি নিরাকৃত হয় না। কিন্তু সেই অমৃতের অন্বেষণে, সেই অনন্তের অনুধ্যানে প্রবৃত্ত হইয়া কৃতকার্য্য না হইলেও তাহার চিত্ত প্রসাদ লব্ধ হয়, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলেই তাহার হৃদয় দুঃখ গ্লানিতে বিদ্ধ হইতে থাকে। ধর্ম্ম আচরণে প্রবৃত্ত হইয়া নিষ্পীড়ন নির্যাতনে ক্ষতবিক্ষত হইতে থাকিলেও তাহার আন্তরিক বল বর্দ্ধিত হয়, আলোড়িত জ্বলন্ত ইন্ধনের ন্যায় তাহার উৎসাহ অনুরাগ আরও প্রজ্বলিত হইতে থাকে। কিন্তু বিষয়ের সুখ স্বচ্ছন্দতার মধ্যে তাহাকে রক্ষা করিতে গেলে সে দিন দিন হীন-বল ও মুমূর্ষু হইতে থাকে।

ঈশ্বর আত্মার জীবন-জ্যোতি হইলেও তাঁহার সহিত তাহার এত নৈকট্য সম্বন্ধ থাকিলেও সে বিষয়-বিষে জর্জ্জরিত হওত মৃতকল্প হইয়া পড়িলেই তাঁহাকে বিস্মৃত হয়। ক্ষুদ্র বিষয়-কূপে আবদ্ধ হইলেই সে তাঁহার বিশ্ব-ব্যাপ্ত অতুল মঙ্গল-জ্যোতি দেখিতে পায় না। সে পাপ-কলঙ্কে বিকৃত হইলেই আপনার প্রকৃতি আপনি বুঝিতে পারে না। সে তন্তু-কীটের ন্যায় আপনার বন্ধনে আপনি আবদ্ধ হইয়া অন্ধীভূত হয়। সে সূর্য্যালোকের মধ্যে থাকিয়াও আপনি অন্ধকারে বাস করে। যখন সে দেব-প্রসাদে, আত্ম-প্রভাবে জাগরিত হয়, আপনার কর্ম্ম-দোষে, আপনার অন্ধতা বুঝিতে পারে, তখনই সে তন্তু কীটের ন্যায় আগ্রহের সহিত বহু আয়াস-নির্ম্মিত হৃদয়-গ্রন্থি ও মোহ-জাল ছেদ করিয়া আলোকে বহির্গত হয়। যখন সেই পবিত্র স্বরূপের প্রেমালোক সংস্পর্শে তাহার চির-নিদ্রা ভঙ্গ হয়, দিব্য জ্ঞান লাভ হয়, তখন তাহার অন্তরতম প্রদেশ হইতে এই প্রার্থনা-বাক্য নির্গত হইতে থাকে "আবিরাবীর্ম্মএধি।" তাঁর প্রসন্ন-মুখের বিমল-জ্যোতিতেই যখন সে আপনার ক্ষুদ্রতা মলিনতা, হীনতা দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারে—আপনাকে অসহায় ও অনন্যগতি জানিতে পারে, তখনই সে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া বলিতে থাকে "হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও।"

আত্মাকে জাগরিত রাখিতে পারিলেই, তাহাকে পাপ, তাপ ও সংসারাসক্তি হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেই, নদী যেমন সহজেই সমুদ্রাভিমুখে গমন করে, আত্মাও তেমনি সরল-ভাবে ঈশ্বরাভিমুখে উত্থিত হয়। প্রবাস-প্রমুগ্ধ ব্যক্তি যেমন স্বদেশ-সংবাদ শ্রবণ করিলে—স্বদেশের যাত্রীকে সন্দর্শন করিলে তাহার চৈতন্য হয়—স্বদেশানুরাগে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তেমনি যেখানে প্রকৃত স্বদেশের কথা সর্ব্বদা সমালোচিত হইতেছে, যেখানে ব্রহ্ম-ধামের যাত্রী সকল একত্রিত হইয়া মনের আনন্দে স্বদেশের গুণ ব্যাখ্যা করিতেছে, বিষয়-বিমুগ্ধ সংসারাসক্ত আত্মাকে এক এক বার তাদৃশ স্থানে লইয়া গেলে তাহারও মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ হয়, তাহারও সেই করুণা-পূর্ণ পিতার সেই স্নেহময়ী মাতার অসদৃশ করুণা স্মরণ হইয়া অবিরল অশ্রুপাত হইতে থাকে। এই ব্রাহ্ম-সমাজ—এই পবিত্র উপাসনা-গৃহ সেই অমৃত ধামের যাত্রীদিগের সম্মিলন স্থল। এই সেই উন্নতি-পথের পথিকদিগের পান্থ-নিবাস। এখানে দাঁড়াইলেই সংসারের পরপার—সেই জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধাম সন্দর্শন করা যায়। এখানে উপনীত হইলেই হৃদয় মন স্বদেশ